অনুশ্রুতি

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

অনুশ্রুতি

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রকাশক
শ্রীঅনিন্দ্যদ্যুতি চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ঝাড়খন্ড

প্রকাশকাল
প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৬৯
চতুর্থ সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৩

মুদ্রক
কৌশিক পাল
কল্লোলিতা সিস্টেমস্
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলকাতা ৭০০০১২

ANUSRUTI, Vol. III
By Sree Sree Thakur Anukulchandra

4th edition : April 2013

ভূমিকা

শ্রীশ্রীঠাকুর এ পর্য্যন্ত সাত সহস্রের উপর ছড়া দিয়েছেন। অনুশ্রুতি প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে সর্ব্বসমেত প্রায় সাড়ে তিন সহস্র ছড়া স্থান পেয়েছে। এবারকার এই তৃতীয় খণ্ডে ১৩৭৬টি ছড়া প্রকাশিত হ'চ্ছে। পরিস্থিতির প্রেরণায় শ্রীশ্রীঠাকুরের যখন যে-কথা মনে হয়, তখন সেই সম্বন্ধেই বলেন। বিভিন্ন সময়ে জীবনের নানা দিক্ নিয়ে যে-সব রকমারি ছড়া বলেছেন, পাঠকদের সুবিধার জন্য সেগুলি বিষয়বস্তু-হিসাবে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত ক'রে পরিবেষণ করা হ'চ্ছে। এই পুস্তকে সংজ্ঞা, নীতি, নিষ্ঠা, ভক্তি, সাধনা, অনুরাগ, কপট-টান, সেবা, ব্যবহার, চরিত্র, বর্ণাশ্রম, গার্হস্থ্যনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য ও সদাচার, নারী, বিবাহ, প্রজনন, মনোবিজ্ঞান, বিবিধ ও প্রার্থনা—এই অধ্যায়গুলি স্থান পেয়েছে। অনুশ্রুতি প্রথম দুই খণ্ডের ভিতরও এর অনেকগুলি অধ্যায় বর্ত্তমান। প্রকৃত-প্রস্তাবে যত সংখ্যক ছড়া নিয়ে এক-এক খণ্ড বই প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে বিষয়-বিভাগ ও অধ্যায়-সংস্থান যেখানে যেমনতর করা সম্ভব ও শোভন তাই-ই করা হয়। তাই, প্রত্যেকটি খণ্ড স্বতন্ত্র হ'লেও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে বিষয়বস্তুর সম্যক্ উপলব্ধির জন্য বিভিন্ন খণ্ড পাঠ করা প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে ছড়াগুলির প্রতি জনসাধারণের একটা বিশেষ প্রীতি পরিলক্ষিত হয়। বহু নিরক্ষর নর-নারী ও শিশু-সন্তানও মুখে শুনে-শুনে অনেক জ্ঞানগর্ভ ছড়া কণ্ঠস্থ ক'রে রেখেছেন এবং হামেশা সেগুলি আবৃত্তি করেন। ছোট্ট এক-একটি ছড়া যেন লক্ষ মাণিকের লাবণ্যে ঝলমল। মনের কত অন্ধকার, গলিঘুচি, অজ্ঞতা ও অবসন্নতার কত তামস কন্দর লহমায় আলোকে, আনন্দে ও সম্বেগে সমুদ্ভাসিত ক'রে তোলে। ছড়াগুলি বলতে-বলতে, শুনতে-শুনতে, পড়তে-পড়তে ছন্দের তালে-তালে মন উল্লাসে নেচে ওঠে। প্রাণের পরতে-পরতে জেগে ওঠে অপার তৃপ্তির স্পর্শ। ছড়াগুলির ভাবব্যঞ্জনা ও অনুরণনের মাঝে কান পেতে শোনা যায় নবযুগের নবজীবন-যজ্ঞের বোধন-বাদ্য—যা' শাশ্বত, সাত্বত ও সার্ব্বজনীন সুরে ঝঙ্কৃত ও ধ্বনিত। তাই, ছড়াগুলির এই সার্ব্বজনীন আবেদন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের যাবতীয় করা, বলা ও ভাবার ভিতর-দিয়ে সত্য ও শিবই স্বতঃ উৎসারিত হ'য়ে চলেছে। আজ মানুষের চিন্তা ও চেতনার জগতে যে

মহাসঙ্কট দেখা দিয়েছে, তার নিরসনে শ্রীশ্রীঠাকুর বদ্ধপরিকর। শুধু জীবনের মৌলভিত্তিকেই তিনি সুদৃঢ় করতে চান না, সভ্যতা ও বিবর্ত্তনসৌধের প্রতিটি উপকরণ যাতে সুষ্ঠু, শক্তিশালী ও সুসঙ্গত হ'য়ে মহাজীবনের আবাহনে সার্থক হয়, তার জন্য দৈনন্দিন চলনার প্রতি-পদক্ষেপে যা'-কিছু করণীয় তা' তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্দেশ ক'রে যাচ্ছেন। ছড়াগুলি তাই ক্ষণিকের জন্য অলস ভাবালুতা বা কল্পলোকের স্বপ্নাবেশ সৃষ্টি ক'রে আমাদের নিছক কাব্যরসাস্বাদনে নিমজ্জিত ক'রে রাখে না, সেগুলি স্থির বিজলী দীপ্তিতে দেখিয়ে দেয় চলার পথ, আমাদের মেঘের ডাকে ডাক দিয়ে ওঠে কঠোর কর্ম্মে। কিন্তু এটাও স্মরণ রাখতে হবে, তাঁর সত্যশিবের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা সুন্দর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সুন্দর আপনিই এসে সেখানে ধরা দিয়েছে। তাই, ছড়াগুলির মধ্যে একটা অনায়াস কাব্য-সুষমা লীলায়িত হ'য়ে উঠেছে। বনবিহঙ্গের সঙ্গীতের মতো তা' স্বতঃ উৎসারিত। কোথাও তা' ললিতমধুর, কোথাও তা' উপলপ্রহত নির্ঝরের মতো বিচিত্র কল্লোলমুখর। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় আমরা বলেছি, এবারও বলছি—ছড়াগুলির মাধুর্য্য উপভোগ করতে গেলে ঠিকমত পড়া চাই। পংক্তি বিভাগ ও বিরাম চিহ্নগুলি ভাল ক'রে লক্ষ্য তো করা চাই-ই, সেই সঙ্গে কথিত বিষয় ও ছন্দের দোলা ও ঝাঁকুনিটার অনুভূতি ও উদ্দীপনা পাঠক ও শ্রোতার মনে সম্যক্ সঞ্চারিত করবার জন্য ছড়ার অংশ বিশেষের হ্রস্ব বা দীর্ঘ উচ্চারণ ও স্বরাঘাত ইত্যাদি ঠিকমত করা চাই।

আর-একটা কথা, ছড়া ও দোঁহা-জাতীয় জিনিসগুলি অল্পবিস্তর গীতধর্ম্মী। এইগুলি মুখে-মুখে যেমন চারাচ্ছে, সিদ্ধ সুর-সংযোজন ক'রে যদি এগুলিকে চারণ-সঙ্গীতের পর্য্যায়ে রূপায়িত করা যায়, তাহ'লে গণমানস যুগপৎ নন্দিত, নিয়ন্ত্রিত ও জ্ঞানসমৃদ্ধ হ'তে পারে। ছড়াগুলি কাল হ'তে কালান্তরে ছড়িয়ে প'ড়ে প্রাণরসের উৎসারণায় মানুষের অন্তরের পিপাসা মেটাক, তাকে সম্বর্দ্ধনী তপশ্চর্য্যায় উদ্যত ও প্রেরণা-প্রবুদ্ধ ক'রে তুলুক—পরমপিতার চরণে এই আমাদের আকুল প্রার্থনা।

—বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
৬ই ফাল্গুন, ১৩৬৮
ইং ১৮/২/১৯৬২

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পুণ্য ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 'অনুশ্রুতি' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল।

এই পুস্তকের কতিপয় বাণীর শব্দ ও পংক্তিতে প্রথম সংস্করণের সঙ্গে পরবর্ত্তী সংস্করণে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যার কোন যুক্তিপূর্ণ কারণ আমাদের অজ্ঞাত এবং এ-বিষয়ে ভূমিকাতে কিছু উল্লেখ না থাকায় সেগুলি প্রথম সংস্করণ অনুযায়ী এই সংস্করণে অপরিবর্ত্তিত রাখা হ'ল। এতে বাণীর অর্থবোধে কোন রকম তারতম্য হচ্ছে না।

পূর্ব্ববর্ত্তী তৃতীয় সংস্করণে অনবধানতাবশতঃ 'নারী' অধ্যায়ের ৪৬নং বাণীটি বাদ থেকে যায়—বর্ত্তমান সংস্করণে পুনরায় সন্নিবেশিত করা হ'ল।

এই গ্রন্থ নিত্য পঠন, পাঠন ও অনুশীলনের মাধ্যমে প্রতিটি জীবন শান্তি, স্বস্তি ও সমৃদ্ধির অধিকারী হ'য়ে উঠুক—পরমপিতার রাতুল চরণে এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

—*বন্দে পুরুষোত্তমম্।*

সৎসঙ্গ, দেওঘর
২৭ মার্চ, ২০১৩

শ্রীঅনিন্দ্যদ্যুতি চক্রবর্ত্তী

আমার কথাগুলি যদি তোমার-
শুধুই কথাও চিন্তারই খোরাক মাত্র হয়-
করার বা আবরণের ভেতর দিয়ে
লেখাগুলিকে যদি.
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার-
তবে-
পাওয়া যে তোমার
অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে -
তা কিন্তু অতি নিশ্চয়—

তোমারই "আমি"

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা

সংজ্ঞা

শুভ-চর্য্যায় শ্রেয়-সহ
লেগে থাকাকেই নিষ্ঠা কয়,
ভঙ্গপ্রবণ অনুরতি
সেটা কিন্তু নিষ্ঠা নয়। ১।

শোন্ না বলি—ভাগ্য মানেই
নিষ্ঠানিপুণ সদ্-ভজন,
দীপ্ত-উছল নিষ্পাদনাই
ভাগ্যদেবীর সিদ্ধ আসন। ২।

ভজনদীপ্ত কৃতি যেথায়
নিষ্ঠা-আনুগত্য নিয়ে,
ভগবত্তা সেইখানেই তো
সেই হৃদয়ে চলছে ব'য়ে। ৩।

সৎসঙ্গ তা'কেই বলে
নিষ্ঠা যা'তে উতল চলে,
আনুগত্য-কৃতি বাড়ে
তেমনতরই শিষ্ট তালে;
যে-সঙ্গে এর ব্যতিক্রম আনে
অসৎসঙ্গ জানিস্ তা'য়,
সত্তাকে তা' করে না স্ফুরণ
অশিষ্ট যা' তা'তেই ধায়। ৪।

ধুরন্ধর জেনো সে—
যত পাকই খা'ক্ না কেন
ধুরো ছাড়ে না যে। ৫।

ছেলেপেলে ও নেহাৎ-প্রিয়
ছাপিয়েও যা'রা স্বামীরতা,—
নিষ্ঠানিপুণ অনুকৃতি—
তা'রাই কিন্তু পতিব্রতা। ৬।

অন্তর-নিয়মন যিনি করেন
যেমনতর নিয়মনে,
অন্তর্য্যামী তা'ই-ই ঈশ্বর—
করেন বৈধী বিনায়নে। ৭।

যিনি যা'-কিছু হ'য়ে থাকেন
বিশেষ বৈশিষ্ট্যে ব্যক্ত হ'য়ে,
তিনিই বিভু—চলেন সদাই
বৈশিষ্ট্যেরই ব্যাপ্তি ল'য়ে। ৮।

শ্রেষ্ঠ তোমার ইষ্ট যিনি
চিত্তবৃত্তি-প্রবাহ তাঁ'তে,
তা'কেই কিন্তু ধ্যান বলে—
সার্থক সঙ্গতি যাঁহার সাথে। ৯।

ভজন মানেই ইষ্টীচলন
বাঁচাবাড়ার দীপনায়,
বিশ্বমাঝে যা'-কিছু সব
জাগে যা'তে উর্জ্জনায়। ১০।

ধৃতি-স্বভাব অন্তরে যাঁ'র
কৃতি-সোহাগ-সম্বেগে—
ভগবান্ যে তিনিই তো হন
পালন-পোষণ-আবেগে। ১১।

ভগবান্ মানেই ভজবান যিনি
যেথায় যেমন স্ফূর্ত্ত হয়,
ভজবানের মহিমা ছাড়া
ভগবান্ কি কোথাও রয়?
ভক্তদেহেই তাঁ'র আবির্ভাব
ভজন-সাধন-কৃতির টানে,
জ্ঞান-প্রদীপের বোধদৃষ্টি
যেথায় প্রীতি-আলো আনে;
ভরদুনিয়ায় ব্যাপ্ত যিনি
যে-জন তাঁ'তে ভজনদীপ্ত—
ভগবানের বিকাশ তাঁ'তেই,
সেই ব্যক্তিত্বেই থাকেন স্ফূর্ত্ত। ১২।

ব্রাহ্মী-দীপক জ্ঞান-সংহতি
স্বভাব-সুন্দর যা'তে থাকে,
ভক্তি-বিভব জ্ঞানবিভায়,—
পুরুষোত্তম বলে তা'কে;
ভক্তি, জ্ঞান, চতুর দৃষ্টি
সহজ-স্বভাব ব্যক্তিত্বে তা'কে,
মহাপুরুষ আখ্যা দিয়ে
স্তুতি করে বহু লোকে। ১৩।

ব্রহ্ম কিন্তু বৃদ্ধি আনেন
বিস্তারেতে ব্যাপ্ত হ'ন,

সব যা'-কিছুর ভিতরে তিনি
এই দীপনায় দীপ্ত র'ন। ১৪।

বৃদ্ধি পাওয়ার তুক্‌তাক যা'
ব্যাপ্তিতে তা'র উচ্ছলন,
কোন্ প্রগতির কেমনতর তা'
সেই জ্ঞানই তো ব্রহ্মজ্ঞান;
জীবনই বা কেমনতর
মরণই বা কেন হয়,
ব্রাহ্মী আবেগ কেমনতর
কিসে কেমন সচল রয়;
আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন আর
পরিণতি-পরিণাম,
কেমন ক'রে কোন্ গতিতে
কেনই বা হয় ব্যতিক্রম;
নিটোল পটু যেমনতর
যেমন জানায় দক্ষ হবে,
ব্রহ্মজ্ঞানও তেমনতরই
সার্থকতায় দাঁড়িয়ে র'বে। ১৫।

শ্রেয়জনার অভিজ্ঞ বাদ
আশীর্ব্বাদই তা'য় জানিস্,
যে-নিয়মে চললে পরে
কৃতার্থ হয়, ঠিক বুঝিস্। ১৬।

মন্ত্র মানে সেই তুক্‌টি
যা' ধ'রে যা' করা যায়,
মিলিয়ে নিয়ে তাৎপর্য্যেতে
সার্থকতা আসেই তা'য়। ১৭।

যোগ কাহারে কয়?
চিত্তবৃত্তি যা'-সব যা'তে
একেই সার্থক হয়। ১৮।

দেখে-শুনে বুঝে-সুঝে
যেমন বোধে শক্ত তুমি,
বাস্তবতার সঙ্গতিতে
হ'ল যেটা হওয়ার ভূমি,
অনুভূতি কিন্তু সেটাই নিছক
পশ্চাতেতে হও যা' তুমি,
যা'তে তোমার জ্ঞানটা দীপক—
দেখা-বোঝা যাহার ভূমি। ১৯।

সঙ্গতিশীল হ'য়ে যেটা
অনুভবে আসবে তোমার,
অনুভূতি তা'কেই বলে—
বাস্তবতা বোধটি যা'র। ২০।

কেমন ক'রে বেঁচে থাকি
বাড়ার কী নিদান,
সঙ্গতিতে যে তা' জানে
সেই তো বিদ্যাবান্। ২১।

যে-অবস্থায় যেমনতর
হাতে-কলমে বুঝে ক'রে,
সিদ্ধকাম হয় যে-জনা
'অভিজ্ঞ' তা'রেই নিস্ ধ'রে। ২২।

সাধু জানিস্ তা'রা—
সৎ আচার্য্যের নিদেশমত
প্রজ্ঞাতপা যা'রা। ২৩।

বহু কোটি লোকের সাথে
একপ্রাণতায় যা'র বসতি,
ছত্রপতি সেই তো হবে
পিছিয়ে দিয়ে সব অরাতি। ২৪।

সমীচীনভাবে বাঁচাবাড়ার
যত আয়োজন,
ধর্ম্ম ব'লে ব'লে থাকেন
যাঁ'রা বিচক্ষণ। ২৫।

বাঁচাবাড়ায় সাহায্য করে
দুটো খাওয়া দিয়ে,
আনন্দবাজার নাম হ'লো তাই
চর্য্যা-পোষণ নিয়ে। ২৬।

অন্তঃকরণ তা'কেই বলে
ভাববিভূতির বিধানে যা'
ব'লে ক'রে চ'লে তোমার
ভাবে আনে উচ্ছলতা। ২৭।

শান্তি মানে নিথর হ'য়ে
অবশ-অলস নয়কো হওয়া,
সুধী-বীক্ষণে সুচর্য্যাতে
সুনিষ্পাদন ক'রে যাওয়া। ২৮।

মন্দ কিন্তু তা'—
জীবন-আবেগে বিক্ষেপ আনে
নিথর করে যা'। ২৯।

বীর্য্যবান্ হওয়া মানে—
অশিষ্ট-আচারী হওয়া নয়,
শোভন-সুযুক্ত অনুচলনে
করতে হবে উপচয়। ৩০।

সত্তায় তোমার চিতী সম্বেগ
যে-ভাবে স্বতঃ অবস্থান,
বর্ণ তোমার তা'ই-ই কিন্তু
সাত্বত তা'ই অধিষ্ঠান। ৩১।

যেমনতর ধৃতি-আবেগ
জমাট বেঁধে শরীর হয়,
সেই আবেগের স্পন্দনাটার
বর্ণ ব'লে পরিচয়। ৩২।

আবার বলি—বর্ণ মানেই
আবেগ-অনুরঞ্জনা,
যে-সংস্কারে উথ্‌লে ওঠে
স্বতঃস্রোতা উর্জ্জনা। ৩৩।

অস্তিত্বটার জীবন-তালটি
ক'মে-বেড়ে চলতে থাকে,
সমীচীন সাম্যে যা' রাখে তা'য়
ঔষধই তো বলে তা'কে। ৩৪।

বোধ-বাস্তবে কল্পনায় যা'র
বিশেষ বিকাশ হ'য়ে ওঠে,
সার্থকতা দেখায় কিন্তু
অর্থ তা'কেই ব'লে থাকে। ৩৫।

স্বতঃ সাবলীল শব্দস্তর যা'
জীবনীয় দ্যুতি নিয়ে,
স্বর্গ কিন্তু সেটাই আসল
সাত্ত্বিকতার ভাতি বিনিয়ে;
মর্ত্ত্যেও তেমনি স্বর্গ আসে
যা' মরত্ব-অপসারী,
স্বৈর্য্যভরা জীবনীয়—
সত্তায় করে সুপ্রসারী। ৩৬।

সুখ-অর্জ্জনা স্বতঃ যেথায়
নিটোল চলে জীবনস্রোত,
স্বর্গ কিন্তু তা'কেই বলে
সেথায় স্বতঃ সলীল বোধ। ৩৭।

নীতি

হৃদয় খুলো গুরুর কাছে
যিনি স্বতঃই পূর্য্যমাণ,
কিংবা তোমার নেতার কাছে
যিনি তোমায় স্বার্থবান্;
কিংবা পিতামাতার কাছে
উদ্ভব তোমার যা'দের হ'তে,
এ বাদে ব'লো হিসাব ক'রে
নজর রেখে হিতী পথে। ১।

ভালবাসিস্ সবারে তুই
যত্ন করিস্ বিহিতভাবে,
মন্ত্রগুপ্তি নাইকো যা'দের
আস্থা রাখলে কষ্ট পাবে। ২।

দোষ যদি তোর থাকে কিছু
আগেই নিকেশ কর্,
দোষ নিয়ে তুই করলে শাসন
বাড়বে দোষের ঘর। ৩।

তোর কথায় তুই ফেঁসে না যাস্
বিহিত বলা বলিস্,
কৃতিমুখর চলন নিয়ে
শুভর পথেই থাকিস্। ৪।

তুই যদি কা'রো কথা শুনে
বিহিত চলায় নাই চলিস্,
অন্য কেউ কি তোর কথাটি
শুনে চলবে যা'ই বলিস্? ৫।

শোনা কথায় সমীহ রাখিস্
বলে যদি তা' জ্ঞানী,
পরে সেটা মিলিয়ে দেখিস্
বাস্তবের না হয় হানি। ৬।

পরের মুখে শুনবি যেটা
লক্ষ্য রেখে তা'তে,
চৌকস মিল হ'লে পরে
দ্বিধা কি আর নিতে? ৭।

ক্রোধ ক্রোধকেই ডাকে,
হিংসা ডাকে হিংসায়,
নিন্দা নিন্দাকেই ডাকে
প্রশংসা প্রশংসায়। ৮।

ক্রোধ কৃতার্থ প্রীতি-চর্য্যায়
হিংসা অনুকম্পায়,
নিন্দা ব্যর্থ সদ্-ব্যাভারে
প্রীতি উচ্ছল নিষ্ঠায়। ৯।

অবস্থা, সময়, সুবিধা আর
উপযোগিতা নিয়ে,
সুসঙ্গতির সমাধানে
সিদ্ধান্ত আনিস্ ব'য়ে। ১০।

কী অবস্থায় কখন তুমি
চলবে-করবে কেমনতর,
বোধ-বিবেকী পরাক্রমে
তেমনি চলতেই থেকো দড়। ১১।

কী অবস্থায় কী করে কে
কী-ভাবে কী-কথায়,
বুঝে নিতে চেষ্টা করিস্
বিধানটি কী চায়? ১২।

অধিক হর্ষ, ক্রোধ বা বিষাদ
কিছুই কিন্তু নয়কো ভাল,
বিজ্ঞজনার এই অভিমত
ভেবে-চিন্তে সাম্যে চল। ১৩।

বাধা-আটক সব খুলে দে
শ্রেয় যে-জন তাহার কাছে,
বোধি তোদের আসবে নেমে
কৃতী-শুভ দীপন-সাজে। ১৪।

সৎ উপদেশ দাওই যদি
দায়িত্বও কিছু দাও,
চর্য্যা-বিপুল কৃতী হ'য়ে
কৃতার্থতায় পাও। ১৫।

উপদেষ্টা উপদেশ দিয়ে
নিজেই ক'রে দিলে,
উপদিষ্টের কী হ'বে তা'য়
জ্ঞান কি তা'তে মিলে? ১৬।

যুক্তি মানুষ দিক্ না যত
স্থির ও ধৈর্য্যে শুনিস্ তা',
নিখুঁত বিচারে করিস্ সেটা
বাস্তব দেখে বুঝবি যা'। ১৭।

যা'ই ভাব, যা'ই দেখ-শোন,
বুঝে দেখ তা' সমীচীন,
জীবনীয় কতখানি তা'
কতখানি জীবনহীন। ১৮।

মিষ্টি কথা ব'লো তুমি
স্নেহে সেবা দিও,
সৎ-পথেতে শ্রদ্ধার দান
পাও যেটি তাই নিও। ১৯।

যে-সাহায্য যা'র কাছে পাস্
কৃতজ্ঞতায় ভরিস্ বুক,
গুণ-স্তোতনায় দীপ্ত রাখিস্
হৃদয়ভরা পাবি সুখ। ২০।

তা'রে বাঁচাও আগে—
ধরে তোমায়, করে তোমায়
আপন অনুরাগে। ২১।

পাগলপারা রোখ নিয়ে তুই
সৎ-চলনে থেকে,
অনুকম্পী বিবেক নিয়ে
চলবি শুনে-দেখে। ২২।

দুঃখী যা'রা, ব্যর্থ যা'রা
অধঃপাতে যা'চ্ছে দূরে,
তা'দের ব্যথা বলার অবসর
সতর্কতায় দিবি ওরে। ২৩।

(তুই) গরব করিস্ যা'র—
তা'র গরবের সুবর্দ্ধনাই
সব গরবের সার। ২৪।

মিথ্যা যদি কইতেই হয়
কা'রো ক্ষতি নাই ক'রে,
সেথাও কিন্তু সাত্বত সব
শুভর পথে রং ধরে। ২৫।

মিতি-চলনে চলতে থাক
ধৃতিতে মন রেখে,
ধৃতিহারা মিতি-চলনে
ঠ'কেই থাকে লোকে। ২৬।

চলার পথে আস্‌লে বাধা
ধাঁধার ঘোরে পড়িস্ না,
'সু' সেধে তুই চল্ রে চ'লে
কাটবে বাধা—ভাবিস্ না। ২৭।

সৎ-পথে তুই চলবি অটল
ইষ্টসেবায় থাক্ পটু,
সকল গরল-মুক্ত হ'বি
সুধা হবে সব কটু। ২৮।

কটু কথার কটু উত্তরে
অসদ্‌বুদ্ধি বেড়েই থাকে,
হৃদ্য যা' তা' যুক্তিবাদে
সাম্যই অনেক করে তাকে। ২৯।

কড়া কথা তোকে বলে যদি কেউ
পারিস্ তো উত্তর দিস্ নে,
উত্তর যদি দিতে হয় দিবি
সুধী-সুন্দর আপ্যায়নে। ৩০।

কী করাই বা উচিত ছিল
কিসেই বা তোর হ'লো দোষ—
এটা যদি শুধরে না নিস্
জীবনভরই র'বে আপসোস। ৩১।

বোধটা আগে গজিয়ে নে তুই
ব্যাপার দেখে-শুনে,
কী করলে কী হয়—হিসাব কর্
অন্তরেতে গুণে। ৩২।

দেখে-শুনে বুঝ-পরখে
বাস্তবতায় বাজিয়ে নিস্,
পরখটা তোর নিখুঁত হ'লে
যেমনটি যা' তা'ই বলিস্। ৩৩।

বোধ-বিচারে শিষ্ট হ'য়ে
দৃষ্টি তোমার চলুক ঠিক,
সব যা'-কিছুর নিয়ন্ত্রণে
ঠিক রাখিস্ তোর চলার দিক্। ৩৪।

সুস্থ যখন শ্রেয় তোমার
বৈধী আচার সবই পালিস্,
অসুস্থ বা অপারগতায়
বিহিত যেমন তেমন চলিস্। ৩৫।

আস্থা থেকেও মনে কা'রো
কটু যদি থাকে,
বেশ ক'রে তা' এড়িয়ে চলিস্
পড়িস্ না তা'র পাকে। ৩৬।

সবার প্রতি আপ্যায়না
যত পারিস্ রাখিস্,
মনে রেখে সতর্কতা
বেঘোরে না পড়িস্। ৩৭।

চালিয়াতি চাওয়া দেখলেই
রুদ্ধ করিস্ দেওয়া,
বুঝেও কিন্তু বলিস্ না তা'
কূটফন্দীর চাওয়া। ৩৮।

খুঁজতে গেলে কা'কেও তুই
ধীইয়ে নিস্ মনে—
কোথায় কাহার বসবাস
কিবা প্রয়োজনে,
প্রয়োজনের ক্ষুধা তা'র
কোথা আপূরিত হয়,
গালগল্প খেলাধূলার
কোথায় সমন্বয়,
খেলাধূলা, ব্যসন, খোরাক
কোথায় কাহার মেলে,—

এঁচে নিয়ে মনে-মনে
দেখ্ খুঁজে কী ফলে! ৩৯।

ভেবে-বুঝে দেখে-শুনে
বাস্তবতার পরিচয়ে,
ইষ্টরাগের বোধ-বিচারে
করবি তাহা দক্ষ পায়ে। ৪০।

আত্মগোপন করিস্ নাকো
অনৃতকে লুকিয়ে রেখে,
করবে ধ্বংস জীবনটা তোর
অন্তরে তা' পেকে-পেকে। ৪১।

স্বার্থলোলুপ বুদ্ধি যা'দের
পেলেও কিছু করে না,
যদি পারিস্ এমনি দিবি—
যেমন পাওয়া ঘটে না। ৪২।

সুবিধাবাদী হ'তে গিয়ে
অসুবিধায় ডাকিস্ নে আর,
স্বার্থলোভই জানিস্ কিন্তু
অসুবিধার কুটিল দ্বার;
পরকে ভেঙ্গে নেবেই কেবল
যেমনতর সুবিধা পাও,
একতিলও কা'কে দেবে না কিছু?
সুবিধা কিন্তু হবে উধাও;
চর্য্যানিপুণ অন্তর নিয়ে
ধৃতি-কুশল পরিচর্য্যায়,
স্বতঃস্রোতা যা'ই তুমি পাও,
শিষ্ট সুবিধা থাকেই তা'য়। ৪৩।

স্বার্থসুখের অর্থ তোমার
তৃপ্তি দিয়ে আমার বুকে,
দীপ্ত হ'য়ে না উঠলে তা'
রাখবে কি তা' আমায় সুখে?
তাই বলি তোমার স্বার্থ ও সুখ
অন্যকেও যেন করে সুখী,
চর্য্যা-চলন এমনি ক'রো—
আশপাশে কেউ না হয় দুখী। ৪৪।

বেসামাল আর বেকুব হ'য়ে
নির্ভরশীল হো'স্ নে ওরে,
চতুর চোখে দেখে-শুনে
যেমনি পাবি নিবি ধ'রে। ৪৫।

যা'-কিছুকে খারাপ ভেবে
করিস্ না তা'র সমাধান,
মেপে-চিনে বোধে বিনিয়ে
রাখিস্ চলায় তেমনি মান। ৪৬।

যতই পরের দোষ দিবি তুই
নিজের যা' দোষ এড়াতে,
পেয়ে বসবে সে-দোষ তোমায়
দেবেই না পা বাড়াতে। ৪৭।

সুজাগ্রত বিবেচনায়
সব জিনিসটি বুঝে-সুঝে,
ত্বারিত্যে তুই কাজে লাগিস্
বৈপরীত্যের সঙ্গে যুঝে। ৪৮।

যা' দেখবি তা' এক লহমায়
সবটা দেখার অভ্যাস কর্,
করার বেলায় বুঝে-সুঝে
তেমনি করার ধৃতি ধর্। ৪৯।

দৃষ্টি তোমার ফুটবে কিসে?
প্রাঞ্জলাতে উপ্‌চে থাক্,
দৃষ্টিটাকে বেশ বিনিয়ে
সৃষ্টি কর্ তুই দেখার তাক্। ৫০।

ফাঁকা কথা নিস্‌নে কানে
দিস্‌নে বাস্তব মতামত,
ফাঁকির বদলে ক্ষতি আনিস্ নে,
চলন-বলন থাকুক সৎ। ৫১।

দোষগুলি সব এড়িয়ে দেখো
গুণগুলি কা'র কোথায় কী,
গুণের ব্যাপার বাড়িয়ে নিও
এমনি ক'রেই সব দেখি'। ৫২।

কোন্ ব্যাপারে কী জরুরী
ভেবে-বুঝে এস্তামাল,
অটুটভাবে ঠিক করিস্ তা'
হ'তে না হয় যা'য় নাকাল। ৫৩।

দেখে-শুনে চিন্তা ক'রে
যে-বিষয়টা যখন ধরিস্,
বিহিত-রকম ব্যবস্থাটাও
সাথে-সাথে এঁচে রাখিস্;

এঁচে রাখলি যে-ব্যবস্থা
যেথায় যেমন পারিস্—দেখিস্,
ব্যবস্থাটাও বিহিত রকম
ন্যায্যতর যা' হয় করিস্। ৫৪।

কূটনীতিই তো তীক্ষ্ণনীতি
সত্তাচর্য্যায় যা' পটু,
সত্তাকে যা' দলিত করে
যে-নীতিই হো'ক্ তা' কটু। ৫৫।

নিয়ে যায় যা' যেমনতর
তা'ই কিন্তু সেই নীতি,
সত্তাকে যা' দলিত করে
যে নীতিই হো'ক্ তা' ভীতি। ৫৬।

জীবন-বৃদ্ধির অভিযানে
পূরণ-পোষণ-পালন-চলায়,
বাধা দেওয়াই অশিষ্টতা,—
আঘাত করা সত্তাটায়। ৫৭।

ব্যতিক্রমে চলা মানেই—
বৈধী চলন বিধাতার—
ব্যর্থ ক'রে বিপথে চ'লে
রুদ্ধ করা জীবন-দ্বার। ৫৮।

ব্যর্থবিক্ষেপ ব্যতিক্রমদুষ্ট
নিষ্ঠাটাকে করিস্ নাকো,
ছন্দহারা কৃতি-বন্দনায়
বিফলতায় ডাকিস্ নাকো। ৫৯।

বিন্যাস আর ব্যতিক্রমের
সূত্র কোথায় দৃষ্টি রাখিস্,
শুভ-সুন্দর যখন যেটা
তখন সেটা তেমন করিস্। ৬০।

বিজ্ঞ হ'য়েও অজ্ঞ ধাঁজে
মাঝে-সাঝে ব'লে-ক'রে,
খতিয়ে দেখিস্ শিষ্য তোর
কেমনভাবে কোন্‌টা ধরে। ৬১।

যে-কথা-কাজ মনে জাগে
শিষ্ট যদি না-ই হয় তা',
উচ্চারণ তা' করবি নাকো
করবি তা' যা'য় রাখে সততা। ৬২।

ধরা-বলা-করার মাঝে
শুভ যেটুক দেখতে পাবি,
তেমনতরই আগ্রহে তা'র
জীবন-গতি উস্কে দিবি। ৬৩।

শুভ'র পথে নিত্য চ'লো
বিবেক-বুদ্ধি আচার নিয়ে,
কৃতিচর্য্যায় ঠিক রেখো তা'য়
সুসন্দীপী বোধি দিয়ে। ৬৪।

বাস্তব কিছু পেলে পরেই
দেখে-শুনে-বুঝে নিয়ে,
ভেবে-চিন্তে করবি বাহির
শুভ-অশুভ কী তা' দিয়ে। ৬৫।

হুঁশিয়ারীর মাভৈ-সুরটা
অন্তরে তুই জাগিয়ে রাখিস্,
তীব্রবেগে করার মুখেও
তেমনি যেন চলতে পারিস্। ৬৬।

ইষ্টনিষ্ঠায় অবাধ হ'য়ে
তপচলনে অবাধ হ',
হাতে-কলমে কাজের সেবায়
ইষ্টবিধি সুখে ব'। ৬৭।

যেটুকুই যা'র দেখিস্ ভাল
ভাল ব'লে উৎসাহ দিস্,
উৎসাহটা আন্তরিক হ'লে
তা'তেই অনেক মেলে হদিস্। ৬৮।

ভাববি-ধরবি-করবি যেটা
স্মৃতির লেখা পাকা রাখিস্,
বিনিয়ে নিয়ে সেগুলিকে
যখন যেটায় লাগবে ধরিস্। ৬৯।

আচার-নিয়ম-ব্যবহারগুলি
সাধনীয় আসে যত,
সেগুলিকে তৎপর রাখিস্
বিনায়নে সুনিয়ত। ৭০।

বাজারে তুই সেইটি কিনিস্
যেটি তোকে রাখে বজায়,
অন্য কিছুর কী হবে আর
সত্তা যা'তে পুষ্টি না পায়? ৭১।

বাড়ীর জমি দেখতে গেলেই
রাখবি সে-বুঝ অন্তরে,
স্বাস্থ্য যেথায় ভাল থাকে
পড়শী থাকে পরস্পরে। ৭২।

অস্তি-নেশার স্বস্তি-তালে
সংস্থিতিকে করতে পাকা,
দেখে-শুনে নিস্ বিনিয়ে
ঘুরিয়ে নিজের বিজ্ঞ চাকা। ৭৩।

সমালোচনা করতে গেলেই
সাম্যে রাখ্ তোর ব্যক্তিত্বটা,
শিষ্ট যা' তা', সুষ্ঠু যা' তা',—
কর্ সংহত বিনিয়ে সেটা। ৭৪।

নিন্দা যদি শুনিস্ কা'রো
সৎ-সন্ধিক্ষু খোলা মনে,
নিরখ-পরখ করিস্ তা'কে
বাস্তবতার নিয়মনে;
কল্পনারই কানে শুনে
চললে মানুষ অনুক্ষণে,
শাতন-ভঙ্গী অসূয়া রাখে
সৎকে অসৎ-আবরণে। ৭৫।

অযথা তোর নিন্দাবাদে
ভাবনা কী তোর? হবে কী?
চর্য্যা-চলন ঠিক রেখে চল্
ঠিক রেখে চল্ নিষ্ঠা-ধী। ৭৬।

ব্যক্তি-চরিত্রের ধাতটাকে তুই
সৎ-নিয়ন্ত্রণ ক'রে রাখিস্,
সদ্-বোধনার উদ্দীপনায়
যুক্তিসহ নিটোল চলিস্। ৭৭।

ভাল করলে ভালই পাবে—
তেমনতরই আশা রেখো,
আশায় যদি বিফলও হও
ভাল করার পথেই থেকো। ৭৮।

সৎসাহসে সুন্দর ব্যবহার
ইষ্টনিষ্ঠ অনুচলন,
তপশ্চর্য্যী আচরণে
চলাই ভাল অনুক্ষণ। ৭৯।

যথাসম্ভব থাকিস্ ফাঁকে
মিষ্টি আলাপ যা' পারিস করিস্,
ঘাড়ে প'ড়ে বেহাল চালে
বিব্রত না হ'য়ে পড়িস্। ৮০।

এখনও রে হ' সাবধান
নিজের ভাল চাস্ তো ওরে,
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
সাত্বত যা' চল্ রে ধ'রে। ৮১।

সতর্ক থাকবি সবখানে—
বিশেষতঃ সেথায় থাকবি
শ্লথ অভ্যাস যেই স্থানে। ৮২।

অবধান নিয়ে চলিস্ ওরে!
অবহিত হ'য়ে চলিস্,
সাবধান হ'য়ে চল্ ওরে তুই
সাবধান হ'য়ে চলিস্;
ফাঁকা বোধে কাজ কী রে তোর?
বুঝে-সুঝে পা ফেলিস্,
ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে
যেমন ঠিক তা' করিস্। ৮৩।

সাবধানতার নিয়মনে
বৃহৎ-ক্ষুদ্র যেথায় যা'—
তেমনি ক'রেই রো'স্ ফাঁকে তুই
এড়িয়ে যত তিক্ততা। ৮৪।

সাবধান থাকিস্ জাগ্রত থাকিস্
সুদূরপ্রসারী ভালমন্দ তা'য়,
ভেবে-বুঝে-চ'লে করবি তেমনই—
ভাল পাবি ছেড়ে মন্দটায়। ৮৫।

ভালমন্দ বিচার ক'রে
দূরদৃষ্টির আলো দিয়ে,
কী স্বভাবে কী যে হবে
বুঝিস্ শিষ্ট হিসাব নিয়ে। ৮৬।

বিহিত ব'লে বুঝবি তা'কেই
যা'তে শুভ এসেই থাকে,
করবি সেটা সুধী বোধনায়
দীপ্ত তেজাল ক'রে তা'কে। ৮৭।

অগ্রাহ্য করবি কী?
প্রস্তুত রাখ্ তোর ধী,
অগ্রাহ্য করবি না কোন্‌টা
ভেবে ঠিক রাখ্ মনটা;
অগ্রাহ্য করতে না পারলে—
ভেবে-চিন্তে ঠিক ক'রে রাখ্
ঠিক হবে কী করলে? ৮৮।

শিষ্ট হিসাব যখন তোমার
নিবিষ্টতার গূঢ়তায়,
বুঝিয়ে দেবে সপর্য্যায়ে—
চলিস্ তেমনি তৎপরতায়। ৮৯।

ইষ্টপ্রীতির কৃতি নিয়ে
সবার কাছে সুন্দর থেকো,
চলন-বলন-ধরণ কেমন
ঐ নিশানায় মিলিয়ে দেখো। ৯০।

শ্রেষ্ঠ ব'লে থাকে যদি কেউ
নন্দিত ক'রে বন্দনায়,
তদ্-অনুগ অনুচলনে
বিনিয়ে চলিস্ সন্দীপনায়। ৯১।

প্রতিষ্ঠা যদি চাওই তুমি
ইষ্টনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠ হও,
পরাক্রমী ঊর্জ্জনাতে
আনুগত্য-কৃতি বও। ৯২।

বাহাদুরির লোভ ক'রো না
পেলে কৃতজ্ঞ ধন্য হও,
বাহাদুরি দেবে যেথায়
কৃতির পথে উস্‌কে দাও। ৯৩।

উন্নতিতে উদ্দীপনী
সৎকৃতি আর ব্যবহার,
চিন্তা-চলন-বোধি নিয়ে
ক'রোই শুভ সমাহার। ৯৪।

জীবনীয় শুভ যেটা
করতে সেটার দীপ্তি দান,
পোষণ-তোষণ-পরিচর্য্যায়
বাড়িয়ে দিস্ তা'র শ্রেয় মান। ৯৫।

ভাল-মন্দ, সৎ আর অসৎ
যেমন কথাই আসুক মনে,
ভাল ধ'রে মন্দ ছেড়ে
চলিস্ কিন্তু সুসাবধানে। ৯৬।

বহু চিন্তা মনে আসে
শুভ যেটা ধরিস্ তা',
অশুভেরই নিরাকরণে
চলিস্ নিয়ে সাবধানতা। ৯৭।

আসতেই যদি হয় তোর
অশুভেরই সম্মুখীনে,
শ্রেয়চর্য্যী ঊর্জ্জী তেজে
রুধিস্ শিষ্ট সমীচীনে। ৯৮।

করা-চলা-বলার কী ফল
বর্ত্তমান—ভূত—ভবিষ্যতে,
যুক্তিসহ ভেবে-চিন্তে
হ'বি নিরত তেমনি তা'তে। ৯৯।

সাহস-বীর্য্য বাড়াতে হ'লেই
হাতে-কলমে ক'রে-ক'রে,
পরাক্রমে স্থিতি এনে
এগুতে হবে ধীরে-ধীরে। ১০০।

কল থাকলেই তেল দিতে হয়,
তেল দিবি তা'য় এমন ক'রে,
কলটি যা'তে চালু থাকে—
তুই না পড়িস্ তা'র বেঘোরে। ১০১।

অনবধান শৃঙ্খলহারা
যে-জন সকল কথায়-কাজে,
তা'দের কথা ক'ষে নিও—
ঠিক কিনা তা' কিংবা বাজে। ১০২।

চাহিদাটি যেমন যা'র
সঙ্গতি যা'র যেমন,
শ্রেয়োনিষ্ঠ বোধবিবেকে
ক'রো তা'র সম্পূরণ। ১০৩।

অসুখ কিংবা অশৌচ বাড়ী
ভিক্ষা নেওয়া, খাওয়া-দাওয়া—
ঐ বিষেরই সম্ভাব্যতা
কুড়িয়ে নিয়ে চারিয়ে দেওয়া। ১০৪।

যা'রা চ্যুত, যা'রা অশক্ত-অধীর
আপনার মত সেবিতে পার,
তাই ব'লে ঐ অশিষ্ট মানবে
শ্রেয় ব'লে গ্রহণ করিতে নার। ১০৫।

দেশ বা সত্তার বান্ধব যে নয়—
বন্ধু ব'লে ধরিস্ না,
বান্ধবতার কুহকে তুই
বিপদ্-জালে পড়িস্ না। ১০৬।

তোর আপদে, অপমানে তোর
উর্জ্জী-তেজা বীর্য্য নিয়ে,
শিষ্ট-কঠোর পরাক্রমে
বিহিত প্রতিবিধান দিয়ে,
দাঁড়িয়ে আনে সমাধানটা
ঐ আপদে, অপমানে,
আগ্‌লে ধরিস্ সেই জনেরে
বান্ধবতার আলিঙ্গনে। ১০৭।

নিষ্ঠা-তপের সঙ্গতিতে
আচার-নিয়ম-ব্যবহারে,
আচার্য্যে তোদের কৃষ্টিচর্য্যা
যা'র জীবনে যেমন ধরে,
সঙ্গতিতে এনে সে-সব
বিনিয়ে তা'রই উৎসারণা,
লেখায়-বলায় সাহিত্যেতে
দিয়ে শিষ্ট সুমূর্ত্তনা,
বিকাশ-নিটোল দীপ্তিভরা
বোধ-ধৃতির বিনায়নে,

উর্জ্জী দীপ্ত বোধ-বিকাশে
সেই বিভবের সঞ্চারণে,
মুগ্ধ বুদ্ধ করে যেমন
দেশের প্রতি পরিবেশে,
তেমনি জানিস্ দেশটাও হয়
প্রতি ব্যক্তির বাঁধন-বশে। ১০৮।

নিষ্ঠা

নিষ্ঠা কেমন জানিস্?
বেঁচে থাকার আগ্রহের তোড়ে
যেমনতর চলিস্। ১।

নিষ্ঠা কোথায় কেমন?
যা'র প্রয়োজন এড়াতে নারো—
প্রকম্পিত মন। ২।

এড়িয়ে থাকা বিষম তিক্ত
উচাটন-প্রবণ মন,
নিষ্ঠা অটুট সেইখানেতে,
দীপ্ত রয় জীবন। ৩।

ভাব জানিস্ তুই হওয়ার আবেগ
তীব্র হ'লেই কৃতি আসে,
ভাব-অনুগ কৃতি এলেই
নিষ্পাদনায় নিষ্ঠা বসে। ৪।

নিষ্ঠা মানেই লেগে থাকা
অস্খলিত অন্তরে,
আনুগত্য তা'রই বিভা
স্মৃতি রাখে আলো ক'রে। ৫।

আনুগত্য রয় না যেথায়
নিষ্ঠাও সেথা থাকে না,

আত্মগৌরব স্বার্থ ছাড়া
হৃদয়-বন্ধন রয় না। ৬।

অনুগতি রহুক্ তোমার
একনিষ্ঠ হ'য়ে,
উৎসর্জ্জনায় কৃতি আসুক
অনুগতি ব'য়ে। ৭।

নিষ্ঠা তোমার কেমনতর
তা'র সাক্ষী অনুগতি,
অনুগতির কৃতি যেমন
নিষ্ঠারও হয় তেমনি স্থিতি। ৮।

কাজে-কথায় পাওয়ায়-থোওয়ায়
মণিকাঁটার যেমন মাপ,
স্বভাবও হয় তেমনতর
জীবনও পায় তেমনি ধাপ। ৯।

অকিঞ্চন হও সব রকমে
সবার একে নিষ্ঠা রেখে,
অনুগতি-কৃতি নিয়ে
চল সবে তাঁ'কে দেখে। ১০।

নিষ্ঠা থাকলেই অনুগতি রয়
অনুগতিই আনে কৃতি,
কৃতি আনে নিষ্পাদনা,—
চায় যে যেমন তেমনি ধৃতি। ১১।

আনুগত্য নাই যেখানে
নিষ্ঠাও কিন্তু নাই সেথায়,

কৃতি নিয়ে করণ-কারণ
সবই কিন্তু যায় বৃথায়। ১২।

নিষ্ঠা মানেই লেগে থাকা
আনুগত্য অনুচলন,
নিষ্ঠা তোমার যেমনতর
আনুগত্যেরও তেমনি ধরণ। ১৩।

নিষ্ঠা যা'তে যেমনতর
আনুগত্য যা'তে যেমন,
ব্যক্তিত্ব তা'র তেমনতরই
হয়ও তেমনি ধরণ-ধারণ। ১৪।

নিষ্ঠা-অনুগতির সাথে
কৃতিস্রোতা হ'য়ে চল্,
বান্ধবতার পরিচর্য্যায়
উথ্‌লে তোল্ তোর বুকের বল ;
এমন কয়টি থাকলে গুণ
অঢেল হবে চলন তোর,
বিভূতি-বিভব আসবে আপনি
ভেঙ্গে স্বার্থনেশার ডোর। ১৫।

প্রেষ্ঠনিষ্ঠা-অনুগতি
শিষ্টস্রোতা যা'দের হয়,
কৃতি-ক্লেশপ্রিয়তাও তা'র
স্বতঃস্রোতা হ'য়েই বয়। ১৬।

নিষ্ঠারাগের কৃতি-দ্যোতনায়
বিভব আছে শিষ্ট হ'য়ে,

এ-সব কিন্তু সবই আসে
নিষ্ঠা-আনুগত্য ব'য়ে। ১৭।

শিষ্ট চলায় নিষ্ঠা এলে
আনুগত্য স্ফূর্ত্ত হয়,
স্ফূর্ত্ত আনুগত্য কিন্তু
কৃতিচর্য্যায় মূর্ত্তি পায়। ১৮।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
শিষ্টাচারের বিনায়নে,
ধৃতিমুখর যেমনটি হয়
তেমনতরই শুভ আনে। ১৯।

নিষ্ঠা যদি শিষ্ট থাকে
আনুগত্য-কৃতি নিয়ে,
ধৈর্য্য-দীপ্ত অনুচলনে
নিজেকে সুচল ক'রো বিনিয়ে। ২০।

নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য
নাও যদি রে থাকে তোর,
শিষ্ট মনে বিবেকী চলায়
ক্রমে সেধে হ' তৃপ্তিভোর। ২১।

নিষ্ঠা যদি পরাক্রমে
উর্জ্জনাশীল নাই হ'ল,
আনুগত্য, কৃতি-বিভব
অটুটভাবে বাড়বে বল? ২২।

অস্খলিত প্রেষ্ঠনিষ্ঠা
আনুগত্য, কৃতি-বিভব,

পরাক্রমী হয় যাহাদের
উচ্ছলতায় বাড়েই সে-সব। ২৩।

নিষ্ঠা-অনুগতি তোমার
সক্রিয়তায় ফোটে যেমন,
তা'র অধিকারী তুমিই হবে
জীবন-পথে হবেও তেমন। ২৪।

নিষ্ঠা যদি থাকেই তোমার
অনুগতি-কৃতি নিয়ে,
প্রেষ্ঠচর্য্যায় শ্রেষ্ঠ ক'রো
নিদেশপালন-বৃত্তি দিয়ে। ২৫।

স্বার্থ আর ব্যতিক্রমকে
উপেক্ষা করতে যদি পারিস্,
প্রেষ্ঠনিষ্ঠায় আনুগত্য
আসতে পারে তবেই জানিস্। ২৬।

নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
জেনে-শুনে চলতে হবে,
সেই চলনটি ইষ্টনিষ্ঠার
সার্থকতায় আসবে তবে। ২৭।

ইষ্টনিষ্ঠা আনুগত্য—
জীবন-স্থণ্ডিল কেন্দ্র ধ'রে
নিনড় থাকিস্ তা'তে রে তুই,
ঐ প্রেরণায় চলবি ক'রে। ২৮।

নিষ্ঠাতে তোর আসুক প্লাবন
কৃতিচর্য্যায় বিপুল হ',

অনুগতির নিয়ন্ত্রণে
স্বস্তিতে তুই সকল ব'। ২৯।

ইষ্টনিষ্ঠাই প্রধান নিষ্ঠা
শ্রেয়নিষ্ঠাও উত্তমই,
অটুটভাবে লেগে থাকাই
ইষ্টনিষ্ঠার ধরণই। ৩০।

পরাক্রমী শ্রেয়নিষ্ঠা যদি রে তোর রয়
সঙ্গে নিয়ে আনুগত্য-কৃতি,
চর্য্যারতি-সম্বেদনায় যেমন যতই চলিস্
বেড়েই থাকে সত্তাপোষী ধৃতি। ৩১।

ইষ্টশাসিত নিষ্ঠা যা'দের
অনুগতির ধারা নিয়ে,
কৃতি-ঊর্জ্জনায় চলে সদাই
নিষ্পাদনী ধৃতি নিয়ে,
ওঠেই তা'রা পরাক্রমে
ঊর্জ্জনাটার শিষ্টাচারে,
অসম্ভবও ঘটাতে পারে
ঐ ঊর্জ্জনার কৃতিভরে। ৩২।

নিষ্ঠা রেখো সেইখানে—
ঐতিহ্য-প্রথা-সংস্কৃতির
অনুশ্রয়ণ যেইখানে। ৩৩।

ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য,
কৃতি-উন্মাদনা,
স্বতঃস্রোতা যেমন যাহার
তেমনই বর্দ্ধনা। ৩৪।

ছিন্ন নিষ্ঠা, বৃত্তিনাচন,
আনুগত্য কৃতিহারা,
অবস্থাও তা'র তেমনিতর
ব্যক্তিত্বটা ছন্নছাড়া। ৩৫।

চলায়-বলায়-সংসর্গেতে
ভাবে যে রং ধরে,
চলও তুমি তেমনিতর
নিষ্ঠা তা'রই 'পরে। ৩৬।

ইষ্টনিষ্ঠ হওই যদি
পরাক্রমী ঊর্জ্জনায়,
আনুগত্য-কৃতিও তেমনি
অটুট হবে বর্দ্ধনায়। ৩৭।

অসৎনিষ্ঠ হ'লেই জেনো—
ভাববৃত্তি অসৎ হবে,
জাহান্নমের পথে জেনো—
ক্রমেই তুমি এগিয়ে যাবে। ৩৮।

নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি
ঊর্জ্জনাশীল পরাক্রমে,
ইষ্টে যুক্ত হ'লে নিছক
সব বিভবই আসেই ক্রমে। ৩৯।

কুল, ঐতিহ্য, পিতৃপুরুষে
নিষ্ঠানুগতি যা'র যেমন,
আচার, ব্যবহার, গুণকৃষ্টির
ঊর্জ্জী নিষ্ঠাও তা'র তেমন। ৪০।

নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতি
যা'দের থাকে সমীচীন,
মিষ্টিকথা বা ভর্ৎসনাতে
হয় না বিচ্যুত কোনদিন। ৪১।

রাগরঙ্গ মান-অভিমান
শ্রেয়'র কাছে না হ'লে তোর,
বুঝে নিবি, নিষ্ঠা কিন্তু
দৃঢ়'র দিকে মারছে দৌড়। ৪২।

মান-অপমানে অবিকৃত থেকে
শ্রেয়নিষ্ঠার বিভবে,
শিষ্ট সঙ্গতি লভেছে যে-জন
বিভবী সে-জন ভবে। ৪৩।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি—
বিচক্ষণ চতুর উপস্থিত-বুদ্ধি,
স্বস্তিপ্রসাদ অন্তরে যা'র
তা'রই তো হয় নিষ্ঠা-শুদ্ধি। ৪৪।

নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি
বোধবিবেকে একায়িত
হ'য়ে আনে কৃতি-চলা—
তৃপ্ত, দীপ্ত, সুসাত্বত। ৪৫।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
যে-কাজেই তোর রয় যেমন,
ব্যক্তিত্বটা সেই মেক্‌দারে
চলন্ত হয় ঠিক তেমন। ৪৬।

যা' নিয়ে তুমি লেগে থাক
সুসন্ধিৎসু চর্য্যা নিয়ে,
নিষ্ঠা সেথায় র'বেই র'বে
অনুগতি আর কৃতি ব'য়ে। ৪৭।

নিষ্ঠা যাহার অস্খলিত
আনুগত্য স্বতঃস্রোতা,
কৃতি যাহার হয় সাবলীল
সজাগ থাকেন তা'য় বিধাতা। ৪৮।

অস্খলিত নিষ্ঠাসহ
সুন্দর আচার-ব্যবহার,
নিষ্পাদনী কৃতিচর্য্যা—
ভাগ্য আনে বিভব তা'র। ৪৯।

নিষ্ঠারতি তীব্র যত
আনুগত্য-কৃতি নিয়ে,
ভগবান্ও তেমনি ঘন
সত্তাতে তেমনি র'ন বিনিয়ে। ৫০।

নিষ্ঠা যদি থাকেই রে তোর
আনুগত্য-কৃতি নিয়ে,
যা' লেগে যা', এখনই কর্
সব-কিছু তোর হৃদয় দিয়ে। ৫১।

নিষ্ঠা তোমার যেমনতর
ব্যক্তিত্বও হবে তেমনি,
তেমনি গুণের গুণী হবে
বোধচক্ষুও সেম্নি। ৫২।

নিষ্ঠা যা'তে অটল তোমার
আনুগত্যও কৃতি-প্রধান,
পাওয়াও তোমার তেমনি ক'রে
রচনা ক'রে রাখ্‌বে স্থান। ৫৩।

নিষ্ঠা যদি রণন-স্রোতে
নাই থাকে তোর অন্তরে,
আনুগত্য-কৃতি তোমায়
ফেল্‌বে কোথায় কোন্ ভাগাড়ে। ৫৪।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
ঊর্জ্জীতেজা যা'র যেমন,
উচ্ছলতাও তেমনতরই
ঊর্জ্জনাও তা'র হয় তেমন। ৫৫।

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
অনুগতির কৃতিচর্য্যায়,
ধরবি যেটাই তৎপরতায়
সিদ্ধিও তুই পাবি যে তা'য়। ৫৬।

কুকুর কেন—
পশুপক্ষী অনেকেরই
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি
ভালবাসার সহজ টানে
অটুট থাকে নিরবধি;
বোধও বাড়ে তেমনি তা'দের
করে যা' প্রভুর ঈপ্সিত,
তাঁ'রই সত্তায় তেমনি শিষ্ট
চায় না হ'তে বঞ্চিত। ৫৭।

কুকুরের থাকলে প্রভুভক্তি
আনুগত্য-প্রীতি প্রবল,
প্রভুর নিদেশ ছাড়া খায় না
লোভনীয় যা' থাকে সকল;
প্রভুর বিরহে জীবন ত্যজে
অনেক কুকুর এমনি দেখো,
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি
দেখে-বুঝে পার তো শিখো। ৫৮।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
নাইকো যা'দের এমন মানুষ,
অধম ব'লে বুঝে নিও—
পশু হ'তেও অনেক বেহুঁস্;
প্রভুকে চিনা, প্রভুকে মানা—
এমনতর শক্তি আছে,
বোধনা নিয়ে অসাধ্য সাধন
করতে কত লোক দেখেছে। ৫৯।

আরো বলছি, আবার—আবার—
নিষ্ঠাতে বিপর্য্যয় এনে,
বিক্ষত তা'য় করিস্ নাকো
অশিষ্ট ব্যভিচার হেনে। ৬০।

নিষ্ঠা যা'তে অবসন্ন হয়
কিংবা ভাঙ্গন ধরে তা'য়—
এমন কিছু করিস্ নাকো
আত্মঘাতী তা'তেই হয়। ৬১।

যেথায় তোমার নিষ্ঠা যেমন
চলবেও তুমি সেই তালে,

ইষ্টনিষ্ঠায় শুভই পাবে
নয়তো যাবে পয়মালে। ৬২।

নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি
যা'তে যেমন রয়,
বোধ-বিবেক আর বুদ্ধি জেনো
তেমনতরই হয়। ৬৩।

হীনে নিষ্ঠা, আনুগত্য,
কৃতিচর্য্যা রয় যেথায়,
হীনত্বেই তা'র জীবন চলে
রয় হীনতা পায়-পায়। ৬৪।

নিষ্ঠা দড় দেখবে যাহার
অন্তরেতে সহজ ফোটা,
বুঝে নিও, অন্তরটি তা'র
ধ'রে আছে শক্ত বোঁটা;
নিষ্ঠা-বোঁটা থাকলে শক্ত
বিচ্যুত তা'রা কমই হয়,
বিচ্যুতি যা'র নাই হৃদয়ে
নিষ্ঠা তাহার আনেই জয়। ৬৫।

নিষ্ঠা যেথা দুর্ব্বলতায়
নিথরস্রোতা হ'য়ে চলে,
আনুগত্য-কৃতি তখন
মন্থরতায় পড়ে ঢ'লে;
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
ঊর্জ্জনাহারা হয় তখন,
পদে-পদে নানা রকমে
ঘটতেই থাকে অঘটন। ৬৬।

জন্মধৃতির সুসঙ্গতি
যা'দের যেমন সদৃশ,
সন্দীপনী কৃতি নিয়ে
নিষ্ঠাও তেমন প্রায়শঃ। ৬৭।

নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি
যেমনতর দুর্ব্বল থাকে,
লোভ ও তৃষ্ণা তেমনই তা'র
বিপর্য্যয়ে চালায় তা'কে। ৬৮।

নিষ্ঠা যা'দের ভেঙ্গেই চলে
এখন-তখন-সেখানে,
প্রবৃত্তিই তা'র নিয়ন্তা ঠিক
স্বার্থলোভের ইন্ধনে। ৬৯।

নিষ্ঠা যা'দের ভঙ্গুর হ'য়ে
চলছে নিশিদিন,—
লুব্ধ প্রবৃত্তি ক'রো নিয়মন
হ'য়ে নিজে লোভবিহীন। ৭০।

নিষ্ঠা যা'দের যতই ভাঙ্গে
আনুগত্যও টুকরো হয়,
ভঙ্গপ্রবণ অনুগতি
অশিষ্ট শীল, চলন বয়। ৭১।

অস্খলিত নিষ্ঠা নাই যা'র
অনুগতিহীন মন,
বিক্ষিপ্ত তা'র অন্তঃকরণ
ক্ষুব্ধ অনুক্ষণ। ৭২।

নিষ্ঠারতি দোদুল-দোলা
কৃতিচর্য্যাও তেমনতর,
অশিষ্ট তা'র মনোবৃত্তি
ব্যক্তিত্ব তা'র নয়কো দড়। ৭৩।

দোদুল-দোলা নিষ্ঠারতি
বিশ্বস্ত নয় কোনদিন,
স্বার্থলুব্ধ হ'য়ে চলে
ব্যাঘাত আনে হ'য়ে হীন। ৭৪।

যা'রা নিষ্ঠাবিহীন হয়—
দোদুল্যমান তা'দের হৃদয়
এদিক্-ওদিক্ ধায়। ৭৫।

অনুগতি, অনুরতি,
কিংবা ভাবাবেগ—
নিষ্ঠাবিহীন দেখবি যেথায়,
ধরেই অনেক ভেক্। ৭৬।

ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'লেও,—থাকলে
শ্রেয়নিষ্ঠ গতি-কৃতি,
সেই নিষ্ঠামাফিক তোমার
হবেও কিন্তু নিজ-প্রকৃতি। ৭৭।

নিষ্ঠা-অনুগতিহারা
হয় না শিষ্ট, হয় না তীব্র,
আচার-ব্যবহার-যুক্তি-বাঁধন
হয় না মিষ্ট, হয় না ক্ষিপ্র। ৭৮।

প্রীতি-নিষ্ঠা নাইকো যাহার
নাইকো আনুগত্য,
বিক্ষুব্ধ তা'র স্নায়ুমণ্ডল
বিক্ষুব্ধ সত্তার সত্ত্ব। ৭৯।

নিষ্ঠা-নেশা-আনুগত্য
নাইকো শ্রেয়ে যা'র,
জীবন-চলন ছিন্ন-ভিন্ন
হ'য়েই থাকে তা'র। ৮০।

নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি
অস্খলিত নয় যা'দের,
ভণ্ডতালে ঘুরে বেড়ায়
ধর্ষিত হয় শ্রেয় তা'দের। ৮১।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
নাইকো যাহার অন্তরে,
অসৎ-ধাপ্পা ঠক্‌বাজিরই
নানান ঢং-এ বেড়ায় ঘুরে। ৮২।

অশিষ্ট যা'র নিষ্ঠা-চলন
স্বার্থলুব্ধ যা'দের মন,
ধাপ্পাবাজির ধাঁজেই চলে
ব্যস্ত করতে স্বার্থ-সাধন। ৮৩।

নিষ্ঠা যেথায় অপদস্থ
আনুগত্যও তেমনি হয়,
আচার-ব্যবহার-চাল-চলনও
মাধুর্য্যবিহীন হ'য়ে রয়। ৮৪।

শ্রেয়নিষ্ঠ নয় নিষ্ঠা যা'দের
আগাগোড়া ভণ্ডামি,
ইষ্টার্থহীন নিষ্ঠা-কৃতি
করেই তা'দের বৃত্তি-কামী। ৮৫।

স্রোতচলনে চলে না নিষ্ঠা
নিষ্ঠা তা'দের নয়কো দড়,
খিন্ন-নিষ্ঠ আবেগ তা'দের
করতে নারে তা'দের বড়। ৮৬।

প্রেষ্ঠনিষ্ঠা-আনুগত্য—
কৃতি নাই যা'র অন্তরে,
অবিশ্বস্তি-কৃতঘ্নতায়
এলোমেলো বেড়ায় ঘুরে। ৮৭।

সাঙ্কর্য্য যা'র যেমনতর
জন্মগতভাবে র'বে,
নিষ্ঠাও তা'র প্রায়ই দেখো
ব্যতিক্রমদুষ্ট হবে। ৮৮।

অশ্রেয়কে শ্রেয় ব'লে
তা'তেই যা'রা লাগোয়া থাকে,
আনুগত্য, কৃতিচর্য্যা
ঐ পথেতেই চালায় তা'কে। ৮৯।

তথাকথিত নিষ্ঠা থেকেও
ছন্নছাড়া যে-জন হো'ক্,
হাওয়ায় ওড়া ছিন্নপাতার
মতনই হয় তা'দের ঝোঁক;

সংহতি-তাল রয় না তা'দের
সঙ্গতিশীল নয় তা'রা,
সংহতি তাই আসে নাকো
বিশাল হ'য়েও ছন্নছাড়া। ৯০।

সৎ-এর সঙ্গ যা'ই কর না,
নিজের ধান্ধা নিয়েই থাক,
নিষ্ঠা-প্রভা উর্জ্জী আবেগ
সৎ-এ কভু ফুটবে নাকো। ৯১।

নিষ্ঠা-অনুগতি তোমার
যে-বৃত্তিতেই করুক স্থিতি,
কৃতিও চলে তদনুপাতিক
নিষ্পাদনেও তেমনি মতি। ৯২।

যেমন দুর্ব্বল যেই হো'ক্ না
সত্তা-সত্ত্ব হো'ক্ যেমনতর,
নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য যা'র—
শ্রেয় লভে হ'য়ে কৃতিতে দড়। ৯৩।

ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়েও যদি কেউ
প্রেষ্ঠনিষ্ঠায় অটুট থাকে,
আনুগত্য-কৃতিসহ
সম্বৃদ্ধিশীল করেই তা'কে। ৯৪।

চোর, লম্পট যেমনই হও
কুটিল, অসৎ যেমন যত,
শ্রেয়নিষ্ঠ আনুগত্যে
শিষ্ট হ'লেই হবে উন্নত। ৯৫।

শ্রেয় তোমার যেমনতর
নিষ্ঠানুগতি তা'তে যেমন,
উচ্ছলিত হবে জীবন
উৎসর্জ্জনাও দেখবে তেমন। ৯৬।

বেশ্যা, দুষ্টা, কলঙ্কিনী—
হও না তুমি যেমনতর,
শ্রেয়নিষ্ঠ আনুগত্যে
কৃতিচর্য্যায় হবেই বড়। ৯৭।

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা
আনুগত্য কৃতি-উছল,
সুসম্বেগে যা'র হৃদয়ে
চলেই নিছক অবিরল,
বাড়েই যে তা'র সন্দীপনা
বাড়েই যে তা'র দৃষ্টি-নিশান,
উর্জ্জীতেজে বাজতে থাকে
সফলতার দক্ষ বিষাণ;
ধারণা বাড়ে, বাড়ে দৃষ্টি,
বাড়ে মনন, অভিদৃষ্টি,
প্রত্যক্ষ প্রত্যয় এতেই বাড়ে
অন্তরে থেকে সৃষ্টি-কৃষ্টি;
ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য,
কৃতি-সম্বেগের আবেগ-জের
তাড়ন-পীড়ন-অত্যাচারে
বিনায়িত হ'য়ে ঢের
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যেতে
শুভ দীপ্তি ওঠে ফুটে,
বিশ্বদেবের দ্যুতিতে তা'র
পদে-পদে পদ্ম ফোটে। ৯৮।

ভক্তি

ভক্তি কিন্তু জ্ঞানের আশ্রয়
ভক্তি ভজায় সব-কিছু,
সব-কিছুরই সঙ্গতি আনে
অর্থও চলে তা'র পিছু। ১।

ভক্তিযোগে আসেই কিন্তু
ভজন-যোগের খিদে,
ভজনযোগই কর্ম্মযোগ—
সার্থক হয়ই সিধে। ২।

ভক্তি-বাঁধন আসল বাঁধন
ভজনদীপ্ত কৃতি-রথে,
ধৃতি-আচরণ, চরিত্র-চলন
চালায় সবায় অমর-পথে। ৩।

ভক্তিটাকে ছাড়িস্ নে তুই
পুষে রাখিস্ অনুরাগ,
জ্ঞানের তৃপ্তি ভজন-চলন
দীপ্ত করে জীবন-যাগ। ৪।

ভক্তি-প্রীতি-ভালবাসায়
নিষ্ঠা-রতির হয় না শেষ,
ঊর্জ্জীতেজা হৃদয়ে তো
রয় না চর্য্যার ক্লান্তি-লেশ। ৫।

ভক্তি-প্রীতির অবগাহনে
গহন আসে দৃষ্টিপথে,
সে-দৃষ্টিতে বোধ-পর্য্যায়ে
ধন্য হয় নর জীবন-রথে। ৬।

ভক্তি কিন্তু নয়কো অলস,
নয়কো অবশ, নিষ্ক্রিয়,
ইষ্টনিষ্ঠ উর্জ্জীতেজা
সেবা-নিপুণ ইন্দ্রিয়। ৭।

উর্জ্জীভক্তি উচ্ছলা যা'র
জ্ঞান-বিবেক আর নিষ্ঠারতি,
ধৃতি-সাহস উছল জ্ঞানে
উছল ক'রে রাখেই মতি। ৮।

পরাক্রমেও মাধুর্য্য বয়
ভক্তি যেথা জেগে রয়,
মোহন দীপ্তি-বিকিরণায়
ধারণ-পালন-কৃতিময়। ৯।

ভক্ত যে হয়, শক্ত সে হয়
শ্রদ্ধানিপুণ নিষ্ঠাযোগে,
উর্জ্জীদ্যুতির স্ফূর্ত্তি নিয়ে
আপদ্-বিপদ্ রোখেই রোখে। ১০।

নিষ্ঠাভরা ভজন ছাড়া
ভক্তি কভু রয় না,
সেবাদীপ্ত-চর্য্যাবিহীন
ভক্ত কৃতী হয় না। ১১।

অর্থলোভেই ভক্তি যা'দের
অর্থই যা'দের প্রিয়, প্রেষ্ঠ,
অর্থলোভেই যে দরদী—
নিষ্ঠাবিহীন সে নিকৃষ্ট,
তা'রা কিন্তু অর্থ হ'তে
একটুও যদি বঞ্চিত হয়,
কৃতঘ্ন হৃদয় করবেই তা'দের
অর্থদাতার অপচয়। ১২।

ভক্তি যদি নাই থাকে তোর
শক্তি পাবি কিসে?
ভক্তিহারা শক্তি জানিস্
স্থিতিকেই বিনাশে। ১৩।

ভেট দিলেই যে ভক্তি হ'ল
সেটা কিন্তু নয়,
অনুরাগী পরিচর্য্যাই
ভক্তি-উৎস হয়। ১৪।

ভজনসেবা না করিস্ তো
নিষ্ঠানিপুণ শ্রদ্ধা পেলে'—
ভক্তি কি তোর আসবে কভু
অন্তরেতে কোনকালে? ১৫।

নিষ্ঠা-ভক্তি-কৃতিচর্য্যা
প্রেষ্ঠকেন্দ্রিক নয় যেখানে,
দুর্ম্মদ সেই দুর্ম্মতিতে
নিকেশ করে ধনে-প্রাণে। ১৬।

ইষ্টপূজার পূত আসন—
জীবনটারই পরম ধাম,
নিষ্ঠাপূত হ'য়ে তুমি
কৃতিতে হও পূর্ণকাম। ১৭।

ইষ্টনিষ্ঠা না থাকলে কি
আবেগ-উর্জ্জনার হয় উদয়?
নিষ্ঠানুগত্য-কৃতিসম্বেগে
আবেগ-উর্জ্জনা আনেই জয়। ১৮।

উর্জ্জনা যদি থাকেই রে তোর
অস্খলিত নিষ্ঠারাগে,
ইষ্টানুগ কৃতি-স্ফীতি
সঞ্চারিবে তপের যাগে। ১৯।

জীবন-ধূপে মূর্চ্ছনা তোর
বহুক নিত্য গন্ধ ব'য়ে,
কৃতির ঢেউটি চলতে দে তোর
কৃতার্থতার ছন্দ ল'য়ে। ২০।

কৃতিহারা জ্ঞান বা ভক্তি
ভাবের লাড়ু ঠিক জানিস্,
সেবাচর্য্যার কৃতি নিয়ে
সবই সার্থক, তা'ই মানিস্। ২১।

শ্রেয়জনার নিদেশ-পালায়
ফুট্‌লে আত্মপ্রসাদ-বোধ,
আসে কৃতি, নিষ্ঠানুগতি
সংশয়েরই হয় নিরোধ। ২২।

যিনি তোমার মানের ধাতা
তাঁ' হ'তে অপমান লাখ শত,
উপচয়ে উপ্‌চে তোলে—
থাকলে তাঁ'তে সেবাব্রত। ২৩।

শোষণলোভে শিষ্য হ'য়ে
তোষণবাণী যা'ই বল না,
অপকর্ম্মের অন্তর-আঘাত
ভাঙ্‌বে একদিন সেই ছলনা। ২৪।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি নিয়ে
ইষ্টকে তুমি জানবে যত,
ভক্তি-জ্ঞানের পাল্লা তোমার
বেড়ে উঠ্‌বে ক্রমেই তত। ২৫।

ইষ্টনিষ্ঠ কৃতিচর্য্যায়
জ্ঞান-বিজ্ঞান যেমন বাড়ে,
পিতৃমাতৃ-ভক্তিতেও জানিস্‌
ঐ চর্য্যারই ধৃতি বাড়ে। ২৬।

ইষ্ট জানিস্‌ পিতামাতার
শিষ্ট বেদন-বিগ্রহ,
তাঁহার প্রতি থাকলে নতি
নিরুদ্ধ হয় নিগ্রহ। ২৭।

শিষ্ট নেশায় ভাববৃত্তিকে
রঙিল ক'রে ইষ্টটানে,
আন্‌ না ওরে সার্থকতায়
পিতামাতার কৃপার দানে। ২৮।

পিতামাতা যুগ্মভাবে
ইষ্টে থাকেন রূপায়িত,—
নিষ্ঠাচর্য্যার রাগদীপনায়
অন্তর হয় মুখরিত। ২৯।

পিতামাতার সংবেদন,
মূর্ত্ত স্বস্তি, মূর্ত্ত জ্ঞান,
ইষ্টেই যে মুখরিত—
বুঝবি হ'লে ইষ্টপ্রাণ। ৩০।

পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম,
পিতাই তপের নন্দনা,
পিতৃপ্রীতি চারিয়ে আনে
সব দেবতার বন্দনা। ৩১।

দেখ্ না তোরা পিতৃভক্তি
জীবন কেমন করে উছল,
ভরদুনিয়া পিতার তপে
বোধবিবেকে করে উজল। ৩২।

জগৎপাতার প্রতীক পিতা
ঐ পিতাতেই আত্মরতি,
থাকে যদি মলয়স্রোতা—
বাড়েই বুদ্ধি বিবেক-মতি। ৩৩।

আরাধ্যদেব পিতাকে তুমি
নিত্য কর নমস্কার,
জ্ঞানদাতা তিনিই জেনো—
শিবরূপেতে তিনি তোমার। ৩৪।

দীপ্ত যাহার পিতৃশ্রদ্ধা
নিনড় যাহার ভক্তি-দীপ,
নিষ্ঠারাতুল নন্দনাতে
উথ্‌লে ওঠেন স্বয়ং শিব। ৩৫।

জন্মদাতা পিতা যিনি
প্রণত হ'য়ে তাঁহার পায়,
সব দেবতার আধান তিনি
রাখ ধ'রে তাঁ'য় নিশ্চয়তায়। ৩৬।

পিতাই জেনো স্বর্গ তোমার
ধৃতিসত্তা পিতাই যে,
সব তপেরই গোড়া পিতা
সার্থকতা তাঁ'র মাঝে। ৩৭।

পিতার পূজায় সত্তা-পুরুষ
অন্তরে তোর স্থিতি পান,
আশিস্‌-কুশল কৃতি-দীপনায়
করেন তিনি স্বস্তি-দান। ৩৮।

পিতৃপ্রীতি ঊর্জ্জী যাহার
কৃতিমুখর ধৃতি নিয়ে,—
স্বর্গ-আশিস্‌ আপনি ঝরে
দীপন-দীপা বোধ বিনিয়ে। ৩৯।

পিতৃসেবায় ব্রতী যে-জন
সত্তাবিবেক বুদ্ধি নিয়ে,
জীবনধারার ঊর্জ্জনা তা'র
ফোটেই অঢেল আলো বিছিয়ে। ৪০।

পিতার প্রতি শ্রদ্ধাতে হয়
বোধকৃতি সূক্ষ্ম কূট,
হৃদয়টাকে কৃতি-প্লাবনে
করেই জীবন উজল স্ফুট। ৪১।

অস্তিত্বটা গজিয়ে উঠুক
ঐ পিতারই ধন্য-বরে,
বৃদ্ধি আসুক, বোধি আসুক,
স্বস্তি আসুক দেহের ঘরে। ৪২।

সূক্ষ্ম চলুক বিবেক-বুদ্ধি
দূরদৃষ্টি সূক্ষ্ম হো'ক্,
পিতৃপ্রসাদ জীবনটাকে
শুদ্ধ করুক বাড়িয়ে ঝোঁক। ৪৩।

পিতৃনিষ্ঠা, শিষ্টাচার আর
শুভসুন্দর ব্যবহার,
নিয়ন্ত্রিত করে জীবন
নিয়ে অশেষ উপচার। ৪৪।

পিতার প্রতি নিষ্ঠা র'লে
থাকলে শিষ্ট উর্জ্জনা,
বোধ-বিবেকের সঙ্গতিতে
অসতের হয় বর্জ্জনা। ৪৫।

স্থিতিমুখর মায়ের আশিস্
কৃতিমুখর বাপে টান,
পিতামাতার স্বস্তিবাদে
কৃতার্থতায় ভরে প্রাণ। ৪৬।

নিষ্ঠা-কৃতি মায়ের প্রসাদ
বোধ-দীপ্তি পিতৃ-তপে,
তাঁ'দের ইচ্ছা আপূরণায়
থাক্ লেগে তুই সাধন-জপে। ৪৭।

পিতামাতায় নিষ্ঠা-ভক্তি
ইষ্টনিষ্ঠা গজিয়ে তোলে,
তপের নেশায় দীপন-রাগে
জীবন জানিস্ কৃপায় দোলে। ৪৮।

পিতামাতা হরগৌরী
তোর সত্তাতে একায়িত,
আরাধনার উচ্ছলাতে
রাখ্ ক'রে তুই স্বস্তিগত। ৪৯।

পিতামাতা যেমনই হো'ক্—
ভক্তিপূজার নিয়ন্ত্রণে
একায়িত শিষ্ট কর
নিবিষ্টতার চর্য্যা-দানে। ৫০।

পিতামাতার শিষ্ট নেশায়
ইষ্ট-আসন যা'দের পাতা,
অটল-নিটোল হ'য়ে তা'রা
জীবন কাটায় ধ'রে ধাতা। ৫১।

পিতামাতায় যা'র শ্রদ্ধাভক্তি
সাম্যস্রোতা উজ্জ্বলা,
বোধবিবেকের ঊর্জ্জনা তা'র
সঙ্গতিশীল সচ্ছলা। ৫২।

জীবনস্রোতটি তর্‌তরে তোর
রাখবি ক'রে যতই তেজাল,
পিতামাতার প্রসাদে হবে
ইষ্টনিবেশ ততই ঝাঁঝাল। ৫৩।

পিতামাতার নিষ্ঠানিটোল
পরিচর্য্যা উপাদান,
স্বস্তি-সহ বোধ-বিবেকের
সূক্ষ্ম দৃষ্টি করেই দান। ৫৪।

পিতামাতার স্থিতি যতই
করবে তুমি পরিবেশে,
পরিবেশের পিতামাতাও
উচ্ছলায় তোয় ধরবে এসে। ৫৫।

পিতামাতার প্রিয় তুমি
যতই হবে উর্জ্জনায়,
দুনিয়াটাও তেমনি ক'রে
তুলবে তোমায় বর্দ্ধনায়। ৫৬।

পিতায় শ্রদ্ধা, মায়ে টান,
সেই ছেলেই হয় সাম্য-প্রাণ। ৫৭।

পিতৃগণকে প্রণাম কর
পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পরাৎপর,—
অন্তরেরই দ্যুতিলোকে
ধৃতি যাঁ'দের নিরন্তর ;
সত্তা-ধৃতিই ভোগ্য যাঁ'দের
কাম্য ফলের অভিদাতা,

ঈপ্সিত যা' কৃতিতপে

সেই প্রদানের পরম কর্ত্তা;

সকল বাঁধন মুক্ত ক'রে

প্রণাম কর্ রে, কর্ প্রণাম—

জীবন-পথের যাঁ'রা সূক্তি

যাঁ'রা তোদের তীর্থধাম। ৫৮।

সাধনা

সাধনা মানেই সেধে নেওয়া
নিজ চরিত্র-ব্যক্তিত্বে,
অভ্যাসে অভ্যস্ত হ'য়ে
বোধ-বিনায়নী অস্তিত্বে। ১।

নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য
কৃতিস্রোতা উর্জ্জনা,—
ঐ তো আসল তপের বিভব,
বিশেষ মানস-অঙ্কনা। ২।

তপশ্চর্য্যায় সিদ্ধ শিক্ষক
চাই-ই কিন্তু চাই-ই চাই,
তাঁ'র নিয়মনী সুচলনে
না চললে কি পাওয়া পাই? ৩।

নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতির
তপে যা'রা স্নাত হয়,
সন্ধিৎসাতে প্রত্যয় লভে
ধৃতি-সম্পদ্ তা'রাই পায়। ৪।

তাপস যা'রা—করে না আপোষ
অসতের সাথে সৎ নিয়ে,
বাঁকা যা'-সব সোজা ক'রে
আনে আলোয় দীপ্তি দিয়ে। ৫।

খাওয়া-হাগা যৌনক্রিয়া
এই যদি হয় জীবন-তাল,
সম্বর্দ্ধনী তপশ্চর্য্যা
না থাকলে তা'র মন্দ ভাল্। ৬।

তীক্ষ্ণ বোধে তীব্র কর্ম্ম
নিষ্ঠা-অনুরাগ,
অনুকম্পী জ্ঞানবিবেকী
মূর্ত্ত তপোযাগ। ৭।

ইষ্টপ্রীতি-শ্রদ্ধা নিয়ে
শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন,
শ্রম-তপস্যা, চর্য্যাপথে
শিষ্যেরই হয় উন্নয়ন। ৮।

সম্বৃদ্ধিতে অঢেল হ' তুই
সুখে-দুঃখে তাপস হ'য়ে,
ইষ্টনিষ্ঠ জ্ঞানের তপে
চল্ না উতাল জীবন ল'য়ে। ৯।

যেমনটি তপ-অনুভূতি—
সেই ধাঁচটি ব'য়ে,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
চলবে তেমনি হ'য়ে। ১০।

ইষ্টনিদেশ অটুট রাখিস্
সংশয়ের তুই ধারিস্ না ধার,
বোধবিবেকের বিনায়নে
কৃতিতপে তা' করিস্ সুসার। ১১।

ইষ্টনিদেশ যা' পেয়েছ
করনি যা' উর্জ্জনায়,
বর্ত্তনাও তেমনি হবে
বঞ্চিত হ'বি বর্দ্ধনায়,
পরাক্রমও অলস হবে
স্থবির হবে চলন-বেগ,
বোধ-বিবেকী উর্জ্জনা তোর
ফেলবে হারিয়ে কৃতি-আবেগ। ১২।

ইষ্টনিদেশ যেটাই হবে
করবি মহা পরাক্রমে,
ঐ করাটিই করবে তোমায়
কৃতি-উছল ক্রমে-ক্রমে। ১৩।

প্রবৃত্তিগুলির নিবর্ত্তনে
শান্ত যদি না-ই হ'লি,
দাস্যভাবটি আসবে কিসে
লোভ যে তোমার পড়বে ঢলি'। ১৪।

শান্ত-দাস্য-বাৎসল্য-মধুর
যে-ভাবেতে যে-জন রয়,
বোধকৃতি-সহ স্বভাব
তেমনতরই রঙিল হয়। ১৫।

হৃদয়-আগল ভেঙ্গে যখন
পাগলপারা মনটি হয়,
প্রেষ্ঠনেশায় প্রেষ্ঠচর্য্যায়
বাৎসল্যেতে মগ্ন রয়। ১৬।

ধ্যান মানে কিন্তু চিন্তাধারা
ধ্যেয় যা' তোর সেই বিষয়ে,—
ভালমন্দ সব বিনিয়ে
সামঞ্জস্যে অটুট হ'য়ে। ১৭।

ধ্যানপ্রবাহ-সমঞ্জসায়
বোধ-বিবেকের হয় উদয়,
ব্যক্তিত্বটা তপকৃষ্টিতে
নিষ্ঠানিপুণ তা'তেই হয়। ১৮।

অন্তর্দ্দর্শন ধ্যানে যে-সব
ধ্যানের পথে হয় উদয়,
দেখায়-বোঝায় বিনিয়ে সে-সব
সুবিন্যাসে শিষ্ট হয়। ১৯।

যা' অনুভব, অনুভূতি যা'
সার্থক নিপুণ বাস্তবতায়,
আনবি যত, পাবি তত
সঙ্গতিটা তোর আওতায়। ২০।

গুণ যত সব বিভব যত
ব্যক্তিত্বতে মূর্ত্ত হ'য়ে,
ফলে-ফুলে ওঠেই বেড়ে
সমন্বয়ী অনুনয়ে। ২১।

শোন্ রে ধ্যানী! শোন্ রে যোগী!
ধ্যেয়'র মননই কিন্তু ধ্যান,
বিন্যাসে সব বিনিয়ে নেওয়া
বাস্তবতায় বাড়ায় জ্ঞান। ২২।

যে-বিষয়ের হো'স্ না ধ্যানী
ভেবে-চিন্তে মনন ক'রে,
সামঞ্জস্যে আনিস্ তা'কে
বাস্তবে তা'র রূপটি ধ'রে। ২৩।

সব কথারই সেরা কথা—
ইষ্টীতপা জীবন ক'রে,
ভক্তি-প্রণাম-মনন কর
উর্জ্জীতপা যাজন ধ'রে। ২৪।

সক্রিয় নাম অন্তরেতে
নামীতে হ'য়ে ন্যস্ত-প্রাণ,
চর্য্যাসেবার উৎসারণায়
হ'য়ে ওঠে জ্ঞান-আধান। ২৫।

যা' আছে তোর সব যা'-কিছু
বিনিয়ে সম্যক্ ইষ্টার্থেতে,
জ্ঞান-গুটিতে করলে ধারণ
স্থিতি তেমন সমাধিতে। ২৬।

ইষ্টরাগে ধৃতি-কৃতির
সমঞ্জসা উচ্ছলায়,
প্রীতির টানে বোধ-অয়নে
আসে সমাধি সচ্ছলায়। ২৭।

প্রীতির সেবা, ধৃতিচর্য্যা
কৃতি নিয়ে ধায় ইষ্টপানে,
বুদ্ধি-বিবেক ক্রমেই জাগে
বোধ-বিবেকী দীপক টানে। ২৮।

উপাৰ্জ্জিত যা'-কিছু সব
ইষ্টে ক'রে সমর্পণ,
কৃতিচর্য্যার নিয়ন্ত্রণে
ভক্তি-জ্ঞান কর্ উপার্জ্জন। ২৯।

পরম স্বার্থ জ্ঞান-ভক্তি
ইষ্টরাগে রঙিল হ'য়ে,—
যা'-দিয়ে তুই সবই পাবি
ইষ্টে নিপুণ রতি নিয়ে। ৩০।

যা' পেতে তোর যা' করতে হয়
ইষ্টনিষ্ঠা রেখে ঠিক,
ইষ্টার্থটির অনুনয়নে
চলিস্ ধ'রে তেমনি দিক্। ৩১।

ইষ্টার্থেরই উদাম নেশায়
স্বার্থ-গন্ধ ঢুক্‌লো যেই,
ব্যর্থ হ'ল চর্য্যা-চলন
বোধ-তপনা ভাঙ্গলো সেই। ৩২।

ফলকথা—তুমি হ'চ্ছ কেমন
সেইটেই তা'র পরিচয়,
প্রবৃত্তিগুলির সুবিন্যাসে
ইষ্টার্থটি যেমন রয়। ৩৩।

ইষ্টার্থটি প্রধান ক'রে
জীবন-আধান তা'কেই কর্,
ইষ্টার্থেরই পরিচর্য্যায়
বিভব-বিতান বাড়িয়ে ধর্। ৩৪।

ও ইষ্টার্থি! বিশ্বজোড়া
যা' থাকুক তা'র কেন্দ্র ইষ্ট,
বিনিয়ে সে-সব জ্ঞান-গুটিতে
রাখ্ পাকিয়ে ক'রে শিষ্ট;
জ্ঞান-ভক্তির শিষ্ট ধৃতি
মত্ত-বিভোর হ'য়ে প্রাণ,
সমাধিতে তাঁ'কেই রে ধর্
সব যা'-কিছু তাঁ'রই দান। ৩৫।

নিষ্ঠাবিহীন রাগরঞ্জনা,
বৈরাগ্য তা'র জীবন-বঞ্চনা। ৩৬।

যা' চেয়েছ আবেগভরে
কৃতি-তপে চেয়েছ যা',
স্বভাবও তোমার তেমনতর
তেমনতরই পেয়েছ তা'। ৩৭।

কল্পনার সুরে অস্তিত্ববিহীন
সঙ্গতিহারা দেবতায়,
আরাধনা করে ফাঁকিবাজি নিয়ে,—
হারাবে না তা'রা সবটায়? ৩৮।

মিথ্যে ধাপ্পা স্বার্থবাজি
শ্রেয়র কাছে করিস্ না তুই,
জীবন-আবাদে পড়বে রে বাদ
নষ্ট হবে জীবন-ভুঁই। ৩৯।

উদাহরণ তো নওই তুমি
বিনা দেখা-বোধে কি তা' হয়?

বুজরুকি আর কথায়-কায়দায়
লোক ঠকানো যায়। ৪০।

বুজরুকি সব দাও না ফেলে,
আপ্তবাক্য ক'রে সার,
কর চল সেই পথেতে
ধাপ্পা হ'তে পাবে উদ্ধার। ৪১।

নরক-ঘাঁটা মানুষেরও যদি
তেষ্টা-চেষ্টা শুভ রয়,
কৃতির তালে তা'ই করে সে—
আস্তাকুঁড়ও তীর্থ হয়। ৪২।

সৎ-এর দিকে নজর রেখে
ভুলগুলি তোর ধর্ আগে,
ভেবে-চিন্তে ঠিক ক'রে সব
চল্ ওরে চল্ সৎ-এর রাগে। ৪৩।

মিষ্টি কথা, আচার-ব্যাভার
কৃতিদীপ্ত ঊর্জ্জনায়,
'ব্যোম্' ব'লে তুই ওঠ্ না জেগে
সব রিপুকে ক'রে জয়। ৪৪।

সৎ-সাধুদের সমর্থনে
সব সময়ে প্রস্তুত থাকিস্,
সাত্বত যা' সবদিক্ দিয়ে
সবগুলিকে মিলিয়ে রাখিস্। ৪৫।

সাধু-প্রকৃতির প্রথম লক্ষণ
সৎ-সাধুদের সুসমর্থন,

যে যেমন হো'ক্, এ না হ'লে
ব্যক্তিত্বেই রয় অপকর্ষণ। ৪৬।

অসৎ-নিরোধ যেমন প্রখর
সৎ-সঞ্চারণে তুখোড় তেমনি,
ধৃতিচর্য্যার কৃতি নিয়ে
সাধু ব্যাপৃত রয়ই সেমনি। ৪৭।

অন্তঃস্থ তোর জনিমালা
বিন্যস্ত যা'য় সত্তা তোর,
কৃষ্টিতপের শিষ্ট চলায়
ফুটবে অঢেল জীবন-ভোর। ৪৮।

শিষ্ট যদি হ'তেই চাও
বিশেষজ্ঞ হবে যদি,—
শ্রেয়নিষ্ঠ তৎপরতায়
নিয়ে আনুগত্য-কৃতি,
নিরলসভাবে নিদেশ তাঁহার
নিষ্পন্ন কর নিরবধি,
অভ্যাসে আয়ত্ত কর,
সত্তাতে কর সঙ্গতি। ৪৯।

নিষ্ঠা-অনুগ কৃতি নিয়ে
সঙ্গতিশীল বোধ-দর্শনে,
যেগুলি সব ফুটে ওঠে
তা'ই কিন্তু যায় ব্রহ্মজ্ঞানে। ৫০।

দীক্ষা হ'তে শিক্ষা আসে
অনুশীলনার তৎপরতায়,

আচার-বিচার বিনিয়ে তেমনি
তৃপ্ত হ'বি সদ্-দীপনায়। ৫১।

দীক্ষানুশীলনে দক্ষতা বাড়ে
ধী-ও বাড়ে তেমনিতর,
কৃতিত্ব আনে কৃতি কিন্তু
যেমনতর নিষ্ঠা দড়। ৫২।

অটুট নিষ্ঠায় পালন করলে
দীক্ষার অনুশাসন,
অভ্যাসেতে অভ্যস্ত হ'য়ে
আনেই সুবর্দ্ধন। ৫৩।

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগের
অনুরণন বাড়বে যত,
দেখতে পাবি ক্রমে-ক্রমে
অনুভূতির বিভব তত। ৫৪।

নিষ্ঠারতির অনুরাগে
কৃতিদক্ষ হবে যত,
অর্থান্বিত বিনায়নে
নাম-মহিমা বুঝবে তত। ৫৫।

ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট থেকে
অনুগতির কৃতি ব'য়ে,
পরাক্রমে চল্ ওরে চল্
সুধীসুন্দর চর্য্যা ল'য়ে। ৫৬।

দেখ তোমায় শোন বলি—
ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট হ'য়ে
জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধিৎসাতে
নিটোল হ'য়ে লেগে থেকে
সার্থক সমাহিতি নিয়ে
কৃষ্টিকলার সাবুদ চলায়
ধৃতি নিয়ে চল চলি'। ৫৭।

চেষ্টা অনেক তেষ্টা মেটায়
নিষ্ঠামাফিক বোধবিবেকে,
ভাবাচলাও তেমনতরই
আগ্রহ নিয়ে চলতে থাকে। ৫৮।

শোন্ না আমার সোজা কথা—
নিষ্ঠা-পরাক্রম রয় যদি,
যেমন হয় তোর ইষ্টনিদেশ
তা'ই ক'রে চল্ নিরবধি। ৫৯।

ক'রে জেনে বুঝে তুমি
যেমনতর বলবে যত,
নিদেশগুলিও অনেক জনে
তেমনতরই মানবে তত। ৬০।

ইষ্টনিদেশ যা'ই শেখ না
কৃতি-উচ্ছল চর্য্যা নিয়ে,
তাঁ'র কাজেতেই তা' লাগিও
তাঁ'রই চর্য্যায় হৃদয় দিয়ে। ৬১।

ইষ্টনিদেশের অনুশাসনে
নিষ্ঠানুগত্য-কৃতি নিয়ে,

যে-জন চলে বিহিতভাবে
তেমনতর ধৃতি বিনিয়ে,
উর্জ্জী দ্যুতি ওঠেই ফুটে
ফিনিক্ দিয়ে উচ্ছলায়,
ব্যক্তিত্বটা তেমনই হয়
কৃতি-চর্য্যার সচ্ছলায়। ৬২।

শ্রেয়'র নিদেশ আঁকড়ে ধ'রে
ভেবে ক'রে সেধে নে,
অভ্যাসে তা' কায়েম ক'রে
ব্যক্তিত্বকে বেঁধে নে ;
এমনি ক'রে চলিস্ যদি
দেখবি—পাবি অশেষ গুণ,
গুণের জেল্লা আনবে স্বতঃই
বিভব কত নিত্য নতুন। ৬৩।

ধাপ্পাবাজির মহড়ায় তুই
দেখ্লি কত ব্রহ্মজ্যোতিঃ,
বাড়লো কি তা'য়—বেকুব ওরে!
এতটুকু জ্ঞানের দ্যুতি?
জান্লি কি তা'য়—কী করলে কী হয়?
কোথায় কোন্টা হয় কি না হয়?
নিষ্ঠানিপুণ উদ্যমটা তোর
কৃতিদীপ্ত হ'ল কি তা'য়?
এখনও তুই হ' রে সামাল
হাল ধ'রে চল্ নিষ্ঠারাগে,
অটল নিটোল শিষ্টাচারে
জীবনটা রাখ্ ইষ্টরাগে ;

ইষ্টচালে মিলিয়ে যা'-সব
ধরবি করবি চলবি যেমন,
ঐ নিশানায় চললে পরে
পাবি হ'বি ঠিকই তেমন। ৬৪।

যেমনতর চলবে সেধে
ফলও পাবে তেমনতর,
সাধন-ফলে ব্যতিক্রম হ'লে
সাধন-পথ নয় যোগ্যতর। ৬৫।

ভজন তোমার নাইকো—শুধু
অলস গবেষণা,
একেও কি রে চাস্ বলতে তুই
বিভুর আরাধনা?
আরাধনা যেমনতর
পা'চ্ছ তেমন ফল,
ধাপ্পাবাজি পদে-পদে
পায় যেমন কুফল। ৬৬।

অনুরাগের রাগ-লালিমায়
পোষণ-পূরণ-সম্বেগে,
ভজনরাগী চ'লেই থাকেন
মহিমাপূর্ণ আবেগে। ৬৭।

ভগবান্‌কে দেখতে চেলেই
ভজনদীপ্ত সেবা-রাগে,
তাঁ'র মহিমায় অন্তর সিক্ত
করতে হবে বোধ-বিবেকে;
দেখ্-না ক'রে এমনতর
দেখ্-না চ'লে এই চলায়,

কোথায় তিনি ওঠেন জেগে'
কেমনতর স্ব-মহিমায়! ৬৮।

শব্দধারা ব'য়ে গিয়ে
ধৃতি-উৎস ধরে,
নিয়োগটাকে দেখে-বুঝে
অর্থ ওঠে স্ফুরে। ৬৯।

বোধ-বিচক্ষণ তুখোড় হ'য়েও
সাদামাঠা চলন যা'র,
ধৃতিপালী ভজনদীপ্ত—
ভগবত্তা সজাগ তা'র। ৭০।

শ্রেয়নিষ্ঠ অনুগতির
ভজনদীপ্ত উৎসারণায়,
যে-বোধে তুমি উপনীত হও,—
ভগবত্তা তেমনি দাঁড়ায়;
জাগেই তেমনি ভগবত্তা
সহজ-সুন্দর উচ্ছলা,
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি
যেথায় যেমন প্রোজ্জ্বলা। ৭১।

নিষ্ঠানিপুণ ভালবাসায়
বিপুল আবেগ নেশার ভরে,
ভজনচর্য্যী অনুবেদনায়
ভগবান্‌কে ধরতে পারে। ৭২।

ভজনসেবা তোমার যত
নিষ্ঠা-নিটোল আবেগ নিয়ে

ধৃতির সেবা চলবে ক'রে,—
ভগবান্‌ও আসেন বিনিয়ে। ৭৩।

ভগবান্‌কে চাস্ যদি তুই—
কৃতি-হোমের চর্য্যা নিয়ে
ভজনপথে জ্ঞান-আলোকে
ভগবান্‌ও আসেন এগিয়ে। ৭৪।

নিষ্ঠানিপুণ অনুচর্য্যায়
ভজনদীপ্ত যে,
ভগবান্ তা'র হৃদয়ে বাঁধা
ধন্য মানুষ সে। ৭৫।

সব থেকেও যাঁ'র নাইকো কিছু
সব জেনেও জানেন না,
এমনতর সহজ যিনি
উর্জ্জী তাঁহার ভজনা;
তাঁ'র চলনে চল্ চ'লে চল্
সতর্ক সুধী তৎপরতায়,
সার্থকতায় দাঁড়িয়ে থেকে
দূর ক'রে দে বিপাক-বাধায়। ৭৬।

বোধন-বিবেক-বিচার নিয়ে
কৃতি-আবেগে ভজন ধর্,
প্রেষ্ঠনিষ্ঠায় অটুট থেকে
স্বস্তি-স্বার্থের সেবা কর্,
অমনতরই ভজন যখন
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়

সার্থক সেবায় চলতে থাকে,—
জ্ঞান-বিভূতির হয় উদয়। ৭৭।

আগ্রহটা সিধে-সোজা
উদ্দেশ্যতে শক্ত,
তা'র অনুকূলে যা' পাবি তুই
আদর্শে করিস্ যুক্ত;
এমনি ক'রেই আদর্শকে
শিষ্ট রেখে পুষ্ট করিস্,
পুষ্টিতে ঐ সার্থকতা
বিনিয়ে তা'কে তাজা রাখিস্;
চলন-বলন-করণচর্য্যা
তদনুগ হয়ই যেন,
তোমার কৃতি-সার্থকতায়
বাস্তবতায় ফুটুক হেন। ৭৮।

চল-অচলের আপেক্ষিকে
দেখ্ না চলৎ কোন্‌টা কিসে,
অচলটাও তেমনি খুঁজে
রাখ্ দেখে তুই তা'রই দিশে;
মধ্য যা' তা' কেমনতর
সেটা কেমন কিসে গড়া,
চল-অচলের মাধ্যমে সে
কেমন কোথায় দেয় বা সাড়া;
সচলই বা অচল কোথায়—
অচল কোথায় হ'ল সচল,
খুঁজে-পেতে দেখে-শুনে
ব্রাহ্মীবিদ্যায় হও সফল। ৭৯।

অনুরাগ

সক্রিয়-প্রীতি যা'র যেমন,
পরিণতিও তা'র তেমন। ১।

প্রীতির নেশায় ভ্রান্তি কমে,
বৃত্তিরাগও তেমনি দমে। ২।

বুঝ আছে প্রীতি নাই,
ভুল পেছু নেয় সদাই। ৩।

পরাক্রমহীন প্রীতি
তোয়াজভরা ভীতি। ৪।

প্রীতির প্রেয় যেমনতর
ফলও ধরে তেমনতর। ৫।

যত থাকবে অটুট টানে
বলও পাবে তেমনি প্রাণে। ৬।

টান বুঝবি কিসে?
চর্য্যাশ্রমেও হয় না ক্লিষ্ট
হারায় নাকো দিশে। ৭।

(তবে) প্রণয় আছে কা'র?
দরদভরা উজল বুকে
দীপ্ত ভজন যা'র। ৮।

ভাব যা'র যত পাকা
অভাব তা'র তত ফাঁকা। ৯।

অহংরাগ যেথায় উদ্ধত
বিরোধও সেথায় প্রোদ্যত। ১০।

(তোমার) বিরাগ যদি থাকে—
ঐ বিরাগ যা'কে দেখিয়ে দিল
ভাল লাগে কি তা'কে? ১১।

অন্তরাস যা'দের যেমনতর
স্বার্থ-রঙীল যে-ভাবে,
চলন-ফেরন হয়ও তেমন
তেমনতরই ঝোঁক চাপে। ১২।

মূত্র-মলের মাঝখানে তোর
জন্ম নেবার দ্বার,
বিনা শ্রেয়-অনুরাগেও
পাবি কি উদ্ধার? ১৩।

নিষ্ঠার প্রীতি-পরিচর্য্যা
প্রিয়র দরদ ছাড়া,
বুঝে রাখিস্ সেইখানেতেই
ব্যতিক্রমের ধারা। ১৪।

প্রীতিই যে তোর অন্যখানে,
মিথ্যা প্রিয়র দূষ্য কথা
তাই তো বেরোয় গল্পে-গানে। ১৫।

প্রণয় আছে কা'র?
উর্জ্জীতপাঃ, প্রিয়র নেশায়
দীপ্ত হৃদয় যা'র। ১৬।

কাম-কামনার ধান্ধা নিয়ে
ঘোরেই যা'রা রাত্রদিন,
প্রেয়-প্রীতি অবশ তা'দের
হৃদয় ফাঁকা তৃপ্তিহীন। ১৭।

প্রীতি যা'দের দীর্ণ টানে
দরদহারা হয়—
কেন্দ্রহারা ভ্রান্ত তা'রা
দীপ্ত-তৃপ্ত নয়। ১৮।

অর্থ লাগি' প্রীতি যা'দের—
হো'ক্ না হাজার বুদ্ধিমান্,
যা'ই করুক না তোমার লাগি'
তোমার তরে কাঁদে না প্রাণ। ১৯।

নীচের প্রতি বিলোল পীরিত
বেজায় বুকের টান,
শ্রেয় তাহার নয়কো প্রেয়
অশ্রেয়ই তা'র স্থান। ২০।

নেশা তোমার যেমনতর
যা'তে যে-প্রকার,
আচার-বিচার-চরিত্রটি
ধরবে সে-আকার। ২১।

সহন-বহন নেই যেখানে
শাসন-তোষণ নেই যেথায়,
নিষ্ঠানিপুণ দক্ষ-কৃতি
নইলে থাকে প্রেম সেথায়? ২২।

সব স'য়ে সব ব'য়ে যা'রা
ইষ্টে ভালবাসে না,
আত্মস্বার্থ ছাড়া তা'দের
নাইকো অন্য বাসনা। ২৩।

সওয়া-বওয়া, শাসন-তোষণ
নাইকো যেথায় অটুট হ'য়ে—
নাইকো প্রণয় সেথায় জেনো,—
বেড়ায় শুধু স্বার্থ ল'য়ে। ২৪।

প্রিয়র ধান্ধা বয় না যা'রা
স'য়ে পায় না শান্তি,
প্রীতি কিন্তু কমই তা'দের
উছল চাওয়ার ভ্রান্তি। ২৫।

উর্জ্জী চলন নিথর হ'য়ে
কৃতিদীপনা যতই কমে,
অকৃতি তা'য় স্থবির ক'রে
বীর্য্যে নিথর করে ক্রমে। ২৬।

উর্জ্জী শ্রদ্ধা না থাকলে কি
সঞ্চারণা হয় সমীচীন?
দ্যোতন-বীর্য্য রয় না সেথায়
কৃতিরঞ্জন তাই-ই তো দীন। ২৭।

প্রয়োজনের ক্ষুধা মেটে
ধন-দৌলত পাওয়ায়,
বুকের ক্ষুধা মেটে কিন্তু
কৃতি-ভালবাসায়। ২৮।

ভালবাসা অমনি কি হয়?
ভাল করলে হয় তবে,
ভালবাসার পরিচর্য্যায়
সবাই তো রয় এই ভবে। ২৯।

দিয়ে-থুয়ে ভালবাসে
তোমার ভালয় স্ফীত বুক,
ছোট-বড় হো'ক্ না যে-সে
আরাধ্য তা'র তোমার সুখ। ৩০।

ভালবাসায় নাইকো কভু
স্বার্থ-অন্ধ ধাপ্পা চাল,
থাকে নাকো ভালবাসায়
ভাল ছাড়া মন্দ তাল। ৩১।

ব্যক্তিত্ব যদি ধূর্ত্তই থাকে
নিষ্ঠা রাখিস্ ধুরোয় তুই,
জীবনচক্র চলবে যেমন
দিবিই পাড়ি কতই ভুঁই। ৩২।

ইষ্টে তুমি ভালবাস
দৃঢ়কর্ম্মা সেবা নিয়ে,
ক্ষিপ্র-দ্যোতন বিবেচনায়
অটল কৃতি-শিষ্ট হ'য়ে। ৩৩।

প্রীতি-বাঁধনে সত্তা ধরে
জীবন-বৃদ্ধির ঊর্জ্জনায়,
সে-বাঁধন কি যায় রে ভেঙ্গে
কোন-কিছুরই তর্জ্জনায়? ৩৪।

যা' উঠবে তোর বড় হ'য়ে
দেবার নেশার টানে,
সেইটিই আছে বড় হ'য়ে
চিত্তে সঙ্গোপনে। ৩৫।

সব ছাপিয়ে মনের আবেগ
নিছক টানে যেদিক্ ধায়,
অন্তরেতে বুঝে রাখিস্
হৃদয়টি তোর তা'ই-ই চায়। ৩৬।

প্রীতি-উপহার যেমন সাধ্য
মনে এলেই দিবি তা',
দেওয়া-নেওয়া-ব্যবহার-চর্য্যায়
জানিস্ প্রীতি বর্দ্ধিতা। ৩৭।

বিনয়বুদ্ধ ফুল্ল প্রাণে
কোন প্রত্যাশা না রেখে,
দিবি যা' তুই তাঁ'র তৃপণায়—
হ'বিই উছল সেই বাঁকে। ৩৮।

বল্ তো রে তুই, শুধু নামে
কী হয়েছে এতকাল—
নামের সাথে যদি না থাকে
শিষ্ট নেশায় ইষ্ট বহাল? ৩৯।

নিষ্ঠানিপুণ ভাববৃত্তি
রঞ্জিত যখন ইষ্টটানে,
মন্ত্র বা নাম তখন থেকেই
সক্রিয় হয় তাহার প্রাণে। ৪০।

নিষ্ঠা-প্রীতি থাকে যেথায়
থাকেই শঙ্কা সঙ্গে তা'র,
প্রিয়'র ব্যথা, কষ্ট, আপদ্
ভাবলেই হয় আতঙ্ক তা'র। ৪১।

ইষ্টনেশার বেষ্টনীতে
কৃতিদীপ্ত ঊর্জ্জনা
না থাকলে কি হয় রে কভু
ইষ্টদ্যোতন সম্ভাবনা? ৪২।

ইষ্টটানের অমোঘ নেশায়
কৃতি জাগে চর্য্যা বেয়ে,
হৃদয়টা তা'র প্রাণে-প্রাণে
ছড়িয়ে পড়ে বিপুল হ'য়ে। ৪৩।

প্রেষ্ঠরাগ-কৃতিচর্য্যায়
কেমন তুমি লিপ্ত,—
তিরস্কারে, ভর্ৎসনায় তাঁ'র
তৃপ্ত কিংবা ক্ষিপ্ত। ৪৪।

প্রেষ্ঠসেবা-রাগে যদি
কৃতি-ব্যস্ত না-ই হ'লি,
সবই যে তোর ফক্কা হবে
অক্কা পাবি সব ফেলি'। ৪৫।

ইষ্টনিষ্ঠ ভাববৃত্তি
রঙীন যাহার যেমনতর,
প্রাপ্তিও তা'র তেমনই হয়
আনুগত্য যেমন দড়। ৪৬।

নিষ্ঠাভরা শিষ্ট স্বভাব
আনেই রতি-উর্জ্জনা,
স্বভাবও তা'র ব্যবস্থ হয়
ঝেড়ে অশেষ আবর্জ্জনা। ৪৭।

ইষ্টনিষ্ঠ অনুগতি-কৃতি
শ্রেয়চর্য্যী উৎসবপ্রাণ,
দীপ্ত ক'রে যে করেই নিছক
দক্ষ-নিপুণ চক্ষু দান। ৪৮।

অনুরাগের মহিমাই জেনো—
নিষ্ঠা তীক্ষ্ণ ক'রে তুলে'
কৃতিদীপ্ত উর্জ্জনাতে
চালায়, যা'তে সুফল ফলে। ৪৯।

নিষ্ঠা-নিপুণ অনুরাগের
হৃদয়ভরা চর্য্যা-নেশায়,
আচার-চলন ভাব-দীপনাও
বদ্‌লে চলে সেই দিশায়। ৫০।

নিষ্ঠা-অটুট অনুরাগই যে
দীক্ষা-শিক্ষার মূল ধারা—
নিষ্ঠানিপুণ গুরুতে হ'লে
বুঝে-দেখে যায় করা। ৫১।

কৃতিমুখর সন্দীপনা
অনুগতির রতিরাগে,
আত্মকর্ষণ তেমনি উছল
অনুরাগ যা'র যেমন জাগে। ৫২।

ইষ্টরাগের শিষ্ট নেশার
সঙ্গতিশীল উর্জ্জনায়,
যোগ্যতারই তাৎপর্য্য ঐ
সঞ্চারে যা' বর্দ্ধনায়। ৫৩।

অনুরাগের আকুল টানে
আগ্রহ যদি নাই-ই ফোটে,
অনুরাগ তো নাই সেখানে
আবর্জ্জনা তাই-ই জোটে। ৫৪।

আগ্রহটার বাস্তবতায়
থাকলে অনুরাগ উচ্ছলা,
কৃতিতীর্থ হবেই তুমি
হবে না লক্ষ্মী চঞ্চলা। ৫৫।

প্রীতি আনে নিষ্ঠানিবেশ
দ্যুতিমুখর হয় হৃদয়,
প্রীতি-অনুকম্পা-যোগে
জ্ঞানদ্যোতনার হয় উদয়। ৫৬।

প্রীতি আনে অনুসরণ
সেবামুখর অনুরাগ,
তৃপ্তিভরা দীপ্তি নিয়ে
বেড়েই চলে জীবন-যাগ। ৫৭।

প্রীতি যেথায় নিষ্ঠাপূত
উর্জ্জী তেজে চলে,
অভিমানের স্থান কোথায় তা'র?
দীপ্ত হৃদয় বলে। ৫৮।

প্রীতিদীপ্ত ইষ্টনেশা
বাড়বে যত যেই তালে,
দরদভরা গণপ্রীতি
বাড়বে তেমনি সেই চালে। ৫৯।

প্রীতির নেশায় ভাববৃত্তি
কৃতিচলায় হ'লে অবাধ,
উন্নতি তা'র স্বতঃই ফোটে
ভেঙ্গে-চুরে কামের বাঁধ। ৬০।

প্রীতির আবেগ বোধ-বিবেকে
নিষ্ঠা নিয়ে যতই বাড়ে,
নিখুঁত চলার দক্ষ করায়
সুসর্জ্জনায় রাখেই তা'রে। ৬১।

তোর অনুরাগই তো তোর উদ্ধাতা
ইষ্টনিষ্ঠায় তপ্ত যা',
তপশ্চর্য্যা-রাগেই আনে
নিদেশ-পালায় সততা। ৬২।

প্রতিষ্ঠাই যদি চাস্ ওরে তুই
প্রতিষ্ঠ হ' ইষ্টরাগে,
সেই রাগেরই নিয়ন্ত্রণায়
সব-কিছুকেই আনিস্ বাগে;

ইচ্ছা আসে প্রীতির টানে
নিষ্ঠাতে হয় প্রতিষ্ঠা,
জীবনদ্যুতি প্রীতিই জাগায়
ইষ্টেতে হয় সুনিষ্ঠা। ৬৩।

প্রীতি হ'লেই কৃতি আনে
প্রিয়'র স্বস্তি-উপচয়,
কৃতিহারা ব্যস্ত-বিপুল
প্রীতির ঠাটটি অমন নয়। ৬৪।

প্রীতিই আনে কৃতিচর্য্যা—
ধৃতিচর্য্যার আশীর্ব্বাদ,
সুকৃতিরই জীবনতপে
কাটেই বহুৎ বিসম্বাদ। ৬৫।

ইষ্টপ্রীতির মহান্ তালে
সঙ্গে-সঙ্গে কৃষ্টি জাগে—
জ্ঞান-লোচনের বিশদ দেখায়
প্রজ্ঞা-রঙিল জ্ঞানের ফাগে। ৬৬।

উর্জ্জীতেজা নতি নিয়ে
রতি বাড়াও ইষ্ট-প্রতি,
ধৃতি-পথে সজাগ থেকো
কৃতিপূজায় রেখে নতি। ৬৭।

প্রীতির সহিত আদান-প্রদান
চর্য্যা-নিপুণ অন্তরে,
পারস্পরিক সংহতি আনে
ভুলত্রুটি সব দূর ক'রে। ৬৮।

তোমার প্রতি যেমন প্রীতি
সেই প্রীতিকে লক্ষ্য ক'রে,
অন্যের প্রীতি-চর্য্যা নিয়ে
চল্ এগিয়ে দেখে ধীরে। ৬৯।

ওজোদীপ্ত নয় যে প্রীতি
নাইকো যাতে উর্জ্জনা,
নিষ্ঠা-বিহীন এমন প্রীতি
রাখিস্ জেনে প্রীতিই না। ৭০।

প্রীতির ঝলক দেখবে যেথায়
তোমা-ছাড়া আর চলে নাকো,
দাঁত-খিঁচিয়ে, কড়া কথায়
প্রণয় কিনা খতিয়ে দেখো;
অপ্রীতিকর ধমক দিয়ে
দেখো প্রীতি কেমন টেঁকে,
প্রিয় তোমার কতখানি
বুঝে নিও সেইটি দেখে। ৭১।

আবোল-তাবোল যতই ভাবিস্
প্রিয়তমের দোষ ব'লে,
প্রীতি যদি সত্যি হয় তোর
তা' কি ছুটে যায় চ'লে? ৭২।

জুলুমবাজি নাই দরদে,—
হৃদ্য-চর্য্যা ল'য়ে
নেওয়া-দেওয়ার সার্থকতা
চলছে শুধু ব'য়ে। ৭৩।

ঢেউয়ের মত চলে জীবন
ওঠানামার তাল-বেতালে,
সব-কিছুরই হয় সমাধান
সাগর-স্রোতায় যদি চলে। ৭৪।

মান-অপমান, সুখ-সম্পদ্
সব দিয়ে যা'রে ভালবাসিস্,
রাগ-বিরাগ আর বিরক্তি সব
ঝেড়ে ফেলে তা'র চর্য্যা করিস্;
মান-অপমান, সুখ-দুঃখের
সব লালসা ছেড়ে দিয়ে,
শ্রেষ্ঠ-স্বার্থ শ্রেষ্ঠ-প্রীতি
একটানা থাক্ তাঁ'কেই নিয়ে। ৭৫।

অভিমান-শূন্য প্রীতি
চর্য্যামুখর ভজন-সেবা,
উচ্ছলাতে আনেই কিন্তু
সব সৌভাগ্যের স্বস্তি-বিভা। ৭৬।

মনের মানুষ থাকলে একটি
আর কি কেহ হয়?
চর্য্যা-সেবা চলতে পারে
আচরণে কিন্তু নয়। ৭৭।

কান্তাভাবের লক্ষণ দেখো
দেওয়া-থোওয়া-সেবা-চলনে,
নিজের স্বার্থে আগুন দিয়েও
কান্ত-স্বার্থ পালে কেমনে;

বারনারীর কিন্তু উল্টো বোধ—
রং-ঢং আর কথার ছলে,
কেমন ক'রে রাখতে পারে
স্বার্থসেবায় সুকৌশলে;
কান্তস্বার্থীর লক্ষণই কিন্তু
দেওয়া-থোওয়ায় সেবার টান,
নিজের স্বার্থে আগুন দিয়েও
কান্ত-স্বার্থই তাহার প্রাণ। ৭৮।

যা'র তরে তুই অন্যে ছেড়ে
তা'কে নিয়ে সুখী থাকিস্,
ঠিক জানিস্ তুই সুখে-দুঃখে
তৃপ্তিতেই তা'য় ভালবাসিস্। ৭৯।

যা'র কথা তুই এড়াতে নারিস্
দরদ কিন্তু সেইখানে,
কৃতিরাগে যা' জাগে তোর
তা'ই-ই কিন্তু রয় প্রাণে। ৮০।

দু'জনাকেই ভালবাসিস্
প্রিয়-প্রেষ্ঠ উভয়কেই,
সত্তাস্বার্থে যে-জন স্বার্থী
প্রেষ্ঠ কিন্তু তোরই সেই। ৮১।

প্রেষ্ঠ তোমার হ'লেই প্রিয়,—
থাকুক যত রঙ্গিল চোখ,
নিষ্ঠাপ্রতুল অনুরাগে
থামবে নাকো তোমার ঝোঁক। ৮২।

যা'কেই তুমি শ্রেষ্ঠ বল
প্রিয় তোমার যতই সে,
রাগদীপনী চর্য্যা তত
দেয় দেখায়ে তাঁ'র দিশে। ৮৩।

ধরা-ছাড়া নিকেশ ক'রে
শ্রেষ্ঠে তুমি আগ্‌লে ধ'রে
সব থাকা, সব যাওয়া নিয়ে
তাঁ'র চলনে নাই চল—
তাঁ'র যা'-কিছু গুণান্বয়ে
বোধ-প্রবৃত্তির সমুচ্চয়ে
বুক ফুলিয়ে উচ্ছলতায়
চলবে কেমন কিসে বল?
রিক্ত হ'য়ে, সিক্ত হ'য়ে
অন্তরেতে ধ'রে-ব'য়ে
বিচ্ছুরণী সার্থকতায়
তবে তো জীবন সার্থক হ'ল!
বোধ-প্রবোধের অভ্যুদয়ে
সার্থকতার ঋতান্বয়ে
ধরা-ছোঁওয়া স'য়ে-ব'য়ে
তা'তেই জীবন ধন্য হ'ল। ৮৪।

পুণ্যপ্রতুল কুলগৌরবে যে
শ্রেষ্ঠে করে আত্মদান,
সেবা-সৌকর্য্য স্বার্থই যা'র—
জীবনচর্য্যী প্রণিধান,
শ্রেষ্ঠ তা'রা হ'য়েই থাকে
প্রকৃতিরই অমোঘ ডাকে,

তৃপ্ত ক'রে, দীপ্ত ক'রে
নিষ্ঠাপ্রতুল ক'রে সবাকে। ৮৫।

প্রিয়র জীবন বেসে ভাল
ভরলি না তোর কুটিল বুক,
লাখ সেবা তোর আরতি করুক
পাবি কি তুই একটু সুখ? ৮৬।

চ'টে যখন আগুন হ'লে
লোভে হ'লে মুহ্যমান,
ইষ্টপ্রাণ তবুও থাকলে
তবেই আছে ইষ্টটান। ৮৭।

নেশার চোটে আত্মহারা
সে মত্ততা কোথায় ভাল?
সেবামুখর ইষ্টনেশা
সব নেশারই দ্যোতন-আলো। ৮৮।

যা'কে তুমি ব'লছ প্রিয়
তাঁ'র তিরস্কার, গঞ্জনা,
তাড়ন-পীড়ন যা' করেন তা'তে
প্রীতি তোমার ধ্বসেই না;
অন্তর-বাহির সবটা দিয়ে
ব'লো তা'কে তখন 'প্রিয়',
সত্তাটাকে অর্ঘ্য দিয়ে
অন্তর-বাইরে সার্থক হ'য়ো,
ঐ প্রীতিই তো অটুট নিষ্ঠায়
আনুগত্য-কৃতি নিয়ে

সার্থকতা উথ্‌লে তোলে,
করে মহৎ হৃদয় দিয়ে,
অন্তরেরও অনুভূতি
ব্যবহার-সহ কৃতি,
শ্রদ্ধাসিদ্ধ ক'রে তোমায়
বাড়িয়ে দেবে বিভব-ধৃতি;
জপ-সাধনা তপশ্চর্য্যা
যেমনতরই কর তুমি,
তা'রই স্থণ্ডিল ঐ তো প্রিয়,
সার্থক হ' তাঁ'র চরণ চুমি'। ৮৯।

ইষ্ট তোমার, প্রিয় তোমার,
প্রেষ্ঠ তোমার যা'কে বল,
তৃপ্ত তুমি তাঁ'কে না ক'রে
তুমি তৃপ্ত হবে বল?
তোমার চর্য্যায় তৃপ্ত করা
তা'তেই থাকে নিয়ন্ত্রণ—
সার্থকতায় সংগ্রথিত
জ্ঞান, বিবেক আর সদ্‌বোধন;
স্থিতি-গতির উর্জ্জনাতে
তৃপ্তি-দীপন চর্য্যাদানে
কৃতি-বিভব উথ্‌লে ওঠে
প্রীতিপ্রসূন-ধৃতির টানে;
যা'র ফলেতে সত্তায় তোমার
দীপ্ত দ্যুতি গজিয়ে ওঠে,
যা'র ফলেতে কৃতিচর্য্যায়
তৃপ্তি তোমার ফোটেই ফোটে;
যা'র ফলেতে অটুট নিষ্ঠা
আনুগত্য-কৃতিবেগ

বেড়ে ওঠে, আনে তোমাতে
স্বতঃস্ফূর্ত্ত সুসম্বেগ ;
মনুষ্যত্ব ব্যক্তিত্বে তোমার
ওঠেই গজিয়ে ক্রমে-ক্রমে,
সব কাজেতে, সব ব্যাপারে
বল 'নমোঽস্তু' স্থিতির দমে। ৯০।

কপট-টান

কাপট্য যে দাপট পায়ে
চলছে হৃদয় ছেয়ে,
স্বস্তি ওরে কোথায় পাবি?
দীর্ণ হৃদয় ভয়ে। ১।

নিষ্ঠা নাইকো যা'র—
বিষ্ঠা-লোলুপ তা'রাই তো হয়
অসতে আব্দার। ২।

নিজের ধান্ধায় তুমি থাক—
লাভ, অলাভ বা অপচয়ে,
তোমার ধান্ধায় যে-জন থাকে
তা'র ধান্ধা এড়িয়ে ভয়ে;
ধান্ধা বহার বান্দা তোমার
যতই দরদ থাক্ না তা'র,
তোমার ধান্ধা বইবে কি সে
ধান্ধা ব'য়ে চল কি তা'র?
স্বার্থ-খোঁজে বেড়াও ঘুরে
পরের মর্ম্ম বুঝবে কি?
নিজের বেলায় খুব তো হিসাব
পরের বেলায় অবিবেকী। ৩।

প্রাণন-অর্থ ব্যর্থ ক'রে
স্বার্থ খুঁজে চললি ঢের,

ইষ্টার্থকে ক'রলি ব্যর্থ,
ঘুচ্‌লো কি তোর ভাগ্য-ফের? ৪।

আত্মস্বার্থে শকুন-দৃষ্টি
এমনতর লুব্ধ প্রাণ,
যতই ভঙ্গী দেখাক তা'রা
হয় না তা'দের ইষ্টে টান। ৫।

স্বার্থসেবার ইন্ধন ক'রে
প্রণয়-গীতি অনেক গাও,
নেবার বেলায় প্রিয়'র দরদ
দেওয়ায় দেও না একটু ফাও। ৬।

স্বার্থনেশায় ছিন্ন-ভিন্ন
নিয়ে শুধু পাওয়ার আবেগ,
লোক-দেখানো চালে চ'লে
ঠোকায় ফোটে ধাপ্পা-বেগ। ৭।

পেলি এত, দিলি কত?
স্বার্থভরা হৃদয় তোর,
ফাঁকিবাজির দুষ্ট চাওয়া
দেবেও তেমন জনম ভোর। ৮।

স্বার্থপোষা কামের নেশা
নিষ্ঠাহারা চিরদিন,
যখন যেটায় লাগে ভাল—
ভোগনেশারই রয় অধীন। ৯।

অনেকই পাও, অনেকই নাও,
দেওয়ায় দিলে একটি ফুল,
পাওয়ার লোভে সদ্‌বৃত্তি সব
খোয়ালি কত, ভাঙ্গলি কুল। ১০।

ধাপ্পাবাজির খেলা নিয়ে
মশগুল তবু চোরের মত,
দিস্‌নে কিছু, পাস্‌ যে কত!
হ'চ্ছ নিজে বজ্রাহত। ১১।

হাজার পেয়েও
পাস্‌নি বলিস্‌
চোখটি কি তোর অন্ধ?
পাবি কী তুই?
পাওয়ায় যে ছাই,
হ'লি যে কবন্ধ। ১২।

অকৃতজ্ঞ যেই হ'লি তুই
বিশ্বস্তিকে করলি শেষ,
উন্নতিরও দফা-রফা,
বেতাল চলায় হ'লি নিকেশ। ১৩।

হীন মন তোর কিসে?
যা'দের দিয়ে উপকার পেলি
অল্প-বিস্তর যাই না হো'ক্‌,
কাজটি তোমার যেই ফুরালো
কৃতঘ্নতার ধরলো ঝোঁক,—
এই তো তা'রই দিশে। ১৪।

আসল কথায় যা'রই তুমি
সত্যি সহজভাবে,
তা'রই স্বার্থে সেই চাহিদায়
জীবনকে চালাবে ;
ব্যতিক্রমটি এরই যতই
দেখবে পদক্ষেপে,
ততটা তা'য় নও তখনো
বুঝবে অনুভবে। ১৫।

সন্ততিতে মমত্ব যা'র
ইষ্টানুগ-পন্থারোধী—
নিরয় তাহার হাতের গোড়ায়
হানায় হত করে বোধি। ১৬।

পূজার ঘুষে ইষ্ট পূজে—
ইষ্ট কোথায় তা'র?
স্বার্থই ইষ্ট, তা'রই লাগি'
ঐ ভানই দরকার। ১৭।

ইষ্টসেবার বাহানা নিয়ে
টাকার দাবী যেই করে,
সন্দেহ তুই রাখিস্ সেথায়
কখন কেমন রূপ ধরে। ১৮।

শ্রেষ্ঠ ব'লে বলছ যাঁ'রে
ধাপ্পাবাজি তাঁ'র সাথে—
আপদ্-বিপদ্ কুটিল-কুভাব
কুড়িয়ে নেহাৎ নিচ্ছ মাথে। ১৯।

কুটিল চোখে ইষ্টে দেখে
চ'লে-ফিরে কুটিল পায়ে—
সর্ব্বনাশে ঝাঁপ দিবি ক্যান্
ঠেক্‌বি কেন জীবন-দায়ে? ২০।

ভণ্ড নিষ্ঠা বাচক ভক্তি
শক্তি কোথায় তা'র?
নিজেকে নিয়ে মত্ত সে যে
সবেই অহঙ্কার। ২১।

নিষ্ঠাতে তোর থাকলে গলদ
এৎফাঁকে থাকে খামখেয়াল,
ইষ্ট দিয়ে কী হবে তোর
চলনই যে তোর ব্যর্থ ভয়াল। ২২।

গল্‌তি নিষ্ঠার প্রথম লক্ষণ
নিজ চাহিদা প্রধান করা,
নিজ চাহিদা যা' সব ক'রে
পারলে ইষ্টচর্য্যা করা। ২৩।

নিষ্ঠাবিহীন প্রীতি যা'দের
স্বার্থপূজায় উচ্ছলা,
নাইকো প্রীতি একটু তা'দের
নিষ্ঠাও তা'ই চঞ্চলা। ২৪।

অর্থকরী ইষ্টচর্য্যায়
নিষ্ঠা-প্রীতির কমই দম,
স্বার্থপূজার অর্থ নিয়ে
আগ্রহ আনে ব্যতিক্রম। ২৫।

ফাঁকিবাজি ধাপ্পা দিয়ে
প্রিয়র থেকে নেওয়ায় সুখ,
প্রিয় তোমার কোথায় ক্রিয়?
দীর্ণ করলি নিজের বুক! ২৬।

ভালবাসার নাইকো তেজ
মাথা নেড়ে করে হুঁ,
প্রেষ্ঠ নেশার মিথ্যা ভড়ং
স্বার্থসেবার রং বহু। ২৭।

ভালবাসিস্ অনেক বলিস্
নিদেশ মেনে চলিস্ না,
ঠিকই জানিস্ প্রিয়কে তুই
স্বার্থ ছাড়া মানিস্ না। ২৮।

প্রণয় রে তোর ব্যবসাদারী
স্বার্থসেবায় সংক্ষুধ,
উন্নতি তোর হবে কিসে
প্রেয়ার্থেই যে অক্ষুধ। ২৯।

প্রিয়'র স্বপন দেখুক যতই
প্রিয়'র কথা বলুক না,
সক্রিয় দরদী না হ'লে
আস্থা তা'তে রেখো না। ৩০।

প্রীতির বাহানা করছ কেবল
দরদ তা'তে নাই,
ডুব্‌লি যে তুই অতল জলে
ব্যর্থ জীবনটাই। ৩১।

প্রীতির ধাপ্পাবাজি নিয়ে
করতে বিভব আত্মসাৎ,
দুর্দ্দৈব যা' করছ সৃষ্টি—
তোমাতেও তা' হানবে ঘাত। ৩২।

প্রীতির নেশা নাই—তবুও
এমন যা'রা প্রীতি দেখায়,
নেবার ফন্দী ধুরবাজিতে
চলা-বলা সবই চালায়। ৩৩।

ধাপ্পাবাজি ফাঁকির ভড়ং
ভণ্ডচালের কুটিল ছল,
ক'দিন চলে তা' বল আর?
নিয়েই যায় তা' রসাতল। ৩৪।

ফাটবে যখন ফুটবে যখন
ধাপ্পাদরদ আগুন হ'য়ে,
ফাগুন-মাসের রং তামাসা
তখনও কি তোর চলবে ব'য়ে? ৩৫।

অন্তরে তোর পুষলে বিষাদ
নিষাদ হ'য়ে লাগবে পাছ,
প্রেষ্ঠকে তোর ছিনিয়ে নেবে
থাক্‌বি না আর তাঁহার কাছ। ৩৬।

লোভের বাণে নিঠুর টানে
শূন্য ক'রে হৃদয় তোর,
মাতাল নিষাদ ব্যভিচারে
রাখ্‌লি না তুই প্রেষ্ঠে তোর। ৩৭।

ইষ্টার্থেরই আপূরণায়
যে-নেশাটি ছাড়লি না,
ব্যক্তিত্ব তোর সেই নেশাতে
সেটাও কি তুই বুঝলি না?
চর্য্যারত তা'তেই তুমি
তেমনতরই চলৎশীল,
তা'তেই তোমার র'বেই যে আঁট
অন্য কিছু তেমনি ঢিল। ৩৮।

স্বার্থসেবার ফন্দী নিয়ে
আত্মদানের অছিলায়
নানান ধাঁজের রূপ নে' চলে
স্বার্থপোষী উচ্ছলায়,
পুণ্যপ্রদীপ অন্তরে তা'র
অন্ধতমেই নিভে যায়,
ইতোভ্রষ্ট-স্ততোনষ্টে
জীবনটাকে সে-ই হারায়,
বৃত্তিই তা'র ধৃতি হ'য়ে
মৃতিপ্রবণ মর্ষণায়,
এলোমেলো হ'য়ে সে-জন
স্বস্তিটাকে হারায়ই হারায়। ৩৯।

সেবা

নিষ্ঠা-ভক্তি প্রেষ্ঠতেই হয়

কৃতিচর্য্যী উন্মাদনায়,

শ্রেয়ত্ব গায় জীবনের জয়

সেবানিপুণ তৎপরতায়। ১।

নিষ্ঠা নিয়ে আচার্য্যসেবা

করিস্ দেখে-শুনে,

করার বুঝটি এমনিই হবে

বাড়বি ক্রমিক গুণে। ২।

গুরুর ব্যথা করলি না বোধ

করলি না তার নিরসন,

এমনতর কৃতি-চলায়

করবে কি তোয় বিচক্ষণ? ৩।

পোষণ নেওয়া, পোষণ দেওয়া

বাড়িয়ে তোলা জীবন-স্রোত,

অসৎ-নিরোধ ক'রে চলা—

সত্তা-সেবার চারটি বোধ। ৪।

সওয়া-বওয়ার মাধ্যমেতে

লুকিয়ে থাকে স্বস্তি-জয়,

সহা-বহা ক'রেই থাকে

শিষ্ট, শুভ আর অভয়। ৫।

লোকবর্দ্ধনী অনুসেবন
ধৃতিচর্য্যার মূলধন,
ধৃতিচর্য্যায় দক্ষ যেমন
বিভব হবে সেই মতন। ৬।

জীবন যা'দের ঊর্জ্জী-তপা
ঊর্জ্জী-কৃতি নিয়ে,
তা'রাই বাঁচায় দেশ-পরিবার
হৃদয়-চর্য্যা দিয়ে। ৭।

প্রত্যাশাহীন পরিচর্য্যা
প্রত্যাশাহীন আপ্যায়ন,—
এমনতর ব্রতী চলনে
প্রীতির পূজা হয় সাধন। ৮।

চলা-বলা-করায় তোমার
চালটি প্রীতিদক্ষ হ'লে,
আপ্যায়নী পরিচর্য্যায়
সবাই তেমনি উঠবে ফুলে। ৯।

ঠিক বুঝিস্ তুই সব খতিয়ে
জীবন-দাঁড়াই পরিবেশ,
তুইও তেমনি তা'দের দাঁড়া
তুই-ই তা'দের সুনিবেশ। ১০।

সুষ্ঠু-সুন্দর সেবাচর্য্যা,
সত্তাপোষী আদান-প্রদান
আপদ্‌কালে পরিচর্য্যা—
সৎ-অন্তরেরই শুভ আধান। ১১।

খোঁজ-খবর যা'র রাখবি যত
উপকারের সন্ধানে,
চর্য্যারত উচ্ছলতায়
বাঁধবি তেমনি বন্ধনে। ১২।

আপদ্-বিপদ্ দেখলে কা'রো
দেখলে ঠেকা কোনোখানে,
সজাগ চোখে বুঝে-সুঝে
নিয়োগ হ'বি তেমনি টানে। ১৩।

অসুখ-বিসুখ-দুর্ঘট-আদি
সাধ্যের অতীত কা'রো যখন,
ফুল্লতালের উদ্দীপনায়
রাখবি তা'রে তেমনি দীপন। ১৪।

হৃদয় দিয়ে চর্য্যা-চলায়
জয় করিস্ তুই যা'কে,
বান্ধবতায় বদ্ধ সে যে
পাবিই সাড়া ডাকে। ১৫।

অনুকম্পায় চর্য্যাপ্রতুল
যতই তুমি করবে হ'য়ে,
লোকেই বইবে তোমার বোঝা
তা'দের চর্য্যা চল ব'য়ে;
সুসংহত হ'য়ে উঠবে
সেবানিপুণ বর্দ্ধনায়,
তাই তো তোমার আত্মপ্রসাদ
তোমার প্রীতির মূর্চ্ছনায়। ১৬।

সাত্বত সঙ্গতি দেখবে যেথায়
বোধ-চক্ষুর দীপ্তি দিয়ে,
সেইটে-ই নেবে শিষ্ট চর্য্যায়,—
সার্থক হ' না তাই নিয়ে। ১৭।

কুটুম্ব হয় তা'রাই কিন্তু—
ধারণ-পালন-পোষণ দিয়ে
পারস্পরিক বাঁধন আনে
চর্য্যাদীপ্ত হৃদয় নিয়ে। ১৮।

ভজন-তেজা ব্যক্তি যা'রা
চর্য্যা-সেবা-অনুরাগে,
দূরকেও জানিস্ আপন করে
পরকেও তা'রা আগলে রাখে;
এমন ধরা, এমন করা
এমন চর্য্যা-অনুরাগ,
অমৃতেরই আশীর্ব্বাদ সে
সম্বর্দ্ধনার সুষ্ঠু যাগ। ১৯।

দেওয়া-নেওয়া-ধরায় কিন্তু
দেখবে পরও আপন হয়,
নেওয়ার তরে মোসাহেবী
দুর্ভাগ্যেরই গাহে জয়। ২০।

দেওয়া-নেওয়ার মিলনতালে
যেখানে যেমন শিষ্ট-শুভ,
প্রীতি-উচ্ছল উৎসর্জ্জনাও
হ'য়েও থাকে তেমনি ধ্রুব। ২১।

পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ায়
সত্তাপোষী অর্থনায়—
যেখানে যা'র যেমন লাগে
ছাড়ে-রাখে প্রয়োজনায়। ২২।

পরিবেশের দেওয়া-নেওয়ায়
বাঁচাবাড়ার উর্জ্জনা,
তেমনতরই হয়ই সেথায়
যেমন কৃতির সর্জ্জনা। ২৩।

পারস্পরিক পরিচর্য্যায়
কৃতিপূর্ণ আবেগ নিয়ে,
সৎ-উচ্ছলায় চললে পরে—
ধৃতি ওঠে দীপ্ত হ'য়ে। ২৪।

লোকচর্য্যা করে যে-জন
লোককে ভজে তৃপণ-সুখে—
নিষ্ঠা-অটুট অন্তরে তা'র
র'ন ভগবান্ সুখে-দুঃখে। ২৫।

প্রয়োজনপালী পরিচর্য্যায়
লোকদরদী হবে যত,
তোমার নিদেশ মানবে তা'রা
দিয়েও ধন্য হবে তত। ২৬।

অনুকম্পার অঢেল চলায়
ব্যষ্টিগুলির চর্য্যা ক'রে,
আপন ক'রে তোল্ না সবায়
ধৃতিচর্য্যার বহর ধ'রে। ২৭।

দরদী-দান মহৎ সে দান
হৃদয় নিয়ে চলে—
হৃদয়ধারা বয় অবিরল
শ্রেয়ার্থটির বলে। ২৮।

হৃদয়-চোয়ানো দেওয়া-নেওয়া
প্রাণের প্রসার আনে—
বান্ধবতার অনুবন্ধে
উচ্ছল প্রতিদানে। ২৯।

অনুকম্পায় পরকে যত
পরিচর্য্যায় দেখবে তুমি,
ভগবত্তার পথেও তেমনি
চলবে ধীরে আশিস্ চুমি'। ৩০।

বাঁচতে-বাড়তে-থাকতে তুমি
চাওই যদি একান্ত,
সবার বাঁচা-বাড়ার সেবা
করতেই হবে নিতান্ত। ৩১।

সেবা-সঙ্গতিতে ফাঁকিবাজি
শুন্‌বি যত ফাঁকের ডাক,
শাতন-অন্ধ সত্তাসেবা
মুছে যাওয়ার ছাড়বে হাঁক। ৩২।

এক আদর্শে শিষ্ট হ'য়ে
ঐ গতিতে চল্ না দেখ্,
কৃতির সেবায় আসবে ধৃতি
বিশেষ থেকেও হ' না এক। ৩৩।

লোকেই ধরবে প্রয়োজন তোর
লোকচর্য্যায় হ’ তৎপর,
ধাতার ধৃতি-অনুশাসনে
সব হৃদয়কে দীপ্ত কর্। ৩৪।

লোকের সেবা যেই-ই করে
ধৃতিচর্য্যী উপাসনায়,
প্রীতিমুখর সেবা তখন
তা’রই সেবায় দিন কাটায়। ৩৫।

বোধ-বিবেকী সৎ যাহারা
লোকচর্য্যী বুদ্ধিমান্,
চালচলন দেখে-বুঝে
রাখিস্ কিন্তু তা’র সম্মান। ৩৬।

যা’র প্রতি যা’ করণীয়
কর তুমি তা’ সুখে,
তোমার প্রতি তা’র করণীয় যা’
ব’লো কমই মুখে। ৩৭।

বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ
হো’ক্ না কেন কোনজন,
শ্রদ্ধানিপুণ আপ্যায়নায়
করবি তা’দের ফুল্ল মন। ৩৮।

গুরুজনে নাই মমতা
স্বার্থসেবাই যা’র চলন,
ভূতে-পাওয়া কৃতি নিয়ে
হয় কি কভু তা’র বলন? ৩৯।

তুমি যা'কে সহ্য কর
সাধু, দীপ্ত সেবারাগে—
তোমাকেও সে করবে সহ্য
হৃদয়ভরা সুসম্বেগে। ৪০।

সেবাপটু অনুরাগের
নিষ্ঠাপ্রতুল ভজন-যাগ,
কৃতি-নেশায় যেমনতর
তেমনি ফোটে ভাগ্য-রাগ। ৪১।

বোধবিবেকী অনুচর্য্যায়
চর্য্যাক্রিয় যেমন তুমি,
তেমনতরই দূরদর্শী
অসৎ-নিরোধ-পরাক্রমী। ৪২।

পোষণে হয় রাণী,
শোষণে চাকরাণী। ৪৩।

দেবার স্পৃহা স্বতঃই যা'দের
ভাবে কমই দুঃখ-ভার,
দিলেই কেন নেবে তুমি
বইতে যদি না পার তা'র? ৪৪।

স্বার্থে-পদে নিষ্ঠা তোমার
নাই লোকার্থী উর্জ্জনা,
তবুও চাও ধন্য হ'তে
লোকার্থ ক'রে বর্জ্জনা? ৪৫।

পরিবেশে থাকলে কুলোক
শুধ্‌রে যদি না নিস্‌ তা'য়,

বেদনায় দিন কাটাতে হবে
লাগবে ব্যথা জীবন-চলায়। ৪৬।

অসৎ যা'রা অশিষ্ট যা'রা
শরীর-মনের স্বাস্থ্যহরা,
স্বস্থ ক'রে তোল্ তাহাদের
নিশ্চয়ী তোর ধী-টি দ্বারা। ৪৭।

পরের চর্য্যা না কর যদি
স্বতঃস্বেচ্ছ সুসম্বেগে,
তোমার বেলায় তা'দের করা
জাগবে বল কোন্ আবেগে? ৪৮।

খাওয়া-দাওয়া চলছে ভাল
ঘর-কন্না চলছে বেশ,
পরিবেশকে উপ্‌চে তোল
নইলে প্রাপ্তি ক্রমেই শেষ। ৪৯।

আপদ্-বিপদ্ উদ্‌যাপনে
যে-জন তোমায় ধরে-করে,
তা'র চর্য্যায় বিমুখ হ'লে
সে কত কি করতে পারে? ৫০।

অনুকম্পা না থাকলে তোর
দরদী হ'বি কিসে?
অনুকম্পাই দরদী ক'রে
চর্য্যায় বিকাশে। ৫১।

সুখের ধান্ধায় ঘুরলি কত
পরকে সুখী করলি না,

ওরে বেকুব! আপ্তসুখী!
সুখ কোথায় তা' বুঝলি না। ৫২।

শুভ পরিচর্য্যার সাথে
না চ'লেই চা'স্ শুভ হো'ক্?
বিধি-বিন্যাসিত ধরায়
খাটবে কি তা'য় তোমার রোখ্? ৫৩।

তোমার স্বার্থই দেখ যদি
নিজের অর্থ-নিষ্পাদনে,
পরের কাছে আশা করা
হবে কি সফল ভাব মনে? ৫৪।

নিলি কিন্তু দিলি না,
তাইতো কিছু পেলি না। ৫৫।

দিয়ে-থুয়ে দরদভরে
প্রতুল ক'রে রাখল যে,—
ধারলি না ধার তা'র কখনও,
বুঝলি নাকো ঠকলি যে? ৫৬।

ধরবে নাকো, করবে নাকো
নিজের গায়ে নেবে না,
এমনতর চাল-চলনে
আত্মীয়তা টিকবে না। ৫৭।

সুপদ্ বেলায় রইবে শুধু
পরেও থাকে যেমনতর,
আপদ্-বিপদ্ তুচ্ছ ক'রে
আত্মজনে কভু ধর? ৫৮।

নাইকো দরদ, সুব্যবহার
নাইকো চর্য্যা-বর্দ্ধনা,
দাবীর তোড়ে নিবি সেবা—
এমন কিন্তু চলবে না। ৫৯।

আত্মীয়তা রাখবে তুমি
আপদের ধার ধারবে না,
এ আত্মীয়তা ব্যর্থ হবেই
সার্থকতা আনবে না। ৬০।

পাওয়ার তালে ঘুরছ তুমি
দিচ্ছও ঐ লোভে,
হৃদয়গ্রাহী নাইকো চর্য্যা
ডুবলো যে সব ক্ষোভে;
স্বার্থলোলুপ! মত্ত পাগল!
ভাবছ মনে যা' যেমন,
পরিস্থিতির সেবা ছাড়া
ব্যর্থ হবে তোর সাধন। ৬১।

চলার পথে ক্ষয়-ক্ষতি যা'
পরিবেশ করে তা'র পূরণ,
পরিবেশকে ফাঁকি দিয়ে কি
হবে নিজের শুভ সাধন? ৬২।

পরিবেশ হ'তে নিতেই হবে
বাঁচাবাড়ার যা' প্রয়োজন,
পরিবেশের সেবা না করিস্ তো
ডাকবি না কি নিজ পতন? ৬৩।

নিজের সহ পরিবেশকে
ধারণ-পালন করলি না,
ধাতার ধরণ—পালন-পোষণ
না ধ'রে পেলি বঞ্চনা। ৬৪।

পরের ভাল না কর তো
নিজের ভাল হবে কিসে?
পরস্পরের ভাল করা
সেই তো ভাল হবার দিশে। ৬৫।

পারিবেশিক উৎসৃজনা
ব্যষ্টি দিয়েই হয় তো,
ব্যষ্টি বিনা পরিবেশটা
অন্য কিছুই নয় তো! ৬৬।

প্রতি বিশেষের বিশেষভাবে
পোষণ-পরিচর্য্যা ক'রো,
বিশেষত্ব যা'দের যেমন
তেমনি তা'দের ধৃতি ধ'রো। ৬৭।

প্রতি বিশেষের আপূরণা
বাঁচা-বাড়ার উৎসারণায়,
যেমন ক'রে করবে যেথায়
মজুত রেখো সম্বোধনায়। ৬৮।

যা'কে দিয়ে পাচ্ছ এতই
নেওয়া ছাড়া দিলে কী?
ফাঁকির সেবায় ফাঁকিই মেলে
জানতে কি তা'ও রয় বাকী? ৬৯।

যা'র প্রসাদে পা'চ্ছ তুমি
খাচ্ছ চলছ বলছ বেশ,
তা'র চর্য্যা বাদ দিয়ে কি
পাওয়া তোমার হবে অশেষ? ৭০।

সাত্বত ভাব রয় যদি তোর
সব সত্তারই দিকে চেয়ে,
অনুকম্পী প্রীতি আসে
ঐ পথটি বেয়ে-বেয়ে। ৭১।

লুটে-পুটে খাচ্ছ কত
দাঁড়িয়ে থেকে যা'র ছায়ায়,
তা'র নিয়েই তুই ভরলি আঁচল
করলি কি তুই তা'র মায়ায়? ৭২।

দেয় যে-জনা দেবেই তোরে—
স্বার্থ-অন্ধ! তা'ই ভাবিস্?
পাস্ দয়া যা'র, না-পাল্‌লে তা'য়
শুকোবে সে, তা'ও জানিস্। ৭৩।

দাতার সেবা না-করিস্ তো
দান পাবি তুই কিসে,
স্বার্থসেবা করতে গিয়ে
হারা হ'লি দিশে। ৭৪।

পয়সা নিচ্ছ কাজের নামে
ফয়দা কিছুই দিচ্ছ না,
ফয়দা যদি না দাও তুমি
পাওয়া কিন্তু রইবে না। ৭৫।

মূর্খ বেচাল—ওরে পাগল!
কেনা চাকর যা'র হ'লি,
তা'র প্রসাদই আত্মপ্রসাদ
ভাব্‌লি শিষ্ট তা'র বুলি? ৭৬।

চাকরীবাজির বেকুব আবেগ
ক্রীতদাস-বুদ্ধি আনেই আনে,
ঐতিহ্য আর শ্রেয়োনিষ্ঠায়
করেই ব্যাঘাত আঘাত দানে। ৭৭।

জীবনেরই আর্ত্ত ডাকে
দেয় না সাড়া যারা জানিস্‌,
দুর্ব্বিনীত হৃদয় তা'দের
ক্রূর জীবনে চলছে বুঝিস্‌। ৭৮।

কথায় তোমার বান্ধবতা
অনুকম্পা কৃতিহীন,
মুখের কথায় আত্মীয়তা,
খাতির চাও—তা' সমীচীন? ৭৯।

দরদহারা দীর্ণ নেশা,
হারিয়ে ফেলে চলার দিশা। ৮০।

লোভের দায়ে আপন করে—
সে কি আপন হয় কখন?
স্বার্থ দিয়ে করলে সেবা
তা'কেই বলে আপন-জন! ৮১।

আপন স্বার্থ খুঁজে বেড়াস্‌
পরার্থেতে বাধা হেনে,

সবাই কিন্তু পর হবে তোর
এই কথাটি রাখিস্ জেনে। ৮২।

লোকলিপ্সা ঘুচ্‌লো যত,
স্থবিরত্বে ঢুক্‌লি তত। ৮৩।

মমতা গহীন যেমন যেথায়
লোকের সুখে-দুখে,
নিষ্পেষণ বা উল্লসনা
বইবে তেমনি বুকে। ৮৪।

নিজ সুবিধায় লোলুপ হ'য়ে
কা'রো অসুবিধা করিস্ না,
সুবিধাসিক্ত করিস্ সবায়
অন্যের নিরোধ আনিস্ না। ৮৫।

তৃপ্তিভরা আগ্রহেতে
যে যা' দেয় নিস্ সেটা,
ভাবিস্ না তুই গর্ব্বভরে
হ'লি একটা কেউকেটা। ৮৬।

দিয়ে দিলে খোঁটা
ঝ'রে পড়ে বোঁটা। ৮৭।

তুই কিংবা তোর আপনজনা
করলে কা'রো উপকার,
বিনীত থাকিস্, কৃতজ্ঞ হো'স্
করিস্ নাকো অহঙ্কার। ৮৮।

শ্রদ্ধাভরে যে যা' করে
তা'ই পেয়ে তুই থাকিস্ খুশি,
তুষ্টিহারা আরোর লোভে
ঠকিস্ না তুই তারে দুষি'। ৮৯।

উঁচুর হৃদয় সৎ-প্রসারী
অসৎ-সংঘাত সয়ই সয়,
সয়ও তা'রা, বয়ও তা'রা,
উপকারে কৃপণ নয়। ৯০।

ধরা-পালার নাইকো বালাই
আধিপত্য চায়,
ঐ চাহিদায় গা-টি ঢেকে
রৌরব পিছে ধায়। ৯১।

অঢেল চলার আবেগে তুই
কৃতিরাগে হৃদয় ঢাল্,
উজ্জয়িনী অনুরাগে
কৃতিজ্ঞানের হ'য়ে মাতাল। ৯২।

ধারণ-পালন প্রীতির নেশায়
স্বভাব-চর্য্যা হয় রত,
ব্যাপ্তিতে তুই উছল হ'য়ে
সব প্রাণেতে থাক্ নিয়ত। ৯৩।

বুঝিস্-সুঝিস্ যত পারিস্
অপচয়কে তফাৎ ক'রে,
নিরাকরণে কৃতি নিয়ে
স্বস্তিতে রাখ্ সবায় ধ'রে। ৯৪।

ধরা-ভরা জীবন শুধু
সʼয়ে-বʼয়ে চলছে কেবল,
সʼয়ে-বʼয়ে পরিচর্য্যায়
তোর জীবনও কর্ রে অমল। ৯৫।

ধৃতিদীপন নন্দনাতে
দীপ্ত হʼয়ে ওরে তুই,
পরশ দিয়ে বর্দ্ধিত কর্
পরিস্থিতির পুণ্য ভুঁই। ৯৬।

বিব্রত কেউ হʼয়ে এলে
নিকটে তোমার,
যেমন পার ফিরিও নাকো
ভালই কʼরো তাʼর,
তোমার আপদে মানুষেই করে
কে করে অন্য আর? ৯৭।

নিজের ধৃতি অটুট রেখে
পরধৃতির পূজায় থাক্,
ঐ চলনে ঠিকই জানিস্
ভরবে রে তোর আপন ফাঁক। ৯৮।

দেওয়া-থোওয়া-করায় জোটে
প্রীতি-চর্য্যায় যা' তোমার;
প্রিয়েও দিও তেমনতর
অন্তরের ঐ উপহার। ৯৯।

সবাই কিন্তু বাঁচতে চায়,
ভাল চাওয়া সব জনের,

পারস্পরিক ভাল ক'রে
বর্দ্ধনা আন্ সব লোকের। ১০০।

বিধিমাফিক স্বার্থসেবা
যেমন পার ক'রে যাও,
অন্যের স্বার্থ অটুট রেখে
আপন স্বার্থের দিক্ তাকাও। ১০১।

যা'দের সত্তাচর্য্যায় তুমি
ক'রে তুলেছ স্বার্থবান্,
তুমিই তা'দের স্বার্থ-মুকুট
তুমি তা'দের স্বার্থ-আধান। ১০২।

সবাই যেমন তোমার স্বার্থ,
পরিচর্য্যা—লোক-পূজা,
লোক-ধৃতির পূজায় দাঁড়াও—
যেমন দাঁড়ান দশভুজা। ১০৩।

বান্ধব-ভাবটা চারিয়ে দে তো
বান্ধব-চর্য্যায় চল্ দেখি,
বিশেষ লোককে বিহিত চর্য্যায়
সৎ ক'রে তোল্, যা'ক্ মেকী। ১০৪।

চর্য্যা-নিপুণ যাগ নিয়ে তুই
লোকের সেবা ক'রে চল্,
আশা-বিশ্বাস-ব্যবহারে
বাড়ুক লোকের হৃদয়-বল। ১০৫।

গণ্যমান্য ক'রে তুলুক
তোমায় তোমার পরিবেশ,

আশা-বিশ্বাস-পরিচর্য্যায়
তোমায় জানুক সৎ-বিশেষ। ১০৬।

ধৃতিদীপ্ত অনুরাগে
তৃপণ স্বস্তি-পোষণায়,
পুষ্টি-প্রীতি-পরিচর্য্যায়
বেড়ে ওঠ্ তুই তোষণায়। ১০৭।

অস্তিপালী স্বস্তিগানে
প্রাণের দোলায় দুলে-ফুলে,
সবার প্রাণটি সিক্ত ক'রে
অস্তিত্বটা ধর্ রে তুলে। ১০৮।

অশক্তদের ধৃতি দুর্ব্বল
নয়কো তেমন উচ্ছলা,
সুসমীচীন সাহায্য কর—
ধৃতি তোমার হো'ক্ উজ্জ্বলা। ১০৯।

অনুকম্পায় দরদী হও
চর্য্যী স্বেচ্ছ সম্বেগে,
দরদী হ'য়ে উঠুক সবাই
সেই আবেগের রং লেগে। ১১০।

নেবার বেলায় দিল্ খোলসা
দেবার বেলায় জোটেই না,
ঠিক জানিস্ তুই এই স্বভাবে
দরিদ্রতা ছুটবে না। ১১১।

চায় যদি কেউ, বুঝবি তা'কে
অমন হ'লে তোর—কী করিস্,

সমঞ্জসা বিবেচনায়
তা'ই করিস্ তুই—যা' পারিস্। ১১২।

একটু ধীইয়ে দেখ্ না বুঝে
তোর ভাল তুই চাস্ কি না চাস্,
চেলেই কিন্তু করতে হবে
সব ভালরই সমান চাষ। ১১৩।

বুঝে দেখ্ না আরো একটু
বেকুব যদি না হো'স্ তুই,
অন্যের ভাল না করলে কি
তোর ভালটা পাবি তুই? ১১৪।

মঙ্গলই তোর লক্ষ্য কিন্তু
কল্যাণই তোর জীবন চায়,
ইষ্টসেবা সবার চাওয়া
মঙ্গলক্রিয় হ' সবায়। ১১৫।

পরিস্থিতির কর উন্নতি
ধৃতি-চর্য্যা ব্যবহারে,
দরিদ্রতা থাকবে কোথায়
উৎসারণার সদাচারে? ১১৬।

কৃতির নেশা, আগ্রহ আর
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ,
চর্য্যানিপুণ চলন-ফেরন
ব্যক্তিত্বে আনে স্বর্গরাগ। ১১৭।

নিষ্ঠা-কৃতি-চর্য্যা-সেবায়
থাকলে অনুশীলন,

সে-ব্যক্তিত্বে হ'য়েই থাকে
জ্ঞানেরই উন্নয়ন। ১১৮।

ইষ্টতালে নিষ্ঠ হ'য়ে
হ' রে কৃতী ধৃতিসেবায়,
ধৃতিদেবের কর্ পূজা তুই
ফুটুক দ্যুতি জীবন-আভায়। ১১৯।

অস্তিত্বকে সুস্থ ক'রে—
বোধ ও ধৃতির চর্য্যা দিয়ে
তুল্‌বি যেথায়—তৃপ্তি পাবি,
ফুটবে স্ফূর্ত্তি স্বস্তি নিয়ে। ১২০।

কৃতি বিনা ধৃতি-চর্য্যা
শিষ্ট-সুবোধ দক্ষতায়
হয় কি পাগল! সরল করিস্
সত্তা-সত্ত্ব—দিগ্বলয়। ১২১।

বিভব আর ব্যক্তিত্বটা
চর্য্যা-নিটোল উদ্দীপনায়,
কৃতিমাফিক প্রভুত্ব ক'রে
চললে প্রেষ্ঠ-সন্দীপনায়—
বিভূতি তা'দের করেই সেবা
তৃপ্ত-দীপ্ত করে প্রাণ,
স্বস্তিপ্রসাদ নিয়েই জীবন
চলায় চলে উর্জ্জমান। ১২২।

আলস্যহীন চলা নিয়ে
চর্য্যারত অনুকম্পায়

দেখ্ না চ'লে কেমনটি হয়—
জীবন ফোটে উচ্ছলায়। ১২৩।

প্রেষ্ঠনিষ্ঠা-স্ফীতিসহ
ক্লেশসুখপ্রিয়তায়,
ধৃতি-চর্য্যার কৃতি-আবেগ
দীপ্ত করে সব জনায়। ১২৪।

আনুগত্য আসে কিন্তু
কৃতিসেবার উদ্বোধনে,
অনুরাগের উৎসারণা
কৃতি-নিষ্পাদনে আনে। ১২৫।

অনুগতিসহ চর্য্যা করিস্
নিষ্ঠানিপুণ হৃদয় দিয়ে,
ঐ গতিটাই ব্যক্তিত্বকে
করবে স্থাপিত কৃতি নিয়ে। ১২৬।

চর্য্যাবিভূতিই অর্থসম্পদ্—
স্বস্তি যা'তে উচ্ছলা,
লুব্ধ যা'রা স্বার্থসেবায়—
আনুগত্যই চঞ্চলা। ১২৭।

সুব্যবস্থ চর্য্যা নিয়ে
বিনিয়ে জেনে সত্তাবিধান
ধৃতিতপে যে-জন বাড়ে—
সেই-তো সুজন পুণ্যবান্। ১২৮।

নিষ্ঠা-আনুগত্য নিয়ে
ইষ্টার্থটির কৃতিচর্য্যায়

নিষ্পাদনী তৎপরতায়—
ব্যক্তিত্ব চলে উচ্ছলতায়। ১২৯।

সত্তা পেলে' বর্ত্তালি তুই
সাত্বতীটির ক'রে সেবা,
চর্য্যাবিহীন ধৈর্য্য নিয়ে
ধৃতির যাগে থাকে কেবা? ১৩০।

চর্য্যা-কুশল দৃষ্টি তোমার
নাই যদি রয় পোষণ-দাতায়,
বিবশ হবে উন্মাদনা
কৃতি-নিথর হবেই তা'য়। ১৩১।

চর্য্যাবিহীন চাটুবাদে
স্বার্থকতার কম নিশানা,
পার যদি এমনি কর
যা'তে শুভর হয় ঠিকানা। ১৩২।

দক্ষ-চতুর সম্বেদনায়
মানুষগুলি আপন কর্,
অসৎ চিনে সৎ চলনে
জীবন-অর্থে হ' তৎপর। ১৩৩।

আকাশে চা'—দেখ্ না পাখী
উড়ছে কেমন দলে-দলে,
কেউ তো কা'রেও ছাড়েনিকো,
কেউ তো কা'কেও যায়নি ভুলে। ১৩৪।

ঐ দেখ না ঐ পাহাড়ের
মেঘ-মথিত কঠোর বুক,

কতই কাহার আশ্রয় সে
কতজনের যে দীপ্ত সুখ। ১৩৫।

কল্লোলিনী ঐ ছুটে যায়,
তর-তরিয়ে উধাও ধাওয়ায়,
বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখে
সহায় সবার জীবন-চলায়। ১৩৬।

ঐ যে মাটি বুক বিছিয়ে
প'ড়ে আছে রাত্রদিন,
সুখে-দুখে ধ'রেই আছে—
কত কি সবল, কত কি ক্ষীণ। ১৩৭।

ফসল ধ'রে মূক আবেগে
খোরাক জোগায় ঐ মাটি,
মাটি হ'য়েও সবার কাছে
ঐ ধরাই তো অটুট খাঁটি। ১৩৮।

সেবা কর্ তুই প্রাণপণে
যে যা' দেয়, তা' নে,
ইষ্টার্থকে অর্থ ক'রে
সার্থক হ'য়ে নে। ১৩৯।

টাকার যত্ন কর্ বা না কর্
লোকের যত্ন ক'রেই চল্,
লক্ষ্মী-কেশব রইবে বাঁধা
বিভবে তুই র'বি অটল। ১৪০।

অভাব কী তোর? ভাবিস্ কী তুই?
দেখিস্ না লোক তো'য় ঘিরে?

ইষ্টনিষ্ঠ ধৃতিচর্য্যায়
তোল্ না ক'রে জ্যান্ত হীরে! ১৪১।

আপদে যে জন তোমায় ধরে—
করে নানা উপকার,
তুমিও তাহায় লক্ষ্য রেখে
আপদ্‌কালে ধ'রো তা'র। ১৪২।

সেবাপ্রতুল অনুকম্পা
পাওয়াই ধাতার আশীর্ব্বাদ,
অন্যের আপদ্ উদ্ধার ক'রে
তুমিও নিও ধন্যবাদ। ১৪৩।

ভুলিস্ নে তুই কখনও তা'য়
আপন ব'লে যা'রে জানিস্,
যেমন জানিস্ তেমনি চর্য্যায়
স্বস্তি দিয়ে বুকে রাখিস্। ১৪৪।

তোমার ব্যথা বুকে রেখেই
সৎ চর্য্যায় যেটুক পারো,
ক'রে যেও আবেগ নিয়ে,
পার তো নিরাকরণ কর। ১৪৫।

অন্যের সুখ-দুখ যেমন দেখ—
তোমার হ'লে করতে কী?
বিবেচনায় অমনি ধ'রে
চলিস্ করিস্ নিরবধি। ১৪৬।

ভগবানের দিব্য বোধি
তা'দের প্রাণে জাগবে না,—

নিজের ছায়ায় পরকে দেখে'
যা'রাই সেবা করে না,
তা'দের হ'তে কী পেয়েছ
শিষ্ট-চর্য্যায় তোমার লাগি'?
সে-হিসাব কি তোমার প্রাণে
নিয়ত হ'য়ে আছে জাগি'? ১৪৭।

কদর্য্য যে হয়,—
প্রীতিপ্রসূ দানে করবি
তাহার হৃদয় জয়। ১৪৮।

ধারণ-পালন ব্রত নিয়ে
পরিস্থিতির সেবায় থাক্,
জীবন্ত হো'ক্ সব যা'-কিছু
জীবন্ত হো'ক্ পোড়া খাক্। ১৪৯।

ওরে গরীব! ওরে আতুর!
স্বার্থলোলুপ কুটিল মন!
ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে কর্ রে
পরিস্থিতির উন্নয়ন। ১৫০।

পরের ব্যথা বুঝে চলিস্
সেবায় করিস্ প্রশমন,
এমনতর পরিচর্য্যাই
আনবে আত্মপ্রসাদন। ১৫১।

অনুগ্রহ চাও যেখানে
চাও সৌহার্দ্দ্য-যশ,

মিষ্টি কথায় তুষ্ট রেখো
ক'রো চর্য্যা-বশ। ১৫২।

উৎসবে, ব্যসনে আর
দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্র-বিপ্লবে,
রাজদ্বারে, শ্মশানে রয়
ভুলো নাকো সে-বান্ধবে। ১৫৩।

ইষ্টার্থ যা' পূরণ করাই
অর্থ কিন্তু তোর জীবনের,
সার্থক হ' তা'ই ক'রে নিয়ে
চর্য্যা ক'রে চল্ সকলের। ১৫৪।

স্বস্তি তোমার উথ্‌লে উঠুক
শুভর পথে চল,
পড়শীদিগের শুভবার্ত্তা
অনুচর্য্যায় বল। ১৫৫।

বান্ধবতা চলবি নিয়ে
ধৃতি-কুশল প্রাণের টানে,
আপদ্-বিপদ্ নিরোধ ক'রে
রাখিস্ তা'রে তৃপ্তি-দানে। ১৫৬।

তোষণ-পোষণ সবার ক'রো
শোষণ ক'রো না কা'রও,
তোমায় শোষা যেমন লাগে
তেমনি কিন্তু তা'রও। ১৫৭।

অস্তি-বৃদ্ধি বজায় রেখে
সাধ্যমত অন্যে দিস্,
পূরণ-পোষণ-ধৃতিটাকে
বজায় রাখতে না-ভুলিস্। ১৫৮।

অজান লোকও যদি আসে
সেবা-সন্দীপনা নিয়ে,
তৃপ্ত করিস্, ফুল্ল করিস্
প্রীতিপূর্ণ হৃদয়-দিয়ে। ১৫৯।

স্বস্তিপ্রসূ সেবা নিয়ে
সুষ্ঠুবৈধী আচরণে—
আস্‌লে কাছে ফেরাস্ না তা'য়,
ফুল্ল করিস্ আপ্যায়নে। ১৬০।

দোষমুক্ত কইবি কথা
বান্ধব করবি সবায়,
সু-জনোচিত আপ্যায়নায়
আপন করিস্ সেবায়। ১৬১।

আপদ্‌কালে কেউ নও তুমি
নাইকো সেবা সহানুভূতি,
দরদবিহীন অনুচলন
তবুও চাও লোকের স্তুতি? ১৬২।

ইষ্টে অটুট প্রীতি রেখে
সাত্বত ব্রতে হ' ব্রতী,
কৃষ্টিচলায় চলৎ থেকে
লোকসেবাতে রাখ্ মতি। ১৬৩।

সৎপাত্রে করিস্ দান
শ্রদ্ধা-সহকারে,
অভাব ক্রমেই পালিয়ে যাবে
তেপান্তরের পারে। ১৬৪।

শ্রদ্ধাভরা সুবিনয়ী
ভঙ্গী কৃতার্থের,
এমনি ধাঁজে দান করিস্ তো
ফলবে ফলে ঢের। ১৬৫।

প্রীতির তোষণ নিয়ে যাঁকে
ধারণ-পোষণ-দানে,
শুভচর্য্যায় রত তুমি
জাগবে তা'রই প্রাণে;
করায় যেটুক থাকে তোমার
ক'রে যাও তা' সব,
কেউ যদি তা'র সহায়ই হয়
(ক'রো) তৃপ্তি অনুভব;
আপ্যায়নায় পুষো তা'রে
তৃপ্তি দিও প্রাণে,
কৃতজ্ঞতায় অঢেল হ'য়ো
কুশল সেবা দানে। ১৬৬।

নিষ্ঠা-রাতুল নন্দনা তোর
উথ্‌লে হৃদয় পড়ুক ঝ'রে,
জীবনঝরা ঐ প্রেরণায়
সব পরিবেশ উঠুক ভ'রে;
মানুষ হবার মক্‌সই ঐ
নিষ্ঠা-রাতুল নন্দনা,

যার ফলে তুই পাবিই সবার
শ্রদ্ধাভরা বন্দনা। ১৬৭।

ব্রাহ্মী দীপন বর্দ্ধনা তোর
ঘটে-ঘটে ছড়াবে যত,
বিষ্ণু-আশিস্ ব্যাপ্তি নিয়ে
ব্যাপন-বেগে চলবে তত। ১৬৮।

ব্যবহার

ব্যবহার, রকম, বচন
অন্তরের অনুমাপন। ১।

সুভাব যা'দের পাকা,
অসৎ ব্যাভার করবে কী আর
কুৎসিতই হবে ফাঁকা। ২।

গাল যদি দিস্ কা'য়—
এমনভাবে দিস্ গালি তা'য়
(যেন) তৃপ্তি ভ'রে যায়। ৩।

মিথ্যা-দোষে জড়িত যে করে,
সদ্ব্যাভারে স্বস্তি-সেবায়
জয় করিস্ তুই তা'রে। ৪।

ঐশ্বর্য্য তোর লাখ থাকুক না—
বিভব রহুক ভরা প্রাণ,
ব্যবহার যদি না জানিস্ তা'র
ধরবে কি তা' কোন নিদান? ৫।

চাউনি তোমার মিষ্টি কর
মিষ্টি কর কথা,
চলন তোমার মিষ্টি ক'রে
ঘুচাও সবার ব্যথা। ৬।

হৃদয় দিয়ে হৃদয় কেনো
সেবা দিয়ে সেবা,
স্বভাব দিয়ে স্বভাব কেনো
বিভব আনুক শোভা। ৭।

মিষ্টি কথার বৃষ্টি দিয়ে
সৃষ্টিকে তুই শান্ত কর্,
কুশলচর্য্যী ব্যবহারে
দুনিয়াটাকে আগ্‌লে ধর্। ৮।

কথায় যদি মিষ্টি ফোটে
সোহাগ-ব্যবহারে,
দরদী তুই অনেক পাবি
অন্তরে বাহিরে। ৯।

প্রীতির স্বরে কথা বলিস্
ছেড়ে অসৎ ধৃষ্টতা,
দোষের কথা বলতে গেলেও
অনুকম্পায় বলিস্ তা'। ১০।

মিষ্টি-মধুর কথা বলিস্
আপ্যায়নী অনুচর্য্যায়,
দূষ্য কিছু দেখলে কা'রো
শুধ্‌রে নিবি সুসমীক্ষায়। ১১।

সুনন্দী আপ্যায়নায়
রাখিস্ সবায় আপন ক'রে,
আসা-যাওয়া অনুচর্য্যার
মাধ্যমে তা' রাখিস্ ধ'রে। ১২।

হৃদ্য কথা বল তুমি
হৃদ্য চলায় চল,
শাসন-রক্ষণী ব্যাভারে তুমি
দরদীর মত বল। ১৩।

দরদ নিয়ে প্রীতির পথে
শ্রদ্ধা-সমাদরে,
পারিস্ যদি বলিস্ কথা—
হৃদয় স্পর্শ ক'রে। ১৪।

দৃষ্টি রেখে মিষ্টি ক'রে
সুযুক্তিতে ক'স্ কথা,
আপ্যায়নায় ফুল্ল করিস্
দিস্ নে কা'রো মনে ব্যথা। ১৫।

আপ্যায়নী প্রীতি-কথায়
বৈরীই হয় কম,
হ'লেও তা'দের পরিবেশে
কমতে থাকে দম। ১৬।

বিনয়-বীণার ঝঙ্কারে তুই
আলাপ করিস্ সবখানে,
কথার রণন ভাবভঙ্গীতে
ঢেউ তুলে দিস্ সব প্রাণে। ১৭।

স্বস্তিমুখর মিষ্টি কথায়
সাহস-ভরসা সবই বাড়ে,
অমন ধৃতি-সঞ্চারণায়
কৃতিমুখর করেই তা'রে। ১৮।

মিষ্টি-মধুর বেকুব হ'য়ে
জ্ঞান বিছিয়ে অন্তরে
ভজন-সেবায় দীপ্ত থাকিস্—
থেকেও কোন কন্দরে। ১৯।

হামবড়াইয়ে শোনায় তোমায়
সত্যি-মিথ্যা যা' হো'ক্ তা'ই,
সুধী-সুন্দর উত্তর দিয়ে
ভেঙ্গেই দিও তা'র বড়াই। ২০।

বড়াইবাজিতে কাজ হবে না,
বিনয়ভরা ব'ল কথা,—
তোমার আদরে নন্দিত হো'ক্
কা'রও কাছে না হয় বৃথা;
বিনয়ভরা অনুরোধ
আদেশ চাইতেও অনেক বড়,
হৃদয় দিয়ে বুঝে দেখিস্
পালন-প্রীতি যদি দড়। ২১।

আচার-ব্যাভার সৎ হো'ক্ তোমার
জীবন-চলন হো'ক্ রে সাধু,
হৃদয়ভরা স্বস্তি রহুক্
কথায় ফুটুক মিষ্টি-মধু। ২২।

হৃদয়ঢালা অর্জ্জনাতে
মিষ্টি-মধুর উর্জ্জনায়
দীপ্ত করিস্, তৃপ্ত করিস্—
যেন সবাই স্বস্তি পায়। ২৩।

মিষ্টি কথাই ভাল কথা
সব সময় নয় এমনতর,
শুভসন্দীপনী যেটা
তা'ই তো ভাল, তা'ই তো দড়। ২৪।

ব্যথিত হৃদয় তৃপ্তি পায়
এমন কথা ব'লো,
কাজে যা'তে শান্তি পায়
এমন চলায় চ'লো। ২৫।

অনুকম্পী কথা ক'য়ে
শিষ্ট-শুভ ব্যবহারে,
দক্ষ-কুশল বিনায়নে
দুষ্টে আনিস্ শিষ্টাচারে;
ছোটখাট কর্ত্তৃত্বভার
প্রয়োজনের সুপ্রেরণা
দিয়ে তা'দের অহং-রাগের
আনিস্ শুভ প্রবর্ত্তনা। ২৬।

বাস্তবতার তেষ্টা রেখে
অনুকম্পী ব্যবহারে,
শিষ্ট করিস্, তৃপ্ত করিস্—
তৃপণ-চলন সমাহারে। ২৭।

নিষ্ঠানিপুণ রঞ্জনা আর
মিষ্টি-চারু ব্যবহার,
চর্য্যানিপুণ অনুকম্পা—
উচ্ছলতার সু-আধার। ২৮।

লোকের দরদ বুঝতে গেলে
অনুকম্পী হওয়াই চাই,
ঐ দরদে দরদী হ'য়ে
শ্রেয় যেটা করবে তা'ই। ২৯।

অনুকম্পী না হ'লে তুমি
লোকের দরদ বুঝবে না,
বেতাল বুদ্ধি ছেড়ে তুমি
বাস্তবে কি ধরবে না? ৩০।

অনুকম্পা না হ'লে তোমার
দরদী কি পারবে হ'তে?
দরদী যদি না হও তুমি
কাউকে তুমি পারবে ব'তে? ৩১।

তোমার প্রতি যে-ব্যবহার
অন্যে করলে ভাল লাগে,
তুমি কিন্তু অন্যের প্রতি
তেমনতরই ক'রো আগে। ৩২।

সোহাগ যেথায় শিষ্ট-সুন্দর
নিষ্ঠানুগ গতি নিয়ে,
কৃতি হ'লে সেথা বীর্য্যতেজা
সোহাগ সার্থক তবে তা' দিয়ে। ৩৩।

উর্জ্জীতেজা পরাক্রমে
স্মিত-মিষ্ট ব্যবহার,
তপস্যারই সিদ্ধি সহ
তৃপ্তি ঢালুক্ বুকে সবার। ৩৪।

সবার কথাই শুনতে থেকো
ধীর-শান্ত-ভঙ্গী নিয়ে,
উত্তর দিলে দিও স্নিগ্ধ
ন্যায্য বাক্-ব্যাভার দিয়ে। ৩৫।

সবার সঙ্গে ভাব রাখিস্ তুই
মেলামেশা করিস্ কম,
পরিচর্য্যায় আপদ্‌কালে
সুস্থ করিস্ ক'রে শ্রম। ৩৬।

সমবেদনা মুখে দেখায়
কাজের বেলায় ভাঁওতাবাজি,
বান্ধবতা যতই দেখাক্
হ'য়ো না তুমি তা'তে রাজী। ৩৭।

দোষ যদি কেউ ক'রেই থাকে,—
হৃদয়ঢালা মঞ্জুষায়,
মনের আগল দিস্ খুলে তুই—
সৎ-সন্দীপী তৃপণায়। ৩৮।

দান-ধ্যান যা'ই কর না—
সহ্য-ধৈর্য্যশীল
হৃদ্য ব্যাভার না করলে জেনো
রয় না প্রায়ই মিল। ৩৯।

আচার-ব্যাভার যা'ই করিস্ তুই—
লক্ষ্য রেখে লোক-হৃদয়,
নিষ্ঠা-নিপুণ অমনি চলায়
বোধ-বিজলীর হয় উদয়। ৪০।

(তোমার) প্রীতিকথায়, ভক্তি-গাথায়
উর্জ্জী-দ্যুতি ব'য়ে চলুক,
কথার-রণন, ধৃতি-আচরণ
অমর ফোটায় ফুটে উঠুক। ৪১।

দোস্তি তোমার হো'ক্ না যতই
যতই যা'কে বাস ভালো,
ইষ্টনিষ্ঠার ব্যতিক্রমে
হবেই জীবন অন্ধ-কালো। ৪২।

নিষ্ঠানেশা যা'র উপরে
আনুগত্য-কৃতি নিয়ে,
মানুষও তুমি সেমনি তাকের
করও তেমনি হৃদয় দিয়ে। ৪৩।

যা'র লোভী যে—সে লোভ থেকে
হৃদ্য ব্যবহারে,
চেষ্টা ক'রো ইষ্টতালে
ফিরিয়ে আনতে তা'রে ;
ঐ তালেতে যদি পার
টানতে কৃতি-পথে,
বাঁচবে তা'দের জীবন-চলন
ধৃতি-মনোরথে। ৪৪।

প্রীতিপূর্ণ রাখিস্ স্বভাব
বিভব-রঙিল ব্যবহারে,
নিষ্ঠানিপুণ উর্জ্জনাতে
বিন্যাস করিস্ আপন-পরে। ৪৫।

আদর-সোহাগ গানের সুরে
চর্য্যা-বিপুল লপনায়,
উথ্‌লে তুলিস্‌ হৃদয়-সবার
ধৃতিমধুর আলোচনায়। ৪৬।

চটেই যদি কেউ,
স্তুতি-বিনয়ে কইলে কথা
কমেই রাগের ঢেউ। ৪৭।

চটা দেখলেই মিষ্ট ব'লো
হৃদ্য দীপন স্বরে,
এই ব্যবহার চটা লোকের
উপকারই করে। ৪৮।

চ'টলেও ব'লো মিষ্ট কথা
জাগ্রত রেখে বোধবিবেক,
দেখবি পাবি বহুত সুফল
শ্রেয়ও ওরে! পাবি অনেক। ৪৯।

দুষ্ট চটা নিরোধ ক'রো,
বোধ-বিপর্য্যয় হ'লে—
ঠাণ্ডা ক'রে সাম্য ক'রো
সৌম্য-নিপুণ ভোলে। ৫০।

চটা লোককে চটিয়ে দেওয়া
বেকুব বুদ্ধিরই পরিচয়,
ঠাণ্ডায় অনুকম্পী করাই
বুদ্ধিমত্তার ঘোষে জয়। ৫১।

রুষ্ট হ'য়ে কথা ক'লেও
মিষ্টভাবে দিস্ উত্তর,
সুব্যবহার অনুকম্পায়
সব সময়ই হো'স্ তৎপর। ৫২।

বিরক্ত যে তোমার উপর
চ'টে-ম'টে লাল,
বুঝো, তোমার বেঠিক্ ব্যাভার
করেছে গোলমাল। ৫৩।

কা'রও প্রতি হ'লে গরম
মিষ্টি করিস্ তাহার তাপ,
হয় যেন সে তৃপ্তিভরা
স'য়ে-ব'য়ে তাহার চাপ। ৫৪।

রোখালো মনে যা'ই আসুক না
গরম মাথায় মুখের কাছে,
ভাল যা' তুই সেইটি বলিস্
বাদ দিয়ে সব বেছে-বেছে। ৫৫।

রোখালো কথা যদিই বা কও
বোলো মিষ্টি আপ্যায়নায়,
তীব্র হ'লেও শিষ্ট যা' হয়—
তৃপ্তি আসে হৃদয় জুড়ায়। ৫৬।

তোকে যদি কেউ কটুই বলে
উত্তরেতে হো'স্ নে কটু,
হৃদ্য-কথায় বলতে হয় যা'
তা'ই ব'লে হ' তা'তেই পটু। ৫৭।

কটু ব্যাভারে হ'স্ নে মলিন
মিষ্টি-চালে চল্ রে চল্,
কটু স্বভাবে হয় যে পটু
চলন তা'র হয় প্রায়ই অচল। ৫৮।

মিথ্যামন্দে করছ যা'দের
বিধ্বস্ত ও অপদস্থ,
হয়তো আসবে একদিন তা'
নাজেহালে তোমা' করতে ব্যস্ত। ৫৯।

যতই ভাল হও না তুমি,
আচার-ব্যাভার-কটুকথা
লোকের প্রাণে ব্যথা দিলেই—
পাবেও ব্যথা ফিরে সেথা। ৬০।

তোর যদি কেউ শত্রু থাকে
নিরোধ করিস্ শত্রুতা,
আপ্যায়নী সতর্কতায়
করবি কিন্তু মিত্রতা। ৬১।

তোমার শত্রু হয় হো'ক্ কেউ
তুমি কা'রো শত্রু নও,
আপদ্-বিপদ্ ঠেকিয়ে চ'লো,
বিশেষ স্থলে বিশেষ বও। ৬২।

কেউ তোর শত্রু হয় তো হো'ক্ না
ধৃতিচর্য্যা ছাড়িস্ না,
নিজেকে সামাল সদাই রাখিস্
তেমনি করবি রক্ষণা। ৬৩।

কমিয়ে দে তুই শক্ত কথা
হিতে নেহাৎ বলিস্ রে তা',
ফুল্লদীপী তুষ্টি-পোষণ
রাখুক ধ'রে তোর সততা। ৬৪।

তিক্ত কথা যে যেমন কো'ক
হৃদ্য-তেজাল উত্তর দিস্,
মর্ম্মে যেন দাগ র'য়ে যায়,—
নিষ্ঠারতি করে আশিস্। ৬৫।

তিক্ত ব্যবহার রুচ্য ক'রো
যেমনতর শুক্তো,
তা'তে কিন্তু ফলেই ভাল
ঝিনুকে যেমন মুক্তো। ৬৬।

অসৎ-কর্ম্মা যে যেমন হো'ক্
মিষ্টি বলা ছেড়ো না,
কানটি রেখো সব দিকেতে
সবা'কে কথা দিও না। ৬৭।

অসৎ-সনে মিশতে গেলে—
মিষ্টিমুখর আপ্যায়নে
ক্ষণেক মিশে দূরেই রাখিস্
শুভ-সন্দীপী সঞ্চারণে। ৬৮।

বিকৃতি সব কুড়িয়ে নিয়ে
বিষাক্ত কেন করবি সবায়?
বিষ যা'-কিছু নষ্ট ক'রে
উথ্‌লে তোল্ না অমর ধারায়। ৬৯।

আত্মস্বার্থে ভালবাসা
স্বার্থসিদ্ধিই যা'র প্রয়াস,
ধৃতিচর্য্যা করিস্ তা'দের,
করিস্ না সঙ্গে বসবাস। ৭০।

হিংসায় হিংসা বাড়ায়
প্রীতি বাড়ায় প্রীতি,
করবে যেমন পাবেও তেমন
এই সাধারণ রীতি। ৭১।

দোষের কথা বলতে হ'লেই
তিক্ত ক'রে নয়,
আদরমাখা অনুকম্পায়
ভিজিয়ে হৃদয়। ৭২।

সম্‌ঝে চল, ভেবে দেখ
কেমন চললে তুমি—
সার্থক হবে তোমার হৃদয়
সার্থক মাতৃভূমি। ৭৩।

কুৎসিতের পাল্টায় কুৎসিত হ'লে
কুৎসিতই মিলবে সোজা,
এমনতর চলায় চললে
হবেই কিন্তু নিজ-বোঝা। ৭৪।

ক্রোধীর সাথে ক্রোধ কর তো
বাড়বে ক্রোধের রোখ্,
কুভাষার উত্তরে কুভাষী হ'লে
জাগবে কু-এর ঝোঁক। ৭৫।

ক্রোধীর সাথে ক্রোধ কর তো
বাড়বে তোমার ক্রোধ,
রকম দেখে চলা-ফেরায়
চলবে নিয়ে বোধ। ৭৬।

ছোটর উত্তরে, ছোট ব্যাভারে
আস্‌লে ছোট কথা,
ছোটর মত স্বভাব হবে
আপ্‌সোস্‌ হবে বৃথা। ৭৭।

ছোট যা'রা নীচু যা'রা
নীচ ব্যাভারেই দাম্ভিক হয়,
উঁচুর জীবন এমনি গঠন
দুর্ব্যাভারেও পিষ্ট নয়। ৭৮।

শোনা-কথায় বেভুল হ'য়ে
বলিস্‌ নাকো কটু কথা,
জানিস্‌ যদি—শুদ্ধ করিস্‌
পারিস্‌ যত দিস্‌ না ব্যথা। ৭৯।

পিচ্ছিলতায় দৃষ্টি রেখে
উচ্ছলতায় চল্‌ অঢেল,
বিভব-বিতান ছেয়ে থাকুক
সব সাথে তোর রহুক মেল। ৮০।

অনাসৃষ্টি সৃজন ক'রে
ক্রুদ্ধ-কটু গঞ্জনায়
(তোয়) করলে দোষী, শিষ্ট করিস্‌
স্নিগ্ধ-কঠোর রঞ্জনায়। ৮১।

প্রতিধ্বনির মতই জানিস্
আচার-ব্যবহার-কথাবার্ত্তা,
করবে যেমন পাবে তেমন
ঐ তো প্রতিষ্ঠাপন-কর্ত্তা। ৮২।

এক লহমার আবেগভরা
ধৃতি-উচ্ছল উন্মাদনা,
কেন্দ্রিকতায় অটল চলায়
আনেই দৃপ্ত সম্বর্দ্ধনা। ৮৩।

সবাকে তুই চলবি বেঁধে
বান্ধবতার বন্ধনে—
নিজেকে তুই ক'রে পূত
সত্তাচর্য্যা-চন্দনে। ৮৪।

তুষ্ট, রুষ্ট, সুষ্ঠু যেমন
পরিবেশে তোমার তুমি,
সেইটি জেনো শুভাশুভের
অঙ্কুরণী বিশদ-ভূমি। ৮৫।

সত্তা-ধৃতি বজায় রেখে
সম্বর্দ্ধনার অভিযানে,
চলতে থাকিস্ সেই আচারে
স্বস্তি পুষে' আপন প্রাণে। ৮৬।

বিচ্ছুরিত উর্জ্জী কথায়
কৃতিমুখর নন্দনায়,
যুক্তিযোগে বলিস্-করিস্
বাড়বি শুভ বন্দনায়। ৮৭।

চর্য্যা-ব্যবহার প্রথম সাধন
বোধন যা'তে হয় জানার,
চলন-ফেরন ধী-দীপনায়
শুদ্ধ করিস্ তোর ব্যবহার। ৮৮।

চাল-চলনে থাকলে শুভ
শুভই আসে প্রায়,
অশুভটির একটু হানায়
সেটিও ভাঙ্গ্‌তে চায়। ৮৯।

ঊর্জ্জীতেজা চলায়-বলায়
সকল হৃদয় মুগ্ধ কর,
বজ্র-কঠোর চর্য্যারাগে
অসৎ হ'তে তুলে ধর। ৯০।

কথা, কাজ ও ব্যবহার যেথা
যেমনতর সমীচীন,
তেমনি ক'রে চলিস্ ও তুই
থাকিস্ নাকো তা'তে দীন। ৯১।

চলায়-বলায় চলছ যেমন
পাবেই তুমি সেই মতন,
ভাল চলা ভালই আনে
মন্দ আনে কুচলন। ৯২।

কথায়-কাজে মিতালি
(আর) বিনয়ভরা আপ্যায়ন,
শুভঙ্কর অনুচলনে
আসে জীবনে উন্নয়ন। ৯৩।

নিরেটভাবে বলল কথা
কাজে সেটা করল না,
ব্যক্তিত্ব তা'র ধৃষ্ট-বাতুল
নিষ্ঠাস্রোতে চলল না। ৯৪।

সাফ থাকিস্ তুই করায়-বলায়
চলনচর্য্যা-আচরণে,
তৃপণদীপী উন্মাদনায়
সটান চলিস্ সেই টানে। ৯৫।

তৃপ্তি-ভরা ভাবনা ভাবিস্
চলিস্-ফিরিস্ তৃপণতালে,
খাল-ডোবা সব ভরিয়ে দিয়ে
চল্ ওরে চল্ দীপন দোলে। ৯৬।

জীবন-দোলন দ্যুতি তোমার
চর্য্যাবিভোর ব্যবহার,
সুচারুতে অর্থ গেঁথে
করুক বোধের সমাহার। ৯৭।

(শুধু) ভর্ৎসনাতেই দোষের কিন্তু
হয় না কিছু নিরসন,
প্রীতির পথে জাগালে বিবেক
করে প্রায়ই তা'র নিয়মন। ৯৮।

শুভর পথে সুনিয়ন্ত্রণ
তা'কেই জেনো শাসন বলে,
শিষ্টাচারে সৎ-দীপনা
ফুটেই থাকে শাসন-ফলে। ৯৯।

চাল-চলনটি এমনি করিস্
অন্যে দেখলে যা',
অসৎ-বৃত্তি ক'রে নিয়মন
হ'য়ে ওঠে তাজা। ১০০।

চাস্ নে কিছু লোকের কাছে
স্বার্থবাজির লোভ-লালসে,
পারগতায় যা' জোটে দিস্
নিস্ যা' দেয় সে ভালবেসে। ১০১।

যেখানেই কেন থাকিস্ না তুই
হো'স্ নাকো ভার কোনকালে,
যা'র বাড়ীতেই যাস্ না কেন
রাখিস্ তা'দের তৃপণ-তালে। ১০২।

অন্যকে যদি পুষিয়ে না দাও
কৃতি-চর্য্যার উর্জ্জনায়,
তোমায় পোষাতে পারবে কি তা'রা
ধৃতি-দীপ্তির সর্জ্জনায়? ১০৩।

জীবন-স্বার্থ যা'রা রে তোর
স্বার্থলোভে তাড়িয়ে দিয়ে,
ভাব্‌ছিস্ হবে স্বার্থসিদ্ধি
বিভব-বৃদ্ধির মূল হারিয়ে? ১০৪।

কৃতজ্ঞতা যেথায় থাকে
সুষ্ঠু-চর্য্যী ব্যবহার,
প্রীতির আবেগ উছল হ'য়ে
প্রাজ্ঞদীপন আসেই তা'র। ১০৫।

কেউ যদি কিছু দেয়ই তোমায়
তুমিও দিও সাধ্যমতন,
পরিচর্য্যা দেওয়া-নেওয়ায়
বৃদ্ধিই পাবে, করবে যেমন। ১০৬।

স্বস্তিহারা করবি যা'কে
শাস্তিও র'বে তেমনি মজুত,
স্বস্তিচর্য্যা এমনি করিস্
দেখিস্ না রয় একটু খুঁত। ১০৭।

সব সময়ে সাবধান থাকিস্—
ব্যবহারের বিড়ম্বনা
সতর্কতা উপ্‌চে যেন
বিকৃত কাউকে করে না। ১০৮।

নিষ্ঠা যা'দের ছেঁড়া-ছুটো
প্রীতিও তা'দের আবিল হয়,
নিদেশ-পালন প্রয়োজন-পূরণ
করায়ও তা'দের হয় ব্যত্যয়। ১০৯।

চলন-বলন হবে কেমন
নিও সুঠিক ক'রে,
লোক-হৃদয় গলিয়ে দিও
সার্থকতায় ভ'রে। ১১০।

ব্যবহারে লুকিয়ে থাকে
কেমনতর কী মেক্‌দার,
কৃতি-চলনে কেমন তুমি,
কর্ম্মে স্বরূপ কেমন তোমার! ১১১।

তোর জীবনকে যেমন দেখিস্
অন্যের বেলায়ও দেখিস্ তা'ই,
জীবন-চর্য্যায় হ'য়ে বিজ্ঞ
দূর ক'রে দে অসৎ-বালাই। ১১২।

জীবনটাকে ভালবাসিস্
ভালও লাগে ভাবতে তা',
ঠিকই জানিস্ অন্যেও কিন্তু
নিজের বেলায় ভাবে তা'। ১১৩।

তুমি মিষ্টি কতখানি
জ্ঞানদীপ্ত কতটুক,
লোকে কেমন ভালবাসে
সেটি কিন্তু জানার তুক্। ১১৪।

অন্তরে যদি ব্যথাই লাগে—
সক্রিয় সহানুভূতি আছে যা'র,
তাহার সাথে ব'সো-ব'লো
বিহিত ক'রো সেই ব্যথার। ১১৫।

সম্ভ্রম-শিষ্ট দূরেই থেকো
গুরুজনা হ'তে,
অশিষ্ট-ব্যত্যয়ী হ'য়ো নাকো—
দেখো কোনমতে। ১১৬।

বড়র প্রতি শ্রদ্ধানতি
ছোটর প্রতি স্নেহ,
যেই হারালি অমনি রে তোর
রইলো না আর কেহ। ১১৭।

কোথায় কেমন চলতে হবে
বলতে হবে কী কোথায়,
করতে হবে কেমনতর—
দেখেই হিসাব করিস্ সেথায়। ১১৮।

বাস্তবতায় মিলিয়ে দেখিস্
মিল খায় কা'র সাথে,
করতে হ'লে করিস্ তেমনি
চ'লে সেম্‌নি পথে। ১১৯।

যা'কে যেমন বলতে হয়
করতে হয় যা' যেমনতর,
হিসাব ক'রে করিস্-বলিস্
সাবধান থেকে তেমনতর। ১২০।

করলে-বললে যেমন—কা'রো
কষ্ট কিংবা ক্রোধ হয়,
ক'রো-ব'লো হিসাব ক'রে
নয়তো তাহা ভালই নয়। ১২১।

কেমন কথায়, কেমন করায়
স্বস্তি পায় কে কত,
লক্ষ্য রেখে করবি রে তা'ই
যেমন পারিস্ যত। ১২২।

যেখানে যা'র যেমন লাগে
তেমনি ব্যবস্থিতি,
স্মরণ ক'রে আগেই তাহার
ক'রে নিও মিতি। ১২৩।

কী অবস্থায় কোন্ সংঘাতে
কখন কেমন লাগে তোমার,
বোধ-বিবেকে রেখে সে-সব
কেমন লাগে কা'র ক'রো বিচার! ১২৪।

খাওয়া-দাওয়া, চলা-বলা
বিবেক-সহ দেখে নিস্,
যে জায়গাতে যেমন খাটে
তেমনতরই ক'রে চলিস্। ১২৫।

ব্যবহার আর চাল-চলনটি
শিষ্ট-সুন্দর যদিও হয়,
ক্ষিপ্র-কুশল বুদ্ধিমত্তা
বিনে কিন্তু সার্থক নয়। ১২৬।

মুকুরের যত বেতাল গঠন
ঘটায় ব্যতিক্রম প্রতিবিম্বের,
তোমার ভাবে ভাবিত ক'রে
বিন্যাস কর ঐ মুকুরের। ১২৭।

নিগ্রহেরই ডামাডোলে
ব্যাপৃত হ'তে বাধ্য করিস্,
ব্যবহার তোর এমনতরই
ভাগ্যকে তোর পায়ে দলিস্। ১২৮।

আপদ্-বিপদ্ অপমানে তোর
প্রতিরোধে শক্ত হ'য়ে,
দাঁড়ান যাঁ'রা, তাঁ'দের তরেও
করবি তেমন হৃদয়-দিয়ে। ১২৯।

তোমার কষ্টের সুবিধা নিয়ে
　　স্বার্থ বাড়ায় যে-জন নিজের,
সাবধানে থেকো তা'-হ'তে তুমি
　　নষ্ট না হয় তোমার কাজের। ১৩০।

স্ত্রীর কাছে নয় শিষ্ট-স্বাধীন
　　সন্তানের কাছে তাচ্ছিল্য পায়,
ব্যবহার-অনভিজ্ঞ এমন ব্যক্তির
　　মনঃকষ্ট হয় পায়-পায়। ১৩১।

কা'র উপর তোর কী ধারণা
　　কথায়-কাজে-ব্যবহারে,
সাবধান হ'বি বুঝলে খারাপ
　　করবি ইঙ্গিত যা'তে সারে। ১৩২।

দেনেওয়ালা যে-জন তোমার
　　পানেওয়ালা তাঁ'র তুমি,
আচার-ব্যাভার-ঊর্জ্জনাকে
　　রাখবে তাঁহার তৃপ্তিভূমি। ১৩৩।

কৃতিদীপন আলোক-ছটা
　　সমাধানী দীপ্তি নিয়ে,
সবার জীবন আলো করুক
　　বাঁচা-বাড়ার দ্যুতি দিয়ে ;
উজ্জীবনের উৎসর্জ্জনা
　　উৎকর্ষণের উচ্ছলায়,
খরস্রোতা চলল যে ঐ
　　উদ্দীপনার সচ্ছলায়। ১৩৪।

তোর গৌরবে গৌরবান্বিত
জানবি যত হবে লোকে,
দীপন-দ্যোতন পেয়ে তা'রা
উৎসারিত করবে তোকে। ১৩৫।

ছেলেপুলে আত্মীয়-স্বজন
নিজের বাড়ীর পরিবার,
পারস্পরিক বাঁধনে আন্
তৃপণ-দ্যুতি বুকে সবার। ১৩৬।

বিনায়নী অভ্যাস তোমার
কাজে-কর্ম্মে সদাচারে,
দেখলে জেনো ধ'রেই থাকে
তোমার সকল পরিবারে। ১৩৭।

জীবনদীপ্তি শুভ হ'লেই
তৃপ্তি আনে অনেকের,
তা' হ'তে আবার চারিয়ে চলে
ক্রমে-ক্রমে সকলের। ১৩৮।

সাপের মুখের খুলতে যে বিষ
ধূর্ত্ত বেদে হ'তে হয়,
ইষ্টনিষ্ঠ-চালে পাকা
নইলে সে তো বেদেই নয়। ১৩৯।

ভাব-অভিব্যক্তি দেখবি কেমন,
দেখবি কেমন অন্তর-টান,

সেই হিসাবে ব্যবহার করিস্
নিয়ে অমন তীক্ষ্ণ জ্ঞান। ১৪০।

সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব কিন্তু
সবার সাথেই রাখা ভাল,
ঋত্বিক্, ইষ্টভ্রাতা যা'রা
তা'দের সাথেও তেমনি চ'লো। ১৪১।

শিষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য,
কৃতিসম্বেগ, সৎস্বভাব,
যা'দের যেমন দেখবে তেমন
তা'দের সাথে রাখবে ভাব। ১৪২।

মিতি চলায় চল তুমি
শিবসুন্দর সাজে,
তৃপ্তিভরা সম্ভার নিয়ে
চল প্রতিকাজে। ১৪৩।

সত্য বল প্রিয় ক'রে
অনুকম্পী রাগে,
অপ্রিয় সত্য ব'লে কেন
পড়বে দোষের ভাগে? ১৪৪।

অপ্রিয় সত্য বলতে হ'লেও
সুধী-সুন্দর ভাবে,
ব'লো সেটা, বললে কিন্তু
শুভই তা'তে হবে,
তাই ব'লে ব'লো না কভু
অসত্য প্রিয়ভাবে। ১৪৫।

অভিমানের ধার ধেরো না
হৃদ্য কথা ব'লো,
দরদভরা ব্যবহারে
সবারে নিয়ে চ'লো;
শাসন-তোষণ যা'য় কর না
হৃদ্যভাবে ক'রো,
তর্পণাতে এমনি-ভাবে
উন্নতিতে ধ'রো;
সাধ্যেতে যা' কুলায় তোমার
অবস্থা যা' বলে,
সেই চলনে চ'লো তুমি
যা'তে জীবন জ্বলে;
সবার জীবন ঐ ধরণেই
চলতে পারে যা'তে,
এমন ধান্ধা সদাই রেখো
বিবেচনার সাথে। ১৪৬।

যে-ই যা' বলুক তোমার কাছে
যেমন চলায় চলুক না,
প্রীতির তাকে সবায় দিও
প্রীতিমাখা বর্দ্ধনা;
সত্য-মিথ্যা যা'ই বলুক যে
বলতে দিও সবটুকু তা'য়,
ঘুরিয়ে দিও সতের দিকে
হৃদ্য তোমার বিহিত কথায়;
ইষ্টদাঁড়া ঠিক রাখিও
তা'কেই ক'রো বন্দনা,

ঐ পথেতে যেমন পার
 ক'রো সবার নন্দনা ;
মঙ্গল-ঘট তুমিই সবার
 তুমিই প্রীতির অর্চ্চনা,
হৃদয়মাঝে বুঝুক সবাই
 তুমিই শুভের মূর্চ্ছনা। ১৪৭।

চরিত্র

জন্ম যেমন দক্ষও তেমনি—
দীক্ষানুশীলন যেমন যা'র,
নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতির
আবেগ যেমন, যেমন ধার। ১।

চরিত্রটির যেমন জেল্লা
থাকবে তুমি তেমনি হ'য়ে,
অন্তরে তোমার যে-বোধ আছে
তা'ই চরিত্র নেবে ব'য়ে। ২।

গুণগুলি তোর সমঞ্জসায়
স্বভাবটাকে করলে আলো,
চরিত্র আর চলা-বলা
সবারই যে লাগে ভালো। ৩।

নির্ব্বাসিত কত তুমি
গুণ-চরিত্র-জ্ঞান-সম্পদে,—
বংশ, বৃত্তি, গুণী চলন
ডুব্‌লো কত মত্ত মদে। ৪।

সাধু-সঙ্গে যতই থাক
অসৎ-বুদ্ধির প্রতিষ্ঠায়,
চেষ্টা তোমার চেষ্টাই হবে
কৃতিও যাবে ব্যর্থতায়। ৫।

চেয়ে নেওয়ায় যা'দের লজ্জা
চুরি করায় লজ্জা নেই,
এমন লোককে জেনে রাখিস্
অসৎ পথের পথিক সেই। ৬।

লোভানির এক হুম্‌কি দিয়ে
কুলাচার আর নিষ্ঠার প্রভাব
ভাঙ্গে যা'দের, ঠিকই জানিস্—
অমনতরই খিন্ন স্বভাব। ৭।

বাঁচার ইচ্ছায় জাগ্রত নয়—
ধৃতি-কৃতি তা'র তেমন দীন,
স্বস্তি-আচরণে সত্তা-নিয়োজনে
নীতি-বিধি-রীতি তেমনি হীন। ৮।

কথায়-কাজে নেইকো মিলন
নেওয়া ছাড়া দেওয়া নাই,
চর্য্যাহারা এমন যারা
বেড়ায় নিয়ে হামবড়াই। ৯।

কৃতঘ্ন আর বিশ্বাসঘাতক,
কথায়-কাজে নাইকো মিল,
এমনতর দেখবে যা'দের—
বিশ্বাসের নয় একটি তিল। ১০।

নিরেটভাবে বল্‌ল কথা
কাজে সেটা করল না,
ব্যক্তিত্ব তা'র ধৃষ্ট-বাতুল
নিষ্ঠাস্রোতে চল্‌ল না। ১১।

অবিশ্বস্তি অন্তরে যা'র—
তলিয়ে দেখতে পারে না,
ভালমন্দ বিনিয়ে দেখে
সঙ্গতি আনা বোঝে না। ১২।

সন্দিগ্ধ যা'র মন—
নিষ্ঠা সেথায় উলট্-পালট্,
সন্দেহ অনুক্ষণ। ১৩।

বিবেকহারা যুক্তিবাদী
নয়কো শিষ্ট, হয় প্রমাদী। ১৪।

বিনা আদর-আপ্যায়ন
ঠিক কিংবা হো'ক্ বেঠিক্,
তোয়াজ ছাড়া লাগে না ভাল—
বেঠিক্ তা'দের অন্তর-নিক্। ১৫।

ভাল লাগে যেটাই যেমন
বিশ্বস্তিহীন তেমনি চলে,
ভালকে মন্দ, মন্দকে ভাল
যেমন বোঝে তেমনি বলে। ১৬।

ভালই করুক মন্দই করুক
দলে র'তে চায় প্রায় জনা,
কুৎসিতের দল ভারী হ'লেই
গঞ্জনারই হয় বন্দনা। ১৭।

অনুগতি নাইকো যা'দের,
অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠাহারা,

আত্মস্বার্থেই পটু তা'রা
বিশ্বাসঘাতক তা'দের ধারা। ১৮।

আনুগত্য-কৃতি সহ
একাগ্র যা'রা নয়,
ধাপ্পাবাজ জোচ্চোর আর
ভণ্ড তা'রাই হয়। ১৯।

কৃতঘ্নতা থাকলে সত্তায়
ব'র্ত্তে থাকে চরিত্রে,
অহংস্বার্থে ব্যাঘাত হ'লেই
উপ্‌চে ওঠে ব্যবহারে। ২০।

অশিষ্ট-অশ্লীল কথা-ব্যবহার
মুখর-স্বভাব যা'রাই হয়,
দুষ্ট ব্যবহার নিন্দাবাদে
ঠাট্টা নিয়ে তা'রাই ধায়। ২১।

অস্তি-অবোধ নিষ্ঠাহারা
যা'রাই চলে মিথ্যা নিয়ে,
ঐ ঝোঁকেতেই চলতে থাকে
বৃত্তিস্বার্থে অটুট হ'য়ে। ২২।

যতই ভাল যা'কে বল
সে যদি না শোনে-করে,
রুখ্‌বে তা'কে কোন্ জগদীশ—
রাখ্‌বে কে তা'য় শুভে ধ'রে? ২৩।

ধরতে চায় না, বুঝতে চায় না,
করতে চায় না যা'রা,

বিচ্ছিন্ন হয় গতি তা'দের—
চলন বিবেকহারা। ২৪।

অবিবেকী চাল-চলনে
অসঙ্গতির উচ্ছৃঙ্খলায়,
অসূয়াসিদ্ধ পণ্ড মানুষ
ভণ্ড তালেই জেগে রয়। ২৫।

ঐতিহ্য আর সৎ-আচারে
ব্যতিক্রমী যা'রাই হয়,
ব্যতিক্রমী উতাল তালে
নষ্টে তা'রা পায়ই লয়। ২৬।

দুষ্ট কর্ম্ম যা'রাই করে
ভাল কথায়ও চ'টেই লাল,
হয়ই যা'রা এমন বাঁকা
অসৎ তা'দের জীবন-জাঙ্গাল। ২৭।

লুব্ধ-কুটিল বুদ্ধি যা'দের
লোককে দিতে কমই পারে,
স্বার্থসেবাই মুখ্য তা'দের—
চর্য্যার ধার কমই ধারে। ২৮।

বীক্ষণা যা'র কৃতিহারা
চর্য্যাহারা চলন,
নিষ্ঠা যে তা'র দ্যুতিহারা,
হয় সে দুঃখপ্রবণ। ২৯।

গুরু-গৌরব হৃদয়ে যাহার
আত্মসম্মান তেমনতর,

নীচুতে আত্মসমর্পিত—
হয় কি সে-জন এমনতর? ৩০।

একের মন্দ ব'লে-ক'য়ে
অন্যের করে সুখ্যাতি,
মন্দটাকে করতে গাঢ়
মন্দেই হয় তা'র গতি। ৩১।

নিন্দেই কেবল করে যা'রা
ভাল কা'রো দেখেই না,
অন্তরই তা'র মন্দ বুঝিস্
সৎ-সুখ্যাতি করেই না। ৩২।

শ্রেয়কে যে অবজ্ঞা করে
আত্ম-গরিমাই শ্রেষ্ঠ যা'র—
আত্মশ্লাঘাই প্রেষ্ঠ তাহার,
নষ্ট বিভব সততার। ৩৩।

অন্যের দোষ ব'লে-ক'য়ে
নিজের খ্যাতি নিজেই গায়,
খ্যাতির লোভে সব করে সে
খ্যাতির দায়ে অসৎ হয়। ৩৪।

ধৃষ্ট অহং দৃপ্ত যাহার
তৃপ্ত আত্মগরিমায়,
নিজের খ্যাতি নাই যেখানে—
তা'র হৃদয় কি তাঁ'কে চায়? ৩৫।

জীবন-ধারার প্রস্রবণটি
নয়কো যা'দের সঙ্গতিশীল,

অহঙ্কার আর বদ্‌রাগী ভাব
হয় কি তা'দের কভু শিথিল? ৩৬।

দাবীর তোড়ে মান-মর্য্যাদা
নিয়ে হ'তে চায় সিদ্ধকাম,
কৃতিহারা এমন তা'দের
ভাগ্যদেবী হনই বাম। ৩৭।

নিজের বাহবা নিজেই গেয়ে
ভ্রান্ত করে সব জনে—
এমন তা'দের নজর রেখে
চ'লো কিন্তু সাবধানে। ৩৮।

জাহান্নমে যাক্ ব্যক্তিত্বটা,
নষ্ট-ভ্রষ্ট হো'ক্ না যা'ই—
স্বার্থবাদীর চাল এমনই
ঐ স্বার্থেই ব্যস্ত সদাই। ৩৯।

বিনয়বিহীন হামবড়াই
স্বার্থলোভী অহং হ'লে,
হামবড়াইয়ের উত্তেজনায়
নিষ্ঠা-চর্য্যা হারিয়ে ফেলে। ৪০।

অহঙ্কারী যে গর্ব্বিত যে
আত্মম্ভরী হামবড়ায়ে—
অশিষ্ট তা'র অনুচলন,
স্বার্থ-অন্ধ সব বিষয়ে। ৪১।

মর্য্যাদাহীন যেমন যে-জন
ব্যক্তিত্বেরই সত্তাটায়,

পরিবেশও তেমনতরই
অমনি কুটিল মর্য্যাদা দেয়। ৪২।

অন্তরেতে কূটভরা যা'র
ভাল বললেও বোঝে কূট,
যতই ভাল কর নাকো তা'র
বুঝেই থাকে সবই ঝুট। ৪৩।

অসৎ স্বভাব মর্য্যাদা পেলে
আস্কারা কিন্তু তা'তেই পায়,
স্বার্থসহ সংঘাত হ'লে
তা'রা কিন্তু অসতে ধায়। ৪৪।

অন্তর-চাহিদায় একটি রকম
বাইরে বিকাশ অন্য,
ভণ্ডগতি নিয়েই তা'রা
চায়ই হ'তে ধন্য। ৪৫।

আত্মমর্য্যাদা নাইকো যা'দের
ব্যক্তিত্বটা বিশৃঙ্খল,
ব্যক্তিত্বেরও ধৃতি সেথায়
করেই জানিস্ টলমল। ৪৬।

আত্মমর্য্যাদা নাইকো যা'দের
নাইকো সতের ঊর্জ্জনা,
ব্যর্থ মানুষ তা'কেই জানিস্,
মর্য্যাদা শুধু জল্পনা। ৪৭।

ভাল দেখে যা'র নাইকো প্রত্যয়
বদ্‌মনা তুই তা'কেই জানিস্,

যতই করুক তেমন জনা—
কুৎসিতত্ব আছেই মানিস্। ৪৮।

মধুমক্ষী মধুই আনে
খেয়ে বেড়ায় ভ্রমর,
গুব্‌রে পোকা গোবরেই থাকে
পছন্দও করে গোবর। ৪৯।

নীচের সাথে গতি যা'দের
নীচতা যা'দের লাগে ভাল,
দুর্ম্মতি যা'দের এমনতর
ভালই লাগে আঁধার-কালো। ৫০।

নীচমনা ছোট যা'রা
স্বার্থেই তা'রা লুব্ধ হয়,
উন্নতদের দৃষ্টি প্রায়ই
প্রেষ্ঠচর্য্যায় মত্ত রয়। ৫১।

শ্রেয়নিষ্ঠা ব্যতিক্রমদুষ্ট
বিপর্য্যয়ে চলে যা'রা,
একটুখানি বেফাঁস হ'লেই
ধাক্কা খেয়ে পড়ে তা'রা। ৫২।

দ্যুতিহারা শ্রেয়নিষ্ঠা
অনুগতি অবশ-অলস,
সম্বেগহারা কৃতি নিয়ে রয়
নিদেশ-পালায় রয়ই বিবশ;
এমন যা'দের দেখতে পাবি—
স্বার্থপর ও নিষ্ঠাহারা,

ইষ্টসান্নিধ্য হাজারই পা'ক্
হওয়া-পাওয়ায় বঞ্চিত তা'রা। ৫৩।

প্রীতির ভাবে নাই পরাক্রম
নাইকো আনুগত্য-কৃতি,
নাই যেথা একনিষ্ঠ প্রাণ,
নাইকো দীপ্ত বোধ ও ধৃতি,
নাইকো শ্রদ্ধা, নাইকো ভক্তি,
নাইকো নিষ্ঠা-অনুকম্পা,
আস্থা কিন্তু রেখো না তা'য়
মিথ্যা চটুল জগঝম্পা। ৫৪।

অনুগ্রহ-অবদানকে উপেক্ষা ক'রে
স্বার্থগীতি যা'রাই গায়,
কুটিল বাঁকে পাওয়ার কথাই
বলেই যা'রা লাঞ্ছনায়,—
নীচ-হৃদয়ই অমনি করে,
স্বার্থ-বাঁকটি অমনি ধরে,
অকৃতজ্ঞ অনুচলনে
ব্যক্তিত্বটা তা'দের ধায়। ৫৫।

তোমার ব্যথার উদ্বেলনে
সক্রিয় নয় করতে বিধান
স্বতঃস্বেচ্ছ উন্মাদনায়,—
সে বান্ধবতার নাইকো প্রাণ। ৫৬।

মুদ্রাস্বার্থী আত্মীয়তা
শয়তানেরই সে বসতা। ৫৭।

বান্ধবতায় দাগাবাজি
করে কারসাজি নানারকম,—
ব্যাধিদুষ্ট অন্তরেরই
জানিস্ এটা কুটিল ধরণ। ৫৮।

দরদবিহীন ব্যর্থ বান্ধব—
বসবাস যা'র নিয়ে তা'দের,
ব্যর্থই তা'র জীবন-চলনা
সঙ্গ ক'রে সে বান্ধবের। ৫৯।

অশিষ্ট যা'দের সহানুভূতি
তোমার ব্যথা লাগে না বুকে,
সহানুভূতি নাইকো তা'দের—
তোমার ব্যথায়ও থাকে সুখে। ৬০।

স্বার্থনিপট কুটিল লোভে
সখ্য কি হয় কোনকালে?
লুব্ধলোলুপ চলায়-বলায়
ব্যর্থতা আসে স্বতঃচালে;
বৃত্তিলোভী ভ্রান্ত পাগল
কান্তা হওয়া তা'র কি সাজে?
স্বার্থলোভে সব হারাবি
হ'বি ভূয়ো, হ'বি বাজে। ৬১।

দরদী তোমার যে যতই হো'ক্
স্বস্তি দিতে যদি না-ই পারে,
দরদ তা'দের কেমনতর
ব্যথার ধার যদি না-ই ধারে? ৬২।

শিষ্ট-সাধু সহানুভূতি
ব্যক্তিত্বে যা'দের অটুট রয়,
বীর্য্য থাকে তা'দের বুকে
ব্যথাকে তা'রা করেই জয়। ৬৩।

তোমাকে বাঁচিয়ে বাঁচতে যে চায়
প্রীতি আছে তা'র প্রাণে,
তোমাকে দিয়ে খুশি যে হয়
পেয়েও খুশি সেই টানে। ৬৪।

ব্যতিক্রমদুষ্ট জীবন হ'লে
সার্থকতার রয় না বোধ,
নেওয়া-দেওয়ার অর্থই সেথা
হ'য়ে থাকে স্বতঃই রোধ। ৬৫।

শিষ্ট নিয়ন্ত্রণে আন
ব্যক্তিত্বটার উৎসর্জ্জনা,
অনুশীলনে আন অটুট
পরাক্রমী সংবর্দ্ধনা। ৬৬।

ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'লেই কিন্তু
সংস্কার-সম্বেগ দুষ্ট হয়,
ব্যক্তিত্বটাও অমন স্থলে
তেমনতরই মুষড়ে যায়। ৬৭।

দেওয়া-থোওয়া ভালবাসা
যেমন পারিস্ লাখ করিস্ না,
কৃতঘ্ন যে অশিষ্ট যে
দেবেই ঘৃণ্য কু-লাঞ্ছনা। ৬৮।

করতে করতে অভ্যাস আসে
ধী-ও জাগে তেম্‌নি,
অমন কৃতিই প্রকৃতি হয়
চলনও হয় সেম্‌নি। ৬৯।

সু-অভ্যাসে সুপ্রকৃতি
কু-অভ্যাসে কু,
কু-প্রকৃতি কু-ই ডাকে
শুভই ডাকে সু। ৭০।

কৃতি-ধৃতির প্রজ্ঞা যখন
ইষ্টার্থে হয় বিনায়িত,
প্রাজ্ঞ-চেতন-সত্তা হ'য়ে
জীবনটাও হয় নিয়ন্ত্রিত। ৭১।

আজগবী বকা যা'রাই বকে
কৃতি-কৌশলের ধারে না ধার,—
ঠকার ওটা বড় লক্ষণ,
দুর্দ্দশায় প্রায় পায় না পার। ৭২।

কৃতজ্ঞতার আবেগে যে
পাওয়ায় স্বীকার করে না,
কিংবা উচ্ছ্বসিতভাবে
দাতার কথা বলে না,
জটিল খলের স্বভাব যাহার
লুকিয়ে থাকে অন্তরে—
প্রায়ই জানিস্‌ কপট সে-জন
স্বার্থলোভে ঘোরে-ফেরে। ৭৩।

প্রিয়'র কাছে গোপন ক'রে
বাইরে রটায় বাজিয়ে ঢোল,
এমনতর দেখলে বুঝিস্
অন্তরে তা'র দুষ্ট গোল। ৭৪।

নিজের মুখে আপন খ্যাতি
যা'রাই করে বেশী যত,
চরিত্রটার খাঁকতিও বুঝো—
সে-ব্যক্তিত্বে বেশী তত। ৭৫।

উর্জ্জনাহীন সত্তা যা'দের
হৃদয়ভরা দুর্ব্বলতা,
নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য
কৃতিসম্বেগ কমই যেথা,
শরীরও তা'দের যায় না ভাল,
পারায় কমই সফলতা। ৭৬।

অসৎ-বর্দ্ধনার ইন্ধন যা'রা—
সৎ-সতীর যতই করুক ভান,
নষ্ট-ভ্রষ্ট বিশৃঙ্খলার
তা'রাই দৃপ্ত অভিযান। ৭৭।

শ্রেষ্ঠনিষ্ঠা, আনুগত্য,
কৃতিসম্বেগ হৃদয়ে যা'র,
অটুট হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে
বিশ্বস্ত মন জেনো তা'র। ৭৮।

অবিরলস্রোতা উৎসর্জ্জনা
নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি

যেথায় দীপ্ত চিরজাগ্রত—
সেই তো সবার জীবন-ধৃতি। ৭৯।

কৃতিদীপ্ত দরদী যে
অনুকম্পী বোধবিবেকী,
এমনতর লোকই জেনো
হয় দরদী সুধী-সম্বেগী ;
নির্ভরতার আসনই ঐ
কৃতিদীপ্ত মহান্ হৃদয়,
কৃতিতপা হয়ই যে-জন
প্রায় কাজেতেই লভে সে জয়। ৮০।

বিধানে যে রক্ত বয়
করতে সত্তাপোষণ,
সেইতো সক্রিয় অভিব্যক্তি
যে গুণে তা'র তোষণ,—
সেইটি হ'ল সত্তা-স্বভাব
রক্তে চলৎশীল,
ব্যক্তিত্বটা তা'তেই কিন্তু
তেমনি সাবলীল। ৮১।

তোমার স্বার্থই স্বার্থ যাহার
তোমার খোশেই খুশি,
দোষ বললে কেউ স্বতঃই ঢাকে,
করে না তোমায় দোষী,
কুড়িয়ে নিয়ে যা' পায় ভাল
তোমাকেই দিতে চায়,

তোমার ভাল যা'তে হবে
অটুট তা'তেই ধায়,
এমনতর দেখলে স্বভাব
ভাব আছে তা'র বুঝিস্,
সদ্-ব্যবহারী সন্দীপনায়
তা'কে শিষ্ট করিস্। ৮২।

বর্ণাশ্রম

জাতি, বর্ণ, গুণ ও কর্ম্ম
পাল্‌লে রাখে সত্তাধর্ম্ম। ১।

বর্ণ মানেই নয়কো রং
সাদা-কালো-পীতের মতন,
জীবনদ্যুতির স্রোত যেমনই
বর্ণটাও কিন্তু হয় তেমন। ২।

জীবনেরই স্পন্দন-বেগটা
নানা বেগে ছড়িয়ে পড়ে,
জন্মমতন উর্জ্জনা নিয়ে
কুলস্রোতা বর্ণ ধরে। ৩।

শিষ্টনিষ্ঠা, অনুগতি,
কৃতি-সম্বেগ থাকে যদি,
বর্ণানুগ বিভায় তা'রা
উপ্‌চে চলে নিরবধি। ৪।

জন্ম দিয়েই জাতি কিন্তু
জাতিতে রয় বর্ণবেগ,
যথাস্থানে যা'র নিয়োগে
বিস্তার পায় সত্তা-সম্বেগ। ৫।

জন্ম-দীপন-স্রোতের সাথে
জাতি-বর্ণের হয় উদয়,

ব্যতিক্রম হ'লেই কিন্তু
সাঙ্কর্য্যে বিপত্তি পায়। ৬।

জাতিবর্ণের তাৎপর্য্য যা'
গোড়াতেই কিন্তু শিষ্ট রয়,
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতির
শিষ্টাচারে বৃদ্ধি পায়। ৭।

জন্ম আনে জাতি কিন্তু
জাতিতে আসে বর্ণ,
বর্ণ আনে গুণ-এষণা
হো'ক্ না যতই দীর্ণ। ৮।

অন্বেষণ-প্রেরণা-কামনা কিন্তু
এষণারই আবেগ-দ্যুতি,
যেমন আবেগ তেমনি করণ
তেমনিই হয় অনুভূতি। ৯।

এষণা-সম্বেগ যেমনতর
বর্ণও কিন্তু তেমনি,
সংস্কারও তদনুগ
চ'লেও থাকে সেমনি। ১০।

বেকুব-জনেই বর্ণ মানে
রং ফলিয়ে কত বলে,
সত্তাতে তোর যা' আছে তা'
বাদ দিয়ে কি অস্তি চলে? ১১।

জীবনধারা খরস্রোতা—
তুল্য-সদৃশের মিলনে,

ধ্বনন-দীপ্তি পেয়ে আসেই
বর্ণানুগ জীবনে। ১২।

জাতি-বর্ণ-জন্ম-কর্ম্ম
যেমনতর সুষ্ঠু হয়,
সুষ্ঠু ধাঁজে সেও তেমনি
বৃদ্ধি কিন্তু পেতে চায়;
বর্ণানুগ প্রেরণা দিয়ে
তা'কে দীপন করবে যেমন,
তেমনতরই ব্যক্তিত্বটা
হ'য়ে উঠবে ব'য়ে জীবন। ১৩।

জন্ম নিলেই বর্ণ আসে
যোগসংস্থিতি যেমনতর,
ব্যতিক্রমে বর্ণ-বিভ্রাট
হ'য়ে ওঠে অমনি দড়। ১৪।

বর্ণে যা'দের খুঁত ঢুকেছে
চলনও তেমনি ব্যতিক্রমে,
সংঘাতদীর্ণ শঙ্কিত হ'য়ে
দুষ্ট তালে চলে ক্রমে। ১৫।

যে-বর্ণের যেমন আচার
অন্য বর্ণের ধৃতির প্রতি—
ভাঙ্গে যা'রা তা'রাই কিন্তু
পেয়েই থাকে দুর্গতি। ১৬।

দিব্য বর্ণে জন্ম যাহার
নিষ্ঠানুগত্য দিব্যস্রোতা,

দিব্য হ'য়েই বেড়ে ওঠে
দিব্য পথের হয় সে হোতা। ১৭।

জন্মানুগ বর্ণ ফোটে
গুণ-কর্ম্মও তেমনতর,
তেমনি ক'রে পোষণ দিলে
ব্যক্তিত্বও হয় তেমনি দড়। ১৮।

জন্ম হ'লেই জীবন ফোটে—
নিছক সত্য এটাও নয়,
জন্মানুগ বর্ণ ও গুণ
কর্ম্মচাষে উপজয়। ১৯।

জন্ম, গুণ আর কর্ম্ম নিয়ে
হয় সবারই আবির্ভাব,
জাতি-বর্ণ-গুণ যেমনই
জীবনেও তা'র সেই প্রভাব;
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি
তেমনতরই তা'র ফোটে,
সংস্কৃতির পরিচর্য্যায়
কৃতি-দীপনায় বেড়ে ওঠে। ২০।

চাল-চলন আর আচার-ব্যাভার
বর্ণানুগ শীলনিষ্ঠায়,
অনুগতির অনুক্রমে
উছল করিস্ কৃতিচর্য্যায়। ২১।

সত্তাপোষী ব্যবস্থিতি
জাতি-বর্ণে উছল রেখে—

ধৃতিচর্য্যায় ধরবি সবায়
পুণ্যকৃতি ক'রে তা'কে। ২২।

বৈশিষ্ট্য যদি যায়-ই ভেঙ্গে
তুইও যে রে ভাঙ্‌বি ঠিক,
ঊর্জ্জনাময় বাঁচা-বাড়া
পালিয়ে যাবে দিগ্‌বিদিক্। ২৩।

ভাল চাষে ভাল ফসল
মন্দ চাষে মন্দই প্রায়,
নিষ্ঠানুগতি-কৃতির চাষে
ফল কিন্তু শুভেই ধায়। ২৪।

ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'বি যদি
ভেঙ্গে যাবে গুণের তাল,
বিধির বিধি ছিট্‌কে যাবে
প্রমাদ সহ হ'বি বেহাল। ২৫।

আত্মম্ভরি অনুরাগে
করলে পূজা ব্যতিক্রমের,
বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক—
ধ্বংস আনে সব বিশেষের। ২৬।

কুটিল-কুৎসিত যা'ই আসুক না
মনের দরজায় রং-নাচনে,
বর্ণশুদ্ধি থাকলেই সে-সব
যায়ই উড়ে বেগ-বচনে। ২৭।

ব্যতিক্রমদুষ্ট কুলাচার আর
ব্যতিক্রমদুষ্ট যৌন-আচার,

সমাজেতে যতই হবে
ভাঙ্গবে শুদ্ধি বর্ণরেখার। ২৮।

ঐতিহ্যে নাই অটুট নিষ্ঠা
নাইকো নিষ্ঠা জাতিবর্ণের,
বিবাহে যা'দের ব্যতিক্রম-বুদ্ধি
শিষ্ট জনম নয়কো তা'দের। ২৯।

শিষ্ট-আচার নাই যাহাদের
নাইকো যা'দের কুলগৌরব,
ব্যতিক্রমী যা'দের নেশা—
আছে কি কুল? আছে রৌরব। ৩০।

ভাববৃত্তি রয় যেমন
চলছে নিয়ে যেমন ক্রম,—
মোটামুটি বর্ণ সেটা,
সত্তারও হয় তেমনি দম,
অল্প-অধিক যা'ই থাকুক না—
একজাতীয় হ'লে পরে
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিও
সেই রঙেতেই রং ধরে। ৩১।

পূর্ব্বপুরুষের জীবনধারা
যদি তোমাতে বইল না,
কোথায় তুমি—কে বা তোমার?
কুল-গৌরব রইল না। ৩২।

ঐতিহ্য আর যে-সংস্কারে
জন্ম যাহার হয় যেমন,

গুণ ও বর্ণের তদনুগ
কর্ষণে হয় উদ্ভবন;
ঐ ধারাটি বৈশিষ্ট্য হয়
শিষ্টাচরণ সব নিয়ে,
গুণকর্ম্মও তেমনি ফোটে
তেমনতরই পোষণ পেয়ে। ৩৩।

ব্যষ্টিগত বৈশিষ্ট্যকে
রাখতে যাহার যেমন লাগে,
তেমনতরই নিয়ে থাকে সে
দেয়ও ছেড়ে তেমনি ত্যাগে। ৩৪।

সংস্কারটির যেমন বিভা
যেমন আবেগ-বর্দ্ধনা,
জাতির বর্ণ নিয়ে চলে
সত্তায় যেমন বর্ত্তনা;
কৃতিও তা'র তেমনই হয়
বর্ণ-বিভব এই দিয়ে,
সুষ্ঠু তালে তেমনি চলে
করেও তেমনি ঝোঁক নিয়ে। ৩৫।

যে-সংস্কারে জন্ম যাহার
নিষ্ঠাও আসে তেমনি,
অনুগতি-কৃতি তেমনই হয়
নিয়োজনাও হয় সেমনি;
নিয়োগ-আবেগই বর্ণলক্ষণ
যা'তে মানুষ রঞ্জিত,
তেমনি কৃতি-জ্ঞানও আনে
ধী-তে থাকে পুঞ্জিত। ৩৬।

মিশ্র যেথায় দেখবে আকৃতি
আবেগ-রতির নিষ্ঠায়,
ছিন্ন-ভিন্ন মনন-স্রোতটি
নানাপ্রকার লিপ্সায় ;
মিশ্রবর্ণ অমনি ক'রেই
জ'ন্মে থাকে অমনি চলায়,
বলা-করা-চলা-ফেরায়
তেমনি চলে দোদুল দোলায় ;
ভাল চ'লেও ভাল ক'রেও
পারে না যেমন চলতে হয়,
তেষ্টা-মতন নিষ্ঠা তাহার
ভ্রান্ত-বেভুল হয়ই হয়। ৩৭।

জাতিবর্ণ উড়িয়ে দিলে
আবেগও হবে বিকৃত,
ধারণাও তা'র নানা রঙে
চলবে হ'য়ে রঞ্জিত ;
বাস্তবতার সূক্ষ্ম দৃষ্টি
কেমন ক'রে রইবে সেথা!
ভাব-অনুগ মানুষ হ'য়ে
চলতে থাকবে ক'রে যা'-তা' ;
অন্তর-ব্যাদান বিশ্লিষ্ট হ'য়ে
সঙ্কীর্ণ ধৃতি থাকবে হ'তে,
বৃত্তি-আবেগ বিশেষ হ'য়ে
চলবে কত ছিন্নমতে ;
দুটো লোকেরও মিল হবে না
রইবে নাকো এক মতে,

নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি
বাঁচবে না ভাঙাচোরা হ'তে। ৩৮।

জাতিবর্ণ রক্ষা ক'রে
শিষ্ট নীতি যা'রাই ধরে,
ধৃতিও থাকে তেমনি তা'র
বইতে হয় না বৈকল্য-ভার। ৩৯।

পরিশুদ্ধ সংস্কারের
সঙ্গতিশীল বর্ণরেখা,
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের
ব্যক্তিত্বতে যায়ই দেখা। ৪০।

বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের
বর্ণগত বিশেষ আচার,
রুদ্ধ ক'রে ভাঙ্গেই যে-জন
ব্যতিক্রমী সত্তা তা'র। ৪১

বিপ্র যদি জাগ্‌ত আবার
বিজয়গুরু মত্ততায়,
দেশটা কি আর চল্‌ত উধাও
সর্ব্বনাশা ব্যর্থতায়? ৪২।

ক্ষত্র যারা কায়েত হ'য়ে
চলছে বেভুল ঝিমিয়ে মাথা,
তা'রা যদি উঠত জেগে
চল্‌ত করা অসৎ যা' তা'? ৪৩।

বৈশ্য-বণিক বিশাল আয়ে
বিভব দেশে দিত যদি,

অভাব কি আর ঢুকত দেশে
হা-হুতাশে নিরবধি? ৪৪।

শূদ্র যদি শুচির গানে
সেবামুখর ধৃতিচর্য্যায়—
চল্‌ত, তবে রুখত কে তা'র
কৃতিমুখর কৃষ্টিসেবায়? ৪৫।

গার্হস্থ্যনীতি

স’য়ে-ব’য়ে চলতে থাক্,
এড়াবি অনেক বেতাল পাক। ১।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অত্যাচার
স্বামীতে স্ত্রীর নাই আবেগ,
ভাঙ্গন ধরে সেই পরিবারে
রয় না স্বস্তির শিষ্ট বেগ। ২।

আত্মস্বার্থ ছেড়ে দিয়ে
যা’রা তোমার আশ্রয় নেছে—
জীবনভরই থাকবে তা’রা,
থাকবে তা’রা ক’রে-বেঁচে। ৩।

সংসারই কিন্তু চালের খেলা
তাই তো সে রয় চির-চলন্ত,
শিষ্ট চালেই জীবন-বৃদ্ধি
চালের গুণেই জীবন হসন্ত। ৪।

বুঝে-সুঝে চলিস্-ফিরিস্
বলিস্-করিস্ তেমনি হ’য়ে,
ইষ্টতপা নিষ্ঠা নিয়ে
চল্ না জীবন অমনি ব’য়ে। ৫।

টলায়মান মতি যেথায়
আত্মমর্য্যাদা শিষ্ট নয়,

চলাফেরা-আত্মীয়তা
বুঝে করিস্, নয়তো ভয়। ৬।

এলোমেলো বিস্ফোরণায়
দীর্ণ ক'রে নিজের বুক,
নষ্ট হো'স্ নে নিজেও কভু
দিস্ নে ভেঙ্গে পরের সুখ। ৭।

অনুকম্পায় ক'বি কথা
ঝগড়া-ঝাঁটি যা'ই না হো'ক্,
ব্যবহারের দৈন্য যা'-সব
ফেরাবিই তা'র দুষ্ট ঝোঁক। ৮।

কুলোকের কেমন আধিপত্য
সৎলোকেরই বা কেমনতর,
সৎলোকের প্রাধান্য থাকলে
সেইটি জানিস্ শুভ, দড়। ৯।

পরিবেশ-পরিস্থিতি
সবার পক্ষেই প্রয়োজন,
ব্যষ্টি-সমষ্টি দুই হিসাবে
চর্য্যায় আনে সম্বর্দ্ধন। ১০।

মানুষ দেখলেই সব হ'ল না,
থাকে না মানুষ চিরকাল,
দেখে-শুনে বুঝে-সুঝে
দেখ—বাড়াও জীবনকাল। ১১।

জল-ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য কেমন
তরি-তরকারী ডাল আর ধান,

খতিয়ে নিয়ে এ সকলটি
দেখিস্ যোগ্য কিনা স্থান। ১২।

মাটির ভাণ্ডে দুইয়ে দুধ
মাটির ভাণ্ডে রেখে
মাটির ভাণ্ডে জ্বাল দিও তা'
সাবধানেতে দেখে;
মাটির ভাণ্ডেই মথন ক'রে
মাটির ভাণ্ডেই দিও জ্বাল,
সুপাক ক'রে দেখো দেখি
গন্ধে-বর্ণ ঘিয়ের তাল;
হেম মুখার্জ্জী ব'লে গেছে
এ-সব কথা আমার কাছে,
হয় কি না হয় ক'রে দেখ
কেমন ফলে তোমার কাছে। ১৩।

গৃহস্থদের বসতবাড়ী—
বিদ্যাস্থগুিল খেতাব দিয়ে,
বিদ্যার্জ্জনের কর্ ব্যবস্থা
কৃতিতপায় সব বিনিয়ে। ১৪।

শুন্‌বে কি? কথা রাখবে কি?
আবার বলি, শুনবে কি?
নিজ পরিবারের মেয়ে-পুরুষের
কুলপঞ্জী রাখ্‌বে কি?
তোমার ঘরের কোন্ মেয়ে
কোন্ পুরুষে বিয়ে দিয়ে

সন্ততি তা'র কেমন হয়—
খতিয়ে নিয়ে দেখ্‌বে কি?
নিছক বেকুব যদিও আমি
আমার কথা রাখ্‌বে কি?
শুধ্‌রে নিয়ে ভবিষ্যৎটা
ভাল'য় উছল করবে কি? ১৫।

অর্থনীতি

অর্থনীতির তুক্ হ'ল তাই
পারিবারিক নন্দনা,
নিখুঁত চলায় চালিয়ে সবায়
কৃষ্টিতে করে রঞ্জনা। ১।

অর্থশাস্ত্র লাগে কোথায়
সার্থকতা আনতে হ'লে?
সত্তাটাকে স্বস্থ রাখা—
অর্থটা রয় যাহার মূলে। ২।

অর্থ মানেও গতি কিন্তু
সার্থক হয় যা' যেখানে,
সার্থক হ'য়ে যেমন ক'রে
স্থিতিটাকে ঠিক বাখানে। ৩।

আসল অর্থই সত্তা তোমার,
সত্তার অর্থ তা'র জীবন,
ধারণ-পালন-সম্বেগ যিনি
পরমার্থ তিনিই হন। ৪।

যে-অপচয় ভবিষ্যতে
উপচয়ে উথ্‌লে ওঠে,
অবহেলা তা'রে করা
আয়ন্দাতে ঠকাই বটে। ৫।

বংশ তোমার অংশ চা'বে,
এ কথা বল কে ঠেকাবে? ৬।

হা-ভাতের রোল যা'দের মুখে,
অলক্ষ্মী সেথায় থাকেন সুখে। ৭।

অভাবের দর যে-জন বাড়ায়
লক্ষ্মী না যান তা'র আঙ্গিনায়। ৮।

পার তো তুমি ধার ক'রো না,
চর্য্যায় ক'রো আহরণ,
ধারে কিন্তু তীক্ষ্ণ চলা
ক'রেই থাকে সংবরণ। ৯।

অবস্থাক্রমে কোনদিনে
বাধ্য হ'লে করতে ধার,
ত্বরিতে সেটা করবি রে শোধ
হ'বি ব্যর্থ আপদ্ পার। ১০।

কথার খেলাপ করবি নাকো
ধারটা শুধবি ঠিক রকম,
যদি পারিস্ আগেই দিবি
থাকবে ব্যক্তিত্বে অটুট ধরম। ১১।

ওয়াদা করবি যেমনতর
ধার শুধিস্ তুই তা'র আগেই,
এমন চলায় দেখবি রে তুই
এই প্রবৃত্তি থাকবে জেগেই। ১২।

অসৎ-বিভব নয়কো বিভব
পরাভব তা'র পায়ে-পায়ে,
রুদ্ধ ক'রে জীবন-চলা
ক'রে রাখে একঘেয়ে। ১৩।

সৎ অর্থই শুক্ল অর্থ
ব্যর্থ প্রায় অন্য সব,
অসৎপ্রাপ্তি কৃষ্ণ অর্থ
নষ্ট করে সব বিভব। ১৪।

যেথা থেকে যেমন ক'রে
সৎ পাওয়াটা উছল হয়,
সেটাই কিন্তু সুধী ও সৎ,
অসৎপ্রাপ্তি শুভ নয়। ১৫।

পারগতার যোগ্যতা যা'র
যতই দক্ষ, যতই ত্বরিত,
সঞ্চারণায় তেমনই সে,—
বুঝিস্ এটা অতি নিশ্চিত। ১৬।

ধরে না, করে না,
না করে আয়,
লক্ষ্মী তা'দের
পথ না মাড়ায়। ১৭।

ধনী হওয়ার লোভ কেন তোর
গরীবই বা হ'বি কেন?
কৃতি-কুশল নিষ্পাদনায়
বিভব আসে ঠিকই জেনো। ১৮।

ব্যবস্থিতি যোগ্য যেথায়
অব্যর্থ নজর,
দেখে-চিনে বুঝে-জেনে
রক্ষণ-তৎপর,
সমীচীন সার্থকতায়
সব যা'-কিছু জানে,
উপচয়ী বর্দ্ধনে সেথা
লক্ষ্মী দৃষ্টি হানে। ১৯।

অর্থনীতি নয় নিয়ন্ত্রক
সত্তা-জীবনবর্দ্ধনার,
জীবনদীপ্ত সত্তাই কিন্তু
অর্থনীতির তন্ত্রধার। ২০।

ঘরে-বাইরে অন্ন-ভরা
মাঠে-ঘাটে অন্নময়,
প্রীতিপূর্ণ এমন কৃতী
ব্যক্তিত্বে অন্নদা রয় ;
অকম্পিত ইষ্টনিষ্ঠা
অচ্ছেদ্য অনুরাগ,
অদম্য যা'র কৃতি-চলন
মূর্ত্ত বিষ্ণুরাগ ;
অচল হ'য়ে লক্ষ্মী সেথায়
করেন বসবাস,
ঐশ্বর্য্যে সে উপ্‌চে ওঠে
নাশি' সকল ত্রাস। ২১।

স্বাস্থ্য ও সদাচার

রসুন, মেথি, কালো জিরে,
সর্দ্দি নিরোধ করেই ধীরে। ১।

কী ক'রে বা কী এড়িয়ে
স্বাস্থ্যটি তোর নিটোল থাকে,
ঐ তো বুঝিস্ স্বাস্থ্যবিধি—
পড়বি না যায় রোগবিপাকে। ২।

স্বাস্থ্য-আচার সেধে-পেলে
স্বস্তিতে কর্ বসবাস,
অস্তিতে তোর স্বস্তি আসুক
হো'ক্ বিমোচন সকল ত্রাস। ৩।

ছেলেমেয়ে কম হ'লেও তা'
বেঁচে-ব'র্ত্তে সুখে থাকে,
সেই নিয়মে চলতে থাকিস্
বলিস্-কহিস্ তা'ই সবাকে। ৪।

স্বাস্থ্যের সাথে ঝোঁক-আবেগের
হ'চ্ছে যেমন সম্মিলন,
নিষ্ঠানিপুণ তেমনি চলায়
তেমনি তো হয় কৃতি-চলন। ৫।

শরীর তোমার স্বস্থ হ'লে
যেমন পার—চ'লো-ফিরো,

জীবনদীপ্তি যা'তে বাড়ে
তদনুগ ক্রিয়া ক'রো। ৬।

শরীরটাকে সুস্থ রাখা
ধৃতি সাধার প্রধান পদ,
শরীরটাকে ঠিক রেখে তুই
কৃষ্টিতপের ধর্ না পথ। ৭।

স্বাস্থ্যটাকে রাখবি ভাল
সঙ্গত সৌজন্য দিয়ে,
প্যাঁচোয়া যা' তা' করবি সরল
ব্যবহারের মিষ্টতা নিয়ে। ৮।

স্বাস্থ্যপ্রদ আচরণে
চালচলন আর মেশামিশি,
স্বস্তিপ্রদ করবি সবই
ঠিক রেখে সবের মাত্রা-দিশি। ৯।

শরীর-সংহতি উৎক্ষিপ্ত হ'লে
বেদনা কিন্তু তখনই লাগে,
তা'তেই কিন্তু যন্ত্রণা আনে
ব্যতিক্রান্ত ক'রে যন্ত্রটাকে। ১০।

ঐতিহ্যটার বিনায়নে
আচার-ব্যাভার-খাদ্যখানা,
সমীচীন যা' সুবর্দ্ধনী
তা'ই তো উচিত ব্যাভারে আনা। ১১।

বিধানের যা' নাই প্রয়োজন
নিষ্কাশিত ক'রে দেয়,

শুদ্ধ-স্বস্থ রাখবি বিধান
বিধিমত রাখিস্ তা'য়। ১২।

বিধানের যা' নাই প্রয়োজন
নিষ্কাশন সে তা'কেই করে,
প্রয়োজনীয় যেমন যা' তা'র
তা'কে কিন্তু রাখে ধ'রে। ১৩।

অলস হ'য়ে অবশ মনে
কৃতিচর্য্যা ছেড়ে দিয়ে,
সুস্থ স্বাস্থ্যে থাকবি নাকো
অলসতায় বিভোর হ'য়ে। ১৪।

ধারণ-পালন-রক্ষণা তোর
চারিয়ে দিলে নিজ জীবনে,
আয়ুষ্মান্ ক'রে তোকে
বাড়িয়ে তুলবে তপ-বিতানে। ১৫।

যা' করিস্ তুই, নজর রাখিস্—
সব সময়েই সত্তার দিকে,
শুভ সাত্বত শিষ্ট কিনা
নিও সেটা বাজিয়ে দেখে। ১৬।

সাত্বত যা' ভাল তোমার
অস্তি-পোষণে শ্রেয় তা',
মন্দ যেটা দেখ্ছ তুমি
স্বস্তি তা'তে আনে না। ১৭।

ধৃতি-দীপন জীবন রাখিস্
উর্জ্জী সাম্য রাখিস্ মন,

করণীয় যা' ত্বরিত করিস্
নিটোল যা'তে হয় বলন। ১৮।

অন্যের ছাড়া গামছা-কাপড়
বিছানা কিংবা গায়ের-চাদর,
ব্যাভার করা নয় সমীচীন—
সম্ভব স্বাস্থ্য হয়ই ক্ষীণ;
এ-সবগুলির ব্যবহার
স্বাস্থ্যের করে অপকার,
বেছে চলিস্ এগুলি তাই—
দুর্দ্দশায় পাবি অনেক রেহাই। ১৯।

যে-কালে যে-খাদ্য মেলে—
স্বাস্থ্যসাথে মিল রেখে,
এমনভাবে খাবি কিন্তু
শরীর যেন ঠিক থাকে। ২০।

ক্ষুধার তোড়ে খাদ্যস্পৃহা
তেমনতরই লোভ ভাল,
লোভের দায়ে পড়বি ফেরে
যদি স্বাস্থ্য নাই পালো। ২১।

ক্ষুধা পেলে পেট পূরিস্ তুই
খাদ্য দিয়ে তিনটি ভাগ,
শুদ্ধ জলে এক ভাগ পূরলে
বৃদ্ধি পাবে স্বাস্থ্যরাগ। ২২।

রান্নার সময় তুমি—
দু'চাম্‌চে ঘসা কৃষ্ণ তিল

দিয়ে ভাত রান্না ক'রো,
খেয়ে স্বাস্থ্যের হবে জিল্;
শুদ্ধ গব্য ঘৃত নিয়ে
খাওয়ার পাতে ছিটিয়ে খেও,
স্বাস্থ্য অনেক থাকবে খাঁটি
বোধ-নজরে দেখে নিও। ২৩।

টক দই কিন্তু নেহাৎ ভাল
ঝোলাগুড়ে খাস্ যদি,
অনেক বালাই দূর করে এই
প্রাচীন নীতি টক দধি। ২৪।

খাবার পাতে শেষকালেতে
খাস্ যদি তুই নুনে-টকে,
অনেক আপদ্ কাটবে তা'তে
জানে অনেকে ঠ'কে-ঠ'কে। ২৫।

একটুখানি পুরানো তেঁতুল
খানিকটা তা'য় ঝোলাগুড়,
নুনের সাথে খেয়ে দেখিস্
স্বাস্থ্য থাকে কত মধুর। ২৬।

বিধানমত মিল থাকে যা'র
এমন খাদ্য বেছে নিস্,
পুষ্টি পাবি, শক্তি পাবি—
সামঞ্জস্য ঠিক রাখিস্। ২৭।

সুষ্ঠু সিদ্ধ-খাদ্য খাবি
অল্পে পুষ্টি হয় যা'তে,

তৃপ্তিভরা সহজপাচ্য
জীবনীয় তা' হয় তা'তে। ২৮।

যে-সব খাদ্য ফলপ্রদ
আশু যা'রা হয় দীপন,
ক্ষয়িষ্ণু যদি তা'দের ক্রিয়া—
নিস্ না কিন্তু খাদ্য তেমন। ২৯।

খাদ্য খেও এমনতর
যা'য় নিরঙ্কুশ পুষ্টি দেয়,
পোষণ দিয়েও নষ্ট আনে—
সেটা কিন্তু খাদ্য নয়। ৩০।

যে-খাদ্যেতে জীবন বাড়ায়
স্বতঃশিষ্ট গতি নিয়ে,
সেই খাদ্যই শিষ্ট খাদ্য
চ'লো আর সব আয়বাদ দিয়ে। ৩১।

স্ফূর্ত্তির পরে আসে অবসাদ,
অবসাদ আনে সত্তার ভাঙ্গন,—
এমনতর খাদ্যখানা
জীবনের কিন্তু নয় প্রয়োজন। ৩২।

শরীর যা'তে তেজাল থাকে,
স্বতঃস্রোতা চলে মন,
বিষাদ যেটা নষ্ট করে,—
তা'ই জীবনের প্রয়োজন। ৩৩।

শিষ্টভাবে পুষ্টি আনে
সাম্যদ্যুতির দ্যোতনায়,

শ্রেয় খাদ্য তাই-ই কিন্তু
যা'তে বাড়ায় জীবন-আয়। ৩৪।

বেছেগুছে সে-সবই নিস্
সাত্ত্বিক সে-সব যা'তে হয়,
স্বাস্থ্যটাকে এমন বাঁধে—
কাবু করতে পারে না ক্ষয়। ৩৫।

ভুঁড়ি দেয় মুড়িকে বল
মুড়ি দেখে ভুঁড়ি,
এমনি ক'রেই চলে জীবন
স্বস্তিতে দিয়ে তুড়ি। ৩৬।

জীবনটাকে পালতে হ'লেই
রান্নাবান্না করবি এমন,
স্বাস্থ্যপ্রদ সুপাচ্য হয়
পায়ই শক্তি তোদের জীবন। ৩৭।

ত্যাজ্য যেটা তোমার পক্ষে
হয়তো অন্যের পুষ্টি দেয়,
তুমি বাঁচ তা'ই নিয়েই তো
তোমার পক্ষে যেটা ন্যায়। ৩৮।

ঔচিত্যকে অবজ্ঞা ক'রে
বিধি-ব্যতিক্রমে যেই মাতে,
শ্রেয়ত্বের দাবী যতই থাক্ না—
ভগবান্ খান তা'র হাতে? ৩৯।

বৈশিষ্ট্যহারা দৈন্য যা'দের
নীচুমনা তা'রাই হয়,

করে অনুরোধ, জবরদস্তি—
শ্রেয় যা'তে তা'র হাতে খায়। ৪০।

শ্রদ্ধাপূত আনন্দবাজার,
অন্নদা যা'র স্বভাব-রাণী,
ভক্তিভরে করিস্ পূজা
আশিস্স্রোতা হবেই প্রাণী। ৪১।

আনন্দবাজারে খাস্ যদি তুই
ন্যায্যর বেশী খাবি না,
বেশী যদি দেয়ও কেউ তোয়
কিছুতেই তা' নিবি না। ৪২।

ক্ষুধা লাগলে ব'সে খেও
নিয়ে যেও না অন্যখানে,
এ অভ্যাসে শোষণ বেড়ে
দাগাই দেবে দাতার প্রাণে। ৪৩।

সেবা-অঙ্গন পূত রাখিস্ তুই
লেপে-পুঁছে মেজে-ঘ'সে,
যত্ন করিস্ সবা'কে তুই
নন্দ-বিপুল ভক্তিরসে। ৪৪।

অনাচার বা অপচারে
অন্নদার ঐ নন্দবাজার,
স্বার্থলোভে পঙ্কিল ক'রে
ঘটাস্ নাকো ক্লেশ আপনার। ৪৫।

স্বার্থলোলুপ দুষ্টবুদ্ধি
অমিতব্যয়ী হয় যা'রা,

আনন্দহাটে র'লে জানিস্
ব্যর্থ হবে জীবন-ধারা। ৪৬।

ব্যাধির নিরাময় যা' যা' করে
সত্তার পক্ষে কল্যাণকর,
ব্যাধির পক্ষে তা'ই তো ঔষধ
অস্তিত্বটার জীবনধর। ৪৭।

ওষুধের যা' স্বাভাবিক গুণ
রোগে তা'র যে গুণপনা,
সে-রোগেরই সেইটি ওষুধ
নিরাময়ের সেই ঠিকানা। ৪৮।

পরিবেশ আর সত্তা-আবেগ
নিয়মনী সন্দীপনায়
শিষ্টচর্য্যা-প্রদীপ্তিতে—
আরোগ্যটা নিজেই আনায়। ৪৯।

নিষ্ঠা যদি থাকেই তোমার
আগ্রহ-উছল হয় হৃদয়,
তদ্-অনুগ কৃতিতপে
রোগবালাই সব করবে জয়। ৫০।

আশু শুভ যে-সব জিনিস—
স্বাস্থ্য-স্বস্তির শুভ তা',
দীর্ঘ ব্যবহার নয়কো ভাল
বুঝে ক'রো সমতা;
যদিই বা সে-সবগুলি—
আপাততঃ শুভই হয়,

ব্যবহারে নিদেশ দিও
আশু ব'লে জানিও তা'য়। ৫১।

শরীর-ধারণ করেছ যখন
শারীর ধর্ম্ম মানতেই হবে,
মেনে—করার খাঁকতি যেমন
তদ্-অনুগ খাঁকতি র'বে। ৫২।

সূর্য্যের আলো আসে যখন
তা'র সাথেতেই শয্যা-ত্যাগ
ক'রে করিস্ সে-সব কর্ম্ম
যা'তে সুস্থ স্বাস্থ্য-যাগ। ৫৩।

ধৃতিটাকে সাম্যে রেখো
শরীর-মন ও কৃতি-উর্জ্জনায়,
উন্নতিতে উছল ক'রে
বৃদ্ধি পেয়ে সুসর্জ্জনায়;
সামর্থ্যেতে থাকবে তুমি
সুসমর্থ চলন নিয়ে,
পরাক্রমী উর্জ্জনাতে
শিষ্ট সৎ-এর পোষণ দিয়ে। ৫৪।

ওরে পাগল! ওরে বেকুব!
ছন্নছাড়া বুদ্ধিমান্!
খাট্‌লি-খুটলি কতই করলি
অর্থের খোঁজে ব্যর্থপ্রাণ!
জীবনটাকে দেখ্ আগে তুই
বেঁচে-ব'র্ত্তে থাকিস্ যা'তে,

স্বাস্থ্য-শক্তি বজায় থাকে
কর্ম্মক্ষম থাকিস্ যা'তে ;
ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য,
কৃতিদীপ্ত উর্জ্জনা—
যা'তে তোমার বৃদ্ধি আনে,
আনে চর্য্যা, অর্চ্চনা ;
সামঞ্জস্যে এনে সত্তা
বিনায়নে শুদ্ধি কর্,
এমনতর জীবন নিয়ে
উন্নতিরই চর্য্যা ধর্ ;
তা' যদি তুই না করিস্ ওরে!
সবই বৃথা পাগ্‌লা ধাঁচ,
স্বাস্থ্যটাকে অটুট রেখে
অঢেল চলায় আগে বাঁচ্। ৫৫।

নারী

কেশ, বেশ, বোধ, ব্যবহার—
চারই মেয়ের অলঙ্কার। ১।

লজ্জা, সম্ভ্রম, সমীহ আর
শিষ্ট আচরণ—
এ-সব জেনো মেয়েদের
উৎকর্ষী লক্ষণ। ২।

না বলিতে কাজ বুঝিয়া যে করে
নারীত্ব সেখানে জাগা,
সেবায় অলস, বুঝেও বোঝে না,—
স্ত্রীত্ব সেখানে ফাঁকা। ৩।

বিলাসিতার নাই বাহানা
মিতিচলন সাধ,
দেখিস্ চেয়ে সেই মেয়েরাই
বিভবে অগাধ। ৪।

স্নেহ, তুষ্টি, সেবা, সম্ভ্রম,
নিষ্ঠা, আচার, নিয়ম,
যে-মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ—
লক্ষ্মী অনুপম। ৫।

ধর্ম্মে-কর্ম্মে দৃপ্ততেজা
দীপ্ত সেবা-ব্যাভারে,—

সেই মেয়েরা স্বস্তিরই দূত,
হৃদয়ব্যথা হরে। ৬।

কথা বেচে গিন্নী হ'লি
করলি কি তা' কাজে?
করায় ফলন না করবি যা'
হবেই সেটা বাজে। ৭।

ত্বারিত্যহীন কৃতি কিংবা
অব্যবস্থ ত্বরিত চলন—
এর কোনটাই নয় কিন্তু
গিন্নীপনার সুলক্ষণ। ৮।

গৃহকর্ত্রী মেয়েরাই হয়
জয়ে-জিতে' সব হৃদয়,
ধৃতিরূপী দুর্গারূপে
ঐ মেয়েই হয় সবার অভয়। ৯।

ঘরের যিনি গৃহলক্ষ্মী
তাঁ'রই কিন্তু সব,
সেবাতীর্থ হৃদয় যে তাঁ'র
নারায়ণই বিভব। ১০।

সব যা'-কিছু মনে আঁকা
চিহ্ন দেখে চেনে,
জ্ঞান-বোধনার ব্যবস্থিতি
গেঁথে রাখে প্রাণে;
শ্রেয়নিষ্ঠ এমন মেয়েই
লক্ষ্মী মেয়ে হয়,

এমন মেয়ে থাকলে ঘরে
নাইকো কোন ভয়। ১১।

স্বামীর স্মৃতি অন্তরে যেন
সুজাগ্রত সদাই রয়,
তোমার কৃতি নৈবেদ্য হ'য়ে
সেবাচর্য্যায় তাঁ'কেই বয়। ১২।

স্বামীতে যা'রা শান্তমনা
অস্থিরতা তা'দের কমে,
বোধ ও বিদ্যার ক্রমচাতুর্য্যে
বাড়েও তা'রা ক্রমে-ক্রমে। ১৩।

কাম-আনতি-অনুনয়ন
সমীচীন নয় সবখানে,
স্বামী ছাড়া শ্রদ্ধাচর্য্যী
কাম শ্রেয় নয় কোনখানে। ১৪।

শ্বশুরবাড়ী যে-মেয়েদের
অগাধ অটুট টান—
তা'রাই তো লক্ষ্মী মেয়ে
সেবাবিপুল প্রাণ। ১৫।

শ্বশুরকুলের গুণ-গরিমায়
নারী হ'লে দৃপ্ত,
তবেই পুরুষ শ্বশুরকুলের
গৌরব-অভিদীপ্ত। ১৬।

শ্বশুর-শাশুড়ী কিংবা স্বামীর
লাঞ্ছনায়ও অটল থাকে,

নিষ্ঠাপ্রতুল বিপুলপ্রাণা
জীবনজ্যোতি অটুট রাখে। ১৭।

বাপের বাড়ীর গৌরবেতে
যে-মেয়েরা মত্ত,
শ্বশুরবাড়ী আত্মনিবেশ
করাই তা'দের শক্ত। ১৮।

উপেক্ষা ক'রে স্বামিচর্য্যা
সন্তান-চর্য্যায় যা'রা পাগল,—
সে-মেয়েদের ভাগ্য বেতাল,
সন্তানদেরও রয় না আগল। ১৯।

স্বামীর কী দোষ—ধরিস্ নে মেয়ে!
বলিস্ নে তা'য় খোঁচা দিয়ে,
অন্তরে তা'র তৃপ্তি দিয়ে
শুধ্‌রে নিবি সব বিনিয়ে। ২০।

নিষ্ঠাপূত স্ত্রী যেখানে
স্বামীর গুণও অর্শে তা'তে,
স্বামী ও স্ত্রীর সংবেদনায়
একায়িত হয় যাহাতে। ২১।

কোপন-কোঁদল স্বভাব নিয়েও
পতিচর্য্যায় অটুট যা'রা,
তা'রাও কিন্তু পতিব্রতা
নিষ্ঠাশিষ্ট প্রায়ই তা'রা। ২২।

স্বামী ছাড়া সতী—
মূর্ত্ত দুর্ম্মতি। ২৩।

স্বামিসেবা নাই যে-স্ত্রীর
অন্য যা'রা আপন-জন,
অনুরাগ তা'দের ছন্নছাড়া
দরিদ্রতাই ওর লক্ষণ। ২৪।

স্বামী ছাড়া নিষ্ঠা-নেশা
করলে মেয়ে কা'রো প্রতি,
বিপর্য্যয়ী ব্যতিক্রম তা'র
করেই নিরোধ শুদ্ধ গতি। ২৫।

নিষ্ঠা-নেশা অটুট হ'য়ে
স্বামীর পানে ছুটছে না,
এমন মেয়ের গর্ভে প্রায়ই
শিষ্ট ফসল ফলে না। ২৬।

আপন স্বামীকে লাগে নাকো ভাল
পরধ্যায়ী যা'র মন,
ব্যক্তিত্ব তা'র ব্যতিক্রমী
দীর্ণ হয় সে-জন। ২৭।

স্বামিস্বার্থের স্বার্থহারা
তেষ্টা অন্য পুরুষ লাগি',
সঞ্চিত তা'র কুৎসিত চলন
আনে বঞ্চনার বিভব মাগি'। ২৮।

পতির চাইতে প্রীতি ও সেবা
অন্য জনের উপরে প্রবল,
বুঝে রাখিস্ সেথায় কিন্তু
পাতিব্রত্য নেহাৎ দুর্ব্বল। ২৯।

স্বামী ছাড়া অন্য নিয়ে
ভোগ-বিভোরা যা'রাই হয়,
বুঝে রাখিস্ তা'রা কিন্তু
শিষ্ট স্বভাবের মেয়ে নয়। ৩০।

যতগুণই থাক না মেয়ের
সতীত্ব যা'র নাই,
কুলক্ষণা সেই-ই জানিস্
দুনিয়ার বালাই। ৩১।

ভ্রষ্টা নারীর নষ্টামিতে
উত্তেজনা যেমন খর,
নষ্ট করার সংক্রমণায়
তেমনতরই হয় সে দড়। ৩২।

মেয়ে-পুরুষের সংবেদনা
প্রবৃত্তিকে টানেই প্রায়,
ও সম্বেগে অনেক সময়
ধর্ষিত হ'তে দেখা যায়। ৩৩।

বাপ-ভাই-স্বামী পর যাহাদের
আপনে অন্য ভাবে,
কটুবৃত্তি তা'র হৃদয়-বিছানো
বাজ পড়ে তা'র লাভে। ৩৪।

আত্মীয় সৎপুরুষ ছাড়া
অন্যের সহ কোনদিন
যেও নাকো,—ক'রো নাকো
ব্যক্তিত্বটা দৈন্যলীন। ৩৫।

সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বটি
বজায় রেখে সমীচীন,
অনুকম্পী সেবা-চর্য্যায়
ধৃতিই বাড়ে চিরদিন। ৩৬।

উচ্ছৃঙ্খল আর অশিষ্ট যা'—
ধার ধেরো না, দূরেই থেকো,
সব অবস্থায় সব রকমে
আদর্শকে অটুট রেখো ;
আচার-ব্যাভার কথাবার্ত্তা
চাল-চলন আর জীবনগতি,
এমনভাবেই রেখে চ'লো
হ'য়ে সতী মূর্ত্তিমতী। ৩৭।

অশিষ্ট বা ব্যতিক্রমী
যেমনতরই আচার হো'ক্,
দক্ষ-দৃপ্ত হৃদয়ে তা'র
রুদ্ধ ক'রো হৃদয়-রোখ্। ৩৮।

একনিষ্ঠ একচর্য্যী
মেয়ে-পুরুষ যা'রাই হয়,
উচ্ছলাতে তা'রাই করে
দুনিয়াটার হৃদয় জয়। ৩৯।

পরিবার আর পরিবেশের
ইষ্টানুগ অনুধ্যানে,
উচ্ছলতা এনেই থাকে
সেবাসুন্দর দীপ্ত প্রাণে। ৪০।

সতীত্ব যা'র স্বভাবসিদ্ধ
চর্য্যাপটু মন,
জগদ্ধাত্রী মূর্ত্ত মেয়ে
সংসারের জীবন। ৪১।

স্বামীসহ সাত পুরুষের
কৃপা করি' আহরণ,
সতীত্বকে অটুট রাখো—
নিষ্ঠা-ধৃতি-আচরণ। ৪২।

সৎ-সন্দীপী সতীত্ব যেথায়
আচার-চরিত্রে উদ্ভাসিত,
তা'ই তো লোকের প্রাণন-স্রোতা
ব্যক্তিত্ব তো তা'তেই স্ফীত। ৪৩।

ছেলের চাইতেও স্বামী-প্রীতি—
সতী নারীর জীবন-নীতি। ৪৪।

নষ্টা হ'য়েও শ্রেয়নিষ্ঠা
অন্তরে-বাহিরে ফোটে যা'দের,
ভ্রষ্টা হ'লেও সুষ্ঠু মেয়ে
ব'লে-বুঝে রাখিস্ তা'দের। ৪৫।

ব্যতিক্রমদুষ্টা যা'রা,—
শ্রেয় যদি পুরুষ হয়,
তেমনতর শ্রেয়-পুরুষে
সুসঙ্গতি শোভা পায়। ৪৬।

দূরদৃষ্টের কশাঘাতে
পতিহীনা হয় যে-মেয়ে,

ব্রহ্মচর্য্য পালা-ই ভাল
ব্রাহ্মীতপা নিষ্ঠা নিয়ে। ৪৭।

জগৎপিতাই তোমার পিতা
স্বামীহারা যদিও হ'লে,
সেই ভাবেতেই তুমি দেখো
স্বামী আছেন তাঁ'রই কোলে ;
নিষ্ঠা-নিপুণ ধৈর্য্য ধ'রে
স্থিরচলনে সেমনি হ'য়ো,
অনুরাগী ভজনরাগে
জগৎপিতায় সদাই ব'য়ো। ৪৮।

ধৃতিচর্য্যায় ধৃতি-তপে
ধৃতিদীপ্ত অধ্যয়নে,
ব্যাপৃত রাখ জীবনটাকে
উন্নয়নী অনুধ্যানে। ৪৯।

নিষ্ঠা-ধৃতি-তপশ্চর্য্যায়
দীপ্তি আসে হৃদয়ের,
চর্য্যাপ্রতুল সেবা আসে
আসে চর্য্যা স্বজনের। ৫০।

তাই তো বলি মেয়ে আমার!
দেহে-মনে সৎচারিণী
হ'য়ে কর দুনিয়াটাকে
ধৃতি-প্রতুল উৎসারণী। ৫১।

লোকপালী লোকচর্য্যী
মায়ের মতন বিভব নিয়ে,

উন্নতিতে নিয়ন্ত্রিত
কর্ না সবে—আমার মেয়ে! ৫২।

আশা দিও, ভরসা দিও—
সুচারু সুব্যবস্থায়,
যা'তে সবাই উচ্ছলাতে
অন্তরেতে তৃপ্তি পায়। ৫৩।

মা ও মেয়ের সন্দীপনায়
সবার সাথে কথা ক'য়ো,
তেমনি চোখে তেমনি মনে
করণীয় যা' তা'কে ব'য়ো। ৫৪।

সত্তাকে যা'রা বিশুদ্ধ রাখে
পূত-পূজ্য উর্জ্জনায়—
তা'রাই সতী, তা'রাই পূজ্যা,
রাখে ব্যক্তিত্ব বর্দ্ধনায়। ৫৫।

শ্রেয়ের প্রতি শ্রদ্ধাভরা
সেবা-যত্ন, স্বার্থে-স্বার্থী,
কর্ম্ম-কুশল তৎপরতা
ধর্ম্মাচরণ ধৃতি-অর্থী;
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সব-কিছুতে
সুব্যবস্থ মিতি-চলন,
শাসন-তোষণ সঞ্জীবনী
সাধ্বী-সতীর এই-ই লক্ষণ। ৫৬।

ত্রুটিদর্শী ভর্ৎসনাতেও
নিটোল অনুরাগ,

কর্ম্মনিপুণ অভিনিবেশে
দরদদীপ্ত যাগ;
দোষত্রুটি যা'র নিখুঁত চলার
যোগায় সঙ্কেতবাণী—
এমনি ক'রে শুদ্ধ চলায়
তৃপ্ততপা প্রাণী;
আর্য্য-ঘরে এমনি মেয়ে
নিত্য আলো ধ'রে,
কর্ম্ম-ব্যজন সেবা-পূজন
সব নিয়মন করে;
ধরিত্রীরই মূর্ত্তি তা'র
উমার দোসর মেয়ে,
ঐ দেখ্ না ঐ পথে যায়
ভজন-মন্ত্র গেয়ে। ৫৭।

বিবাহ

নিষ্ঠা যা'দের নাই—
সঙ্গতিশীল সদ্-বিবাহে
নাইকো তা'দের ঠাঁই। ১।

সদৃশ ঘরে উৎকৃষ্ট বর,
মেয়ের বিয়ে প্রশস্ততর। ২।

শিষ্ট-সদৃশের তুল্য পরিণয়,
শিষ্টই করে,—নষ্ট নয়। ৩।

সদৃশত্বের নমুনা জানিস্—
কৃষ্টি, কুল ও আচার-ব্যাভারে,
চরিত্রটি নিয়ে চলে
বোধ ও কৃতির সমাহারে। ৪।

এক-জাতীয় জাতের ভিতর
সদৃশ তুল্যের সম্মিলনে
তদ্‌জাতীয় হয়ই সৃষ্টি,—
দেখ্‌ছ না কি অনুক্ষণে? ৫।

সদৃশ ঘরে বিয়েই ভাল
রক্তদুষ্টি না থাকে যদি,
থাকে—নিষ্ঠা সংস্কারে
অনুগতি-সহ কৃতি। ৬।

বর্জ্জনারই তর্জ্জনাতে
সাদৃশ্যকে ভেঙ্গে-চুরে,
ক্ষিপ্ত ঠাটে নষ্ট এনে
জীবন-গতিই করবি গুঁড়ে। ৭।

সদৃশ-জাত ছেলেমেয়ের
সদৃশ ঘরেই বিয়ে দিস্,
বৈধী অনুলোমী মেয়ে
উঁচু ঘরেই দিয়ে চলিস্,
ছেলের বিয়ে বুঝে-সুঝে
মাতৃবর্ণে কিন্তু দিস্। ৮।

একই কৃষ্টির যে-সব ধারায়
সদৃশ গোষ্ঠী করে সৃজন,
বর্জ্জনা তা'য় ধ্বংস ক'রে
বিক্ষিপ্তিকে করেই ভজন। ৯।

কৃষ্টি-সহ সদৃশ ঘর
বিয়ের বেলায় ঠিক কর্,
বাস্তবতায় দিস্ না ফাঁকি,
করিস্ নাকো পয়দা মেকী। ১০।

সদৃশ ও শুদ্ধ কুলে
প্রবীণ যা'রা যত বড়,
মেয়ের বিয়ে সেই কুলেতে
তেমনি শোভন, তত দড়। ১১।

সদৃশ ঘরে করলে বিয়ে
প্রকৃতিও তেমনি হয়,

জীবনযুদ্ধে সে-জাতকের
তেমনতর হয়ই জয়। ১২।

সদৃশ মিলন হ'লে পরে
তদনুগই সৃষ্টি হয়,
ধৃতি কিংবা ধী তাহারে
তেমনি ক'রেই সমান বয়। ১৩।

বীর্য্যে থাকে ব্যুৎপত্তি-রেণু
ডিম্বকোষই শরীর দেয়,
স্ত্রী-পুরুষের সদৃশ বিয়েয়
সন্তান সুষ্ঠু জীবন পায়;
ব্যুৎপত্তি যেমনতর
ডিম্ব যদি হয় সহায়,
বীজ-অনুগ উর্জ্জনাতে
তেমনি শিশুর জন্ম হয়। ১৪।

জন্ম যা'দের শুভ-সুন্দর
সদৃশত্বের মিলন-ফলে,
বেড়ে ওঠা সহজ তা'দের
সৎ-প্রভাব রয় অন্তরালে। ১৫।

অকুলীনের মেয়ে বিয়ে
কুলীনে দেওয়া যোগ্যতর,
সদৃশ ঘরে বিয়েই কিন্তু
বিপত্তিতে শ্রেয়তর। ১৬।

শ্রেয়, সদৃশ, বরেণ্য কিনা
কুলবৈশিষ্ট্যের সঙ্গতি নিয়ে,

দেখে-শুনে হিসেব ক'রে
সেই বরে দিও মেয়ের বিয়ে। ১৭।

সত্তাসঙ্গতি রাখতে গেলেই
সদৃশ ঘরে বিয়ে করিস্,
পূর্ব্ব-পুরুষে নিষ্ঠা রেখে
বংশটাকে তেজাল রাখিস্। ১৮।

বংশধারা শুদ্ধ রাখিস্
সদৃশ ঘরে ক'রে বিয়ে,
বিশুদ্ধতা রাখ্‌লে বজায়
বৃদ্ধি পাবি ক্রমান্বয়ে। ১৯।

ছোট-বড় যেটাই হো'ক্ না,—
থাকেই বৈশিষ্ট্যে জাতের দানা;
বৈশিষ্ট্যে বর্দ্ধনা আনতে হ'লেই,
তুল্যে মিলন করতে হবেই;
নষ্টই যদি পেতে চাও,
বৈশিষ্ট্যে সংঘাত রেখেই দাও। ২০।

শুদ্ধ-সত্ত্ব কুলের ছেলে
যদিও নিরেট বেকুব হয়,
জনন-রেতঃটি সুষ্ঠুই থাকে
কুলে আনে কমই ক্ষয়। ২১।

রেতঃই প্রধান, তাই বিবাহে
রেতঃ-ধারা শ্রেয়ই ভাল,
অপকৃষ্ট রেতঃ কিন্তু
ফুটিয়ে তোলে কেবল কালো। ২২।

রেতে থাকে জীবন-গতি
সংস্কারের অঙ্কুর নিয়ে,
ব্যতিক্রম-বিয়েয় নষ্ট পায় তা'
ক্রমে-ক্রমে যায় মিইয়ে। ২৩।

বৈধী কামের সুব্যবস্থ
স্পৃহায় হেলা করিস্ নাকো,—
সুপ্ত-শিথিল হবে নাকো
দীপ্ত থাকবে তোর মস্তিষ্ক। ২৪।

কামাচারের ব্যভিচারে
আধিক্য আর অত্যাচারে,
স্নায়ুগুলির শিথিলতা
আনেই কিন্তু দুর্ব্বিচারে। ২৫।

দৃষ্টিবিহীন কামুক নেশা
ব্যতিক্রমের বিপ্লব এনে,
দেশ-সমাজে ডুবায় কিন্তু
অপকর্ষী রেতঃ হেনে। ২৬।

বিকৃতি আর বিপর্য্যয়ের
অঢেল ঢেউয়ে প'ড়ে দেশ,
ক্রমে-ক্রমে যেতেই থাকে
অতল তলে হয় নিঃশেষ। ২৭।

জীবন চলে দ্যোতন-তালে—
জন্মদ্যুতি যা'দের রয়,
বিবাহটাই আসল কথা
যা'তে জীবন ধৃতি বয়;

তাই বলি দেখ্ ওরে তোরা
বিবাহকে কর্ শোধন,
কৃষ্টি-আবেগ-দ্যোতন-চলন
যা' দিয়ে হয় তা'র বোধন। ২৮।

নারীর পতি পরিবর্ত্তন—
হীনত্বকেই মুখ্য করা,
ডিম্বকোষে সুপ্তই থাকে
পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বীজের ধারা। ২৯।

জন্মটাকে ব্যর্থ ক'রে
বিসদৃশ ব্যতিক্রমে
সর্ব্বনাশে যাবি কেন—
সপরিবার ক্রমে-ক্রমে? ৩০।

শ্রেয় ঘরের কন্যাকে যেই
বৌ-রূপে তুই নিলি,
স্বর্গ-তপা বংশটি তোর
মরণ-মুখে দিলি। ৩১।

ব্যতিক্রমে জন্ম হ'লে
বোধদ্যুতি হয় তেমনতর,
যতই মহান্ হো'ক্ না সে-জন
ব্যতিক্রমটি রয়ই দড়। ৩২।

ব্যতিক্রম-দুষ্ট কুল না হ'লে
আচার, ব্যবহার আর চরিত্র,
মূর্খ হ'লেও রেতঃ তাহার
সুসন্দীপ্ত রয় পবিত্র। ৩৩।

মাথা-গোঁজা দিয়ে যদি
ব্যতিক্রমটি লুকিয়ে রয়,
রেতঃ-ঐশ্বর্য্য সেখানে কিন্তু
হয় না সার্থক এ নিশ্চয়। ৩৪।

ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'লে পরিণয়
জাতিবর্ণ গুণপনা
অবিশ্বস্ত কৃতঘ্ন হয়,—
রয়ই কুটিল উর্জ্জনা,
সত্তাপোষী যা'-কিছু
নষ্ট করার যজ্ঞ-কাঠ,
বর্ণসঙ্কর যা'রাই তা'রা
সর্ব্বনাশের জটিল ঠাট। ৩৫।

মানুষ-গরু-জীব-জগৎ আর
মাটি-পাথর যা'ই বল,
বাজের সাথে মিশ্রণ হ'লে
আসেই বাজে—নিয়ে কালো। ৩৬।

ভেবে-বুঝে তলিয়ে দেখিস্
কেমনতর কুলটি চাস্,
তেমনতরই শ্রেয় নিয়ে
ক'রে দেখিস্ কুলের চাষ। ৩৭।

প্রতিলোমে মেয়েদের
সতী-জীবনও সিদ্ধ নয়,
সে-সতীত্ব আনে কিন্তু
লোকসমাজে বিরাট ক্ষয়। ৩৮।

প্রতিলোমে মেয়ের রজঃ
সৌষ্ঠব-দীপ্ত যা'ই না হো'ক্,
অপকৃষ্ট রেতঃ কিন্তু
বাড়াবেই তা'র বিকৃত রোখ;
তাই বলি তুই সব বিষয়ে
পুণ্যকামা হ'য়ে র',
আচার-বিচার-চরিত্রেতে
পুণ্য পালন ক'রে ব'। ৩৯।

অনুলোম বিয়ে হয়ও যদি
না মেলে যদি ধাত ও কুল,
অনুলোমও কিন্তু হয় না সার্থক
যায়ই র'য়ে বিয়ের ভুল। ৪০।

গায়ের রং আর স্বভাবের রং
করণ, কারণ, চালের রং,
নিজের সাথে মিলিয়ে বিয়ে
করলে পাবি শিষ্ট ঢং,
বিয়ে-সাদির বেলায় কিন্তু
এ-সব দৃষ্টি রেখে স্থির,
শ্রেয়-কুলে মেয়ের বিয়ে
দিয়েই থাকেন যাঁ'রা ধীর। ৪১।

শিষ্ট কুলে মেয়ের যদি
সদৃশ-শিষ্ট পুরুষের সাথে
সুসঙ্গত পরিণয় হয়—
বর্ত্তে তাহা সন্ততিতে। ৪২।

যে-কুলে তুমি জন্ম নিয়েছ—
ব্যতিক্রমদুষ্ট না হয় যদি,
তেমন তুল্য ঘরে বিবাহ
বিহিত—পেতে সুসন্ততি। ৪৩।

সগোত্রেতে বিয়ে হওয়া
সেটাও কিন্তু ভাল নয়,
সমান লোহের বিক্ষোভেতে
হয়ই বংশের অপচয়। ৪৪।

আমার কথা শুনিস্ যদি
দেখে-শুনে সমীচীন
বিয়ে-সাদিতে সজাগ থাকিস্,
কুলটি হবে কমই ক্ষীণ। ৪৫।

উচ্চ কুলে মেয়ের বিয়ে
দিতে হ'লেও নজর রেখো,
গুণকর্ম্ম স্বভাবসহ
জীবনধারার গতি দেখো। ৪৬।

পিতৃকুল ও মাতৃকুলের
যত্ন ক'রে ভক্তিভরে,—
ইতিহাস-সহ কুলপঞ্জী
অটুট তালে রেখোই ধ'রে। ৪৭।

কুলপঞ্জীর ভিতর-দিয়ে
বুঝতে পারবে বংশাবলী
উচ্ছলা বা অধঃপাতী
যৌন-আচারে কেমন চলি'। ৪৮।

কুল মানেই কিন্তু বংশগতি
গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব নিয়ে,
ব্যতিক্রমে কুল ভেঙ্গে যায়
গুণ-কর্ম্মের বিকৃতি দিয়ে। ৪৯।

কুলকৃষ্টির অনুগ স্ত্রী
সম্মিলনী সঙ্গতি আনে,
ঐ সঙ্গতি প্রবুদ্ধ হয়
উৎকর্ষেরই অটুট টানে। ৫০।

জন্মি মোরা বাঁচি-বাড়ি
যোজক-বিধির বর্ত্তনায়,
ভিন্ন হ'য়েও অভিন্ন যা'য়
সন্ততিরই মূর্ত্তনায়;
একায়িত দিব্য সৃজন
সদৃশ যোগ-বন্ধনায়,
তা'কে তুমি করছ দ্বিধা
বিবাহেরই বর্জ্জনায়। ৫১।

বীজ-সম্ভূত ব্যসনবৃত্তি
সহজ কি হয় শুদ্ধ করা?
শিষ্ট-বিজ্ঞ বিনায়নে
হয়তো সেটা সম্ভব পারা;
তুল্য-সদৃশ শিষ্ট কুলে
বিবাহটা তাইতে ভাল,
নয়তো বংশ বিক্ষত হয়
ঢুকে বীজে তিমির কালো;
যেখানে ও-সব ব্যতিক্রম আসে
পরিণয়ের নিবহনে,

দুষ্ট-সঙ্গতি হ'লেও কিন্তু
শুভ তাহার উচ্ছেদনে ;
বিয়ে না ক'রে থাকাও ভাল
দুষ্ট সংক্রমণ যা'তে না হয়,
বিয়ের ফলে অন্তঃসত্ত্বা হ'লে
সর্ব্বনাশের হয়ই জয় ;
ব্যতিক্রমী বিবাহে হয়
ব্যতিক্রমদুষ্ট প্রবৃত্তি,
দেশ-সমাজ সব জাহান্নমে যায়
হয় কি তাহার নিবৃত্তি? ৫২।

আবার বলি, আবার বলি
বিষাণ-সুরে আমার মুখে—
ব্যতিক্রমে যাস্ না কভু
রাখ্ দশ ও দেশকে সুখে। ৫৩।

প্রতিলোমে হ'লে বিয়ে
দুটো বংশই ধ্বংসে' যায়,
ঐ বিষেরই সংক্রমণে
জাত-সমাজ-দেশ নষ্ট পায় ;
দূরস্রবা দৃষ্টি নিয়ে
খতিয়ে দেখ ক্রমে-ক্রমে,—
কেমনতর কী হয়েছে
ক্রমগতির ঐ বিভ্রমে। ৫৪।

দেশের উন্নতি করতে গেলেই—
সদৃশ-তুল্য বিবাহ—
উন্নতির কিন্তু লক্ষ্যই জানিস্
কৃতিসুন্দর নির্ব্বাহ। ৫৫।

সদৃশ-ঘরে বিয়ে ক'রো
গুণকর্ম্ম-স্বভাব দেখে,
স্বাস্থ্যগতি, জীবনধারায়
বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে। ৫৬।

তুল্য-সদৃশের সঙ্গতিশীল
বিয়ে কিন্তু শুভকর,
বর্ণও তা'তে শিষ্ট থাকে
নিষ্ঠাও হয় দৃঢ়তর;
গুণপনাও তেমনি ওঠে,
ক্রমেই জাগে পরাক্রম,
বিস্তীর্ণতায় বিছিয়ে দিয়ে
নিঃশেষ ক'রে থাকেই ভ্রম। ৫৭।

ঐতিহ্যসহ ব্যষ্টি যদি
সমান-ঘরে বিয়ে করে,
পারস্পরিক পরিচর্য্যায়
সাম্য আসে তা'ই ধ'রে। ৫৮।

উচ্ছৃঙ্খলা—অত্যাচারে
সাম্য-শান্তির ঊর্জ্জনা
ভাঙ্‌বে যতই, সাম্য যাবে,
ভাঙ্‌বে সত্তার বর্দ্ধনা। ৫৯।

প্রকৃতিরই হয় এমনি ধরণ
সবিশেষই হয় যা'র যা' গড়ন,
বিশাসিত বৈশিষ্ট্য নয়কো যাহার
বিকৃতিও ঘটে সেখানে তাহার;

তুল্য-সদৃশ মিলন যেথায়
উৎপত্তিও হয় তেমনি সেথায়,
তুল্য-সদৃশ হ'লে ভাল
উৎপত্তিও হয় তেমনি ভাল,
সদৃশ-তুল্যের থাকলে বিকার
উৎপত্তিরও হয় তেমনি প্রকার,
বিপরীতে হয় বিপরীত গতি
সেথায় থাকে না সদৃশ রতি,
বিশৃঙ্খলার বিষাক্ত জের
সেখানে প্রায় ঘটেই ঢের। ৬০।

প্রজনন

অভ্যাসেরই ঝরণা হ'তে
জন্মে সংস্কার,
সন্তানেতে বংশক্রমে
তা'রই তো সঞ্চার। ১।

পিতা ব'য়েই এলো যে তোর
অস্তিত্বেরই জীবন-ধারা,—
মাতা সেটা মূর্ত্তি দিল,
সত্তা হ'ল জীবন-ঘেরা। ২।

পিতামাতার মূর্ত্তনা যে
একায়িত তোর জীবনে,
ঐ নিয়েই তো সত্তা রে তোর
ফুটছে নিত্য তোর বিধানে। ৩।

স্বামীতে স্ত্রীর নাইকো নিষ্ঠা
স্ত্রীতে স্বামীর নাইকো টান,
এমনতর চলন যা'দের—
শ্রদ্ধাহারা হয় সন্তান। ৪।

সম্মিলনী জনন-ক্রিয়ার
উর্জ্জী-আকুল অভিসারে,
সাম্য হ'য়েও উদাম সম্বেগ
পূত ভ্রূণে নিবাস করে। ৫।

জন্ম নেবার পথই যা'দের
দুষ্ট ব্যতিক্রম,
নীচমনা তা'রা হ'য়েই থাকে
জেনেও করে ভ্রম। ৬।

শিষ্ট নিয়ন্ত্রণে কর
জন্মটাকে শক্তিমান্,
ভেঙ্গে-চুরে আপদ্‌গুলি
ক'রে ফেল মুহ্যমান। ৭।

বোধবিবেকী পরাক্রম
কু-জননে পায়ই ক্ষয়,
ব্যক্তিত্বটার উৎসর্জ্জনা
ক্রমে-ক্রমে হয়ই লয়। ৮।

কায়াতেই যে বস্তু-বিকাশ,
রেতঃ-অনুগ হয় কায়া,
রজঃ তাকে রঞ্জিত ক'রে
পরিমাপনে আনে মায়া। ৯।

রজঃ মানেই ঐ রঞ্জনা
যে-গর্ভে রেতঃ থাকে তাই,
গর্ভ-দানাই রঞ্জন-দ্যুতি
রঞ্জে রেতঃ বিধানটাই। ১০।

রঞ্জনাই তো বস্তুবিকাশ
গঠিত হয় যা'য় দেহ,
চিৎ ও সৎ-এর সম্বেদনায়
গ'ড়ে ওঠে চেতন-গেহ। ১১।

আনন্দ আছে, তাইতো বাড়ে
রেতঃ-অনুগ সমীচীন,
নয়তো বৃদ্ধি যায় গো থেমে
রেতঃ-দ্যোতনা যেথায় হীন। ১২।

জনন-বিভ্রাট যেই এলো রে
ক্রমে-ক্রমে রাষ্ট্র ছেয়ে—
লাখ ঐশ্বর্য্য থাক্ না কেন
আপদ্ সেথায় যাবেই বেয়ে। ১৩।

রাষ্ট্র-পূজার অর্ঘ্য জানিস্
সুজননের সুসন্তান,
যে-ঐশ্বর্য্যে দেশবাসী সব
আপদ্ হ'তে পায়ই ত্রাণ। ১৪।

রেতঃ ও রজের এমনি আধান
উছল হ'য়ে স্থির ও চরে,
চর-প্রাধান্যে স্থির-প্রাধান্য
চরের দ্যোতন থাকে স্থিরে। ১৫।

স্থির ও চরের মিলন যেমন
আবেগ নিয়ে থাকতে ধ'রে—
যা'তে যা' প্রধান সৃষ্টিও তেমনি
রূপায়িত তেমনি ক'রে। ১৬।

স্থির ও চরের সাম্য যেথায়
নপুংসক-সৃষ্টি সেথায় হয়,
ব্যতিক্রমে স্ত্রী-পুরুষ জন্মে
চলনও তা'দের তেমনি রয়। ১৭।

রেতঃ কিন্তু নারী-গর্ভে
সক্রিয়-সজাগ চেতন রয়,
রেতঃ-রজের মিলন-বীজে
সৃজনক্রিয়া উপজয়। ১৮।

অপকৃষ্ট রেতের জন্ম
যতই তীব্র ঝাঁঝালো হো'ক্,—
ভঙ্গপ্রবণ হ'বেই তা'রা,
র'বেই প্রতিলোমের ঝোঁক। ১৯।

রেতঃ মানে বীর্য্য জানিস্
স্পন্দিত যা'র অভিযান,
যে-স্পন্দনার অনুকম্পনে
গতিদীপ্ত থাকে প্রাণ। ২০।

রেতঃ-ঋতের আদিম বিকাশ
শব্দ-দীপন-সংঘাতে,
সৃজন-ধৃতি উঠলো জেগে—
সুপ্ত দীপ্ত হয় যা'তে। ২১।

স্বতঃদ্রুতির ক্ষরণে যেথায়
সাত্বত ধৃতি-উৎসৃজন,
রজঃ-বীর্য্যের মিলন-ধারায়
করছে সৃষ্টি আর পালন। ২২।

উৎকর্ষী রেতঃ অপকৃষ্ট রজে—
রেতঃ-বীর্য্যের খাঁকতি হ'লেও
অপকৃষ্ট রজঃ উৎকর্ষে ধরে
সব মিলিয়ে খাটো হ'য়েও। ২৩।

যে-পর্য্যায়ে জন্ম যা'দের
ধৃতি যা'দের যেমনতর,
ধী-উর্জ্জনাও তেমনি তা'দের
কর্ষণাকৃষ্টও তেমনতর। ২৪।

এক পর্য্যায়ে ভালমন্দ
সবই আসে ধাঁজমতন,
কোথাও সেটা তীক্ষ্ণই হয়
কোথাও একটু হীন গঠন। ২৫।

বিশেষ দ্যোতন-অধিকৃতি—
সমাহারী মেলন-তালে
সার্থকতার সন্দীপনায়
জ'ন্মে থাকেন মায়ের কোলে। ২৬।

ভাঙ্গন-গড়ন যতই চলুক
অবাধস্রোতা এ দুনিয়ায়,
বীজ-ঐশ্বর্য্য ঠিক রাখিস্ তুই
রুখবে না তোয় লাঞ্ছনায়। ২৭।

বর্ণজাতির ব্যতিক্রমটা
যতই করবি গভীরতর,
বীজও হবে তেমনি দুষ্ট
বৃদ্ধিতেও হবে ফল ইতর। ২৮।

বীজ যদি তুই রক্ষা করিস্
সুপ্ত হ'য়েও বেঁচে থাকে,
বহুকালের পরেও আবার
চর্য্যা দিলেই পাবিই তা'কে। ২৯।

বীজদেহেতে সংস্থিতি তা'র
যেমনতর লুকিয়ে রয়,
গজালে সে সে-সব গুণের
হ'য়েই থাকে অভ্যুদয়। ৩০।

সুস্থ সাবুদ বীজকে রাখিস্
ব্যতিক্রমে করিস্ না নষ্ট,
ব্যতিক্রমহীন রাখিস্ তাকে
আবার পাবি তেমনি স্পষ্ট। ৩১।

কৃষ্টি পুষ্ট যতই রাখবি
স্বস্থ-দীপ্ত বীজকে ক'রে,
শীর্ণ হ'লেও হবি না দীর্ণ
ক্ষয়ে কমই ধরবে তা'রে,
গজিয়ে তা'কে তুলবি যেমন
সংস্কৃতিতে ক'রে দড়,
গজালে আবার তেমনি পোষণে
সেটাও জানিস্ হবে বড়। ৩২।

জাতি জন্মে বীজপ্রভাবে
বীজই সবার সত্তাজীবন,
বীজশুদ্ধিই জীবনশুদ্ধি
দেশ-সমাজের তা' সুরক্ষণ। ৩৩।

নিষ্ঠানিপুণ কৃতি-রাগে
উর্জ্জী দীপ্ত যতই হ'বি
বীজও হবে সেই ধরণের
ফলও কিন্তু তেমনই পাবি। ৩৪।

রজোবীজের অন্তঃস্থিত
জনি-সঙ্গতির সংবেদনায়,
ব্যক্তিত্বটার বিকাশ আনে
জ্ঞান-গরিমার সংযোজনায়। ৩৫।

রজোবীজের সঙ্গতিশীল
গুণ-গরিমা উছল যত,
ভ্রূণের আধার তেমনি তাহার
ধৃতি-সম্বেগও তেমনি তত। ৩৬।

পূত মানুষ জন্মে কিন্তু
গুণান্বয়ে ভ্রূণ যেমন বাড়ে,
সেই ভ্রূণেরই অন্তঃস্থলটি
ভগবত্তা তেমনি ধরে। ৩৭।

কোন্ লোকটি কেমনতর
জনন-দীপ্তি দেখে বুঝিস্,
সুষ্ঠু কুলে সুজন সৃষ্টি—
এটাও কিন্তু ভেবে দেখিস্। ৩৮।

স্ত্রী-পুরুষের ঊর্জ্জনাটা
যেথায় যেমন আকর্ষণী,
সৃজনদ্যুতির সৃষ্টিও তা'ই
তেমনতরই বিবর্দ্ধনী। ৩৯।

পুরুষ-নারীর আকর্ষণটা
যেখানে যেমন হয় প্রবল,
তেমনতরই মূর্ত্তনা হয়
তেমনতরই হয় ফসল। ৪০।

ব্যতিক্রমী মিলন যেথায়
স্ত্রী-পুরুষের যৌনক্রীড়ায়,
সংস্কারও তেমনতরই
দুষ্ট হ'য়ে থাকে ব্রীড়ায়। ৪১।

সংস্কারের মেরুদাঁড়ায়
যে ধাঁজে যে গ'ড়ে ওঠে,
স্বভাবতঃ সেইটি তা'র
জন্মজাত বর্ণ বটে। ৪২।

দত্তক নিস্ নে স্বগোত্র ছাড়া,—
বংশ হবে লক্ষ্মী-ছাড়া,
বংশের ধারা ভেঙ্গেই যাবে,
বিকৃতিতে খাবি খাবে। ৪৩।

ব্যভিচার আর ব্যতিক্রমের
আইন-কানুন করবি যত,
বীজরক্ষণী সংসাধনাও
ততই হবে নষ্টে হত। ৪৪।

বিসদৃশে করলে বিয়ে
অসৎ কিন্তু তা'তেও হয়,
যতই শুদ্ধ-শান্ত থাক্ না
আনেই কুল আর দেশের ক্ষয়। ৪৫।

ব্যতিক্রমদুষ্টা না হ'লে স্ত্রী
সদৃশ শিষ্ট হ'লে স্বামী,
পূর্ব্বপুরুষের গুণগাথায়
হয়ই সন্তান ঊর্দ্ধগামী। ৪৬।

বিক্ষেপ-ব্যতিক্রমদুষ্ট
কুল যদি কা'রো না-ই হয়,
কুলতাৎপর্য্য সন্তারে আসে
আত্মমর্য্যাদা ঠিকই রয়। ৪৭।

সঙ্কর হ'লেই জননস্রোতের
ভিন্ন ধারার সঙ্গতি,
এক-সাথেতে এসে করে
জীবনটারই মিশ্র গতি;
অনুলোমেই কও আর প্রতিলোমেই কও
এই মিশ্রণ তা'র সব জায়গায়,
বীজানুগ তাৎপর্য্যেতে
ডিম্বকোষ মিলিত হয়;
বীজ কিন্তু সক্রিয় হয়
ডিম্বকোষে বিনায়নে—
তেমনতরই গঠন-বিধান
স্বতঃদীপ্ত প্রণয়নে। ৪৮।

রেতঃ-স্বভাব যেমনতর
ডিম্বকোষের যেমন ধৃতি,
সন্তানও পায় তেমনি আবেগ
তেমনই হয় তা'র নিষ্ঠা-কৃতি। ৪৯।

স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই হো'ক্
বা উভয়ের মধ্যে কোন একজন,
ব্যতিক্রান্ত হ'লে—হয় সন্ততির
তেমনি আবেগ, তেমনি মন। ৫০।

ডিম্বকোষে পিতার জনি
যেমন চলে বিভাজনায়,
রেতঃ-অনুগ বিন্যাস পেয়ে
শরীর সংগঠিত হয়;
সংগঠিত ঐ বিধানটাতে
জাতিবর্ণের যা' সঙ্গতি,
তেমনতর হ'য়ে বাড়ে
জাতক-জনার জীব-প্রগতি। ৫১।

মনোবিজ্ঞান

স্বার্থনেশা যার যেমন
বোধ-ব্যবহারও ভোঁতা তেমন। ১।

চিন্তাপাঠই ব্যবসা যা'দের
জাবড়-জঙ্গ্লা চিত্ত হয়,
বাজে যা'-সব কুড়িয়ে নিয়ে
আত্মমোহে মত্ত রয়। ২।

চিন্তনাটির মূর্চ্ছনা তোর
উর্জ্জনাতে চলতে থাক্,
নিষ্ঠানিটোল কৃতিচর্য্যায়
সার্থকতায় ডাক্ রে ডাক্। ৩।

আগল-পাগল চিন্তাধারায়
অর্থান্বয়ের চেষ্টা দেখো,
অর্থ কিছু পাও যদি তা'
সার্থকতায় তুলে রেখো। ৪।

আলোচনী নিবেশ নিয়ে
বিন্যাস কর্ না তা' মাথায়,
যখন যেটার প্রয়োজন
সেটাই যেন স্মৃতি পায়। ৫।

বাস্তবতার যুক্তি নিয়ে
শুক্তি-ফোটা মুক্তাগুলি,

মূর্ত্তি দিয়ে ব্যক্তিত্বটায়
এখনও নে সে-সব তুলি'। ৬।

ভূত দেখিস্ তুই কোথায়?
তোর অন্তরেরই উৎক্ষেপণা
মূর্ত্তি লভে যেথায়। ৭।

স্বপনটাকেও ছেড়ে দিও না,
তথ্য কিছু পাও কি দেখো,
তথ্যটাকে নিংড়ে তুমি
তত্ত্বটাকে খুঁটে রেখো। ৮।

অনুস্মৃতি কৃতি আনে
স্রোতদীপ্ত ধারা নিয়ে,
সার্থকতায় ঐ কৃতিকে
প্রতিষ্ঠা করে হৃদয় দিয়ে। ৯।

দেহবিধানের মূল মস্তিষ্ক
সংস্কার যা' তা'তেই থাকে,
ঐ সংস্কার করে নিয়ন্ত্রণ
বিধান-সহ ব্যক্তিটাকে। ১০।

যে-অঙ্গের যে-বিকৃতি
মনেও তেমনি প্রায়ই,
বিকৃতিরই বিপাক চলন
অন্তরেও তা' ধায়ই। ১১।

স্নায়ুমণ্ডল বিক্ষুব্ধ যা'র
বিশ্বস্ত সে কমই হয়,

সত্তা-সত্ত্ব দুর্ব্বল ব'লে
বিকৃতি তা'র পিছুই ধায়। ১২।

অসম্মিলনী সংশ্লেষণে
রয় না জীবনে সাম্য,
বৃত্তি তাহাকে যে-লোভে ঘোরায়
তা'ই হয় তা'র কাম্য। ১৩।

সাম্যে স্থিত নিজে থাকিস্
হো'স্ না কিন্তু সাম্যহারা,
অহং-খোঁচায় কে কী করে—
দেখেই বুঝবি, কা'র কি ধারা। ১৪।

ক্রোধ যেখানে বোধ আনে তোর
শুভ কিন্তু সেইখানে,
অনিষ্টকে ইষ্ট ক'রে
কুশলদিকে তাই টানে। ১৫।

কুশল-কৌশল সন্দীপনায়
বোধ-ধৃতি না র'লে—
বেকুব চলন বিফল ক'রে
অন্ধ স্বার্থে দেয় ফেলে। ১৬।

তুষ্টি-রুষ্টি তরল ধারায়
ঢেউয়ের মত চলছে যা'র,
অন্তরে তার বিষাক্ত কূট
দীর্ণ করে স্বস্তিদ্বার। ১৭।

এখনই যে তুষ্ট হ'ল
রুষ্ট হ'ল পরক্ষণেই—

অব্যবস্থ এমন চিত্তের
তুষ্টিও আপদ্ আনেই। ১৮।

কুপ্রবৃত্তি অসৎ যা'রা—
দিস্‌নে ধাক্কা কঠোরভাবে,
ইঙ্গিতে এমন লোভ দেখাবি
মনটা যেন চলে সে চাপে। ১৯।

দুষ্ট নেশা ছিল কি না
ব্যতিক্রমে যা' নিয়ে যায়,—
খতিয়ে সেটা দেখ্ না বুঝে
মনের আবেগ কেন কোথায়! ২০।

গুণগরিমা নিজের যে-সব
গেয়ে বেড়ায় নিশিদিন,
এমন দেখলে বুঝে রাখিস্—
অন্তরে সে বড়ই দীন। ২১।

হামবড়াই প্রশংসাবাদ
বাহাদুরি নিজের সব,
আত্মখ্যাতি এমনি ক'রেই
ভাবে বাড়ায় খ্যাতি-বিভব। ২২।

হামবড়াই করাই স্বভাব যা'দের
আত্মখ্যাতি অহরহ,
বোঝে না তায়—অখ্যাতি বাড়ে
হীনতা হয় দুর্ব্বিষহ। ২৩।

অহং যাহার নয়কো শিষ্ট—
আনুগত্য কৃতিস্রোতা,
পরাক্রম কি তা'র হয় তেজাল?
'হাঁ'-এর দলে 'হাঁ' বলে সে
'না'-এর দলে 'না'-কথা। ২৪।

সন্দেহশীল মতি তোমার
আনবে কৃতির চপলতা,
চপল কৃতি ডাকবে বিপদ্
নিরোধ ক'রে সফলতা। ২৫।

ঢিল যেখানে দেখ্‌ছ
কাজে টালবাহানা করছে,
স্বার্থ-পাঁকাল না-করাটা
অন্তরে কিন্তু পচ্‌ছে। ২৬।

সক্রিয় হ'য়ে করবি না যা'
আসবে ভ্রান্তি মন্থর পায়ে,
মেধাস্মৃতির অপসারণে
মুশকিলে পড়বি, ঠেকবি দায়ে। ২৭।

ভ্রান্ত চলায় অভ্যস্ত যা'রা
ভ্রান্তিকেই তা'রা ভালবাসে,
বাস্তব কিছু করলে-বললে
বোধ তা'দের হয় হারাদিশে। ২৮।

অনেক ধরে, অনেক করে,
নাই সঙ্গতি-জ্ঞান,
নিষ্ঠানিপুণ নয়কো কাজে
অন্যদিকে টান। ২৯।

কে কেমনটা নিচ্ছে খুঁটে
দিচ্ছে তা'তে কেমন জোর—
দেখে বুঝো অন্তরে তা'র
কী চাহিদার কেমন তোড়। ৩০।

অন্তরে লোভ লুকিয়ে থাকে
না-দিয়ে নেওয়ার অছিলায়,
সেইটি কিন্তু বিকাশ পেয়ে
করেই নষ্ট সুবিধায়। ৩১।

উদ্দেশ্য-আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে যখন
ভাঁওতা দিয়ে চাহিদা বাগাও,
অন্যকে যতই দোষো না কেন
নিজের দুঃখই নিজে বাড়াও। ৩২।

তোমার কাছে যদি কেউ আসে—
দেখে নিও স্বার্থ-নেশা,
স্বার্থলোভটি দেখে বুঝলে—
নেই তোমাতে ভালবাসা;
তোমার জন্য আসে নাই সে
নাই তোমাতে ভালবাসা,
প্রীতিচর্য্যা নাই যেখানে—
বোধ ফোটে না, ফোটে না দিশা;
স্বার্থলোভী তা'রা কিন্তু
মুচ্‌ড়িয়ে তোমায় স্বার্থেই চায়,
স্বার্থ-ভাঁওতার নানান রূপে
দিতে থাকে পরিচয়;
অমনতর লোক দিয়ে তোমার
নষ্ট ছাড়া হবে না কিছু,

এগিয়ে যাওয়ার পথটি রুখে
স্বার্থলোভেই চলবে পিছু। ৩৩।

থাকার ব্যবস্থা করবে নাকো,
করছ ধৃতি ম্রিয়মাণ,
স্মৃতি-চিত্তের বেগার খেটে
হ'চ্ছ নাকি ক্ষীয়মাণ? ৩৪।

বোধ থাকে তো সাবধান হও
সম্ভাব্যতার অবধানে,
অসাবধানী গোঁয়ার্তুমি
অনেক আপদ্ আনেই আনে। ৩৫।

যে ভাববৃত্তি অন্তরে তোর
উছল-উজল কর্ তা'কে,
চলাফেরায় বুঝা-সুঝায়
ধরতে পারিস্ একটি ডাকে। ৩৬।

কী ভাবভঙ্গীতে কইলে কথা
কেমন উত্তর দিবি কী!
স্বস্তিভরা তৃপ্তি দিয়ে
করবি স্বস্থ খাটিয়ে ধী। ৩৭।

ভাব মানে কিন্তু হওয়ার আবেগ,
বৃত্তি মানে ব'র্ত্তে থাকা,
ঐ বর্ত্তনার উৎসারণার
ধর্ম্মই তা'কে ধ'রে রাখা। ৩৮।

ভাব মানেই হওয়ার আবেগ
অন্তর-বাহিরে যা'র প্রকাশ,

গোড়ায় চাহিদা যেমনতর
তেমনতরই তা'র প্রকাশ। ৩৯।

ভাব ব্যক্ত হয় যেথায় যেমন
বোধ-কৃতিও তেমনি,
ব্যতিক্রমী বোধকৃতি
আনেই নষ্ট সেমনি। ৪০।

ভাব-অনুগ চলন যখন
কৃতি-তপে বিকাশ পেয়ে
চলতে থাকে নিরন্তরে—
তনুও গড়ে সে ভাব বেয়ে। ৪১।

যেমন চিন্তার ভাবুকতায়
যেমন চল, বল, কর,
ভাবও তোমার তেমনতর
বোধ-বিবেকও তেমনি দড়। ৪২।

ভাববৃত্তিকে মূঢ় ক'রে
প্রভাবিত করবে যেমন,
ব্যক্তিত্বটাও সেই রকমে
অভিভূত হবে তেমন;
এই মূঢ়ত্বের মোহে তুমি
যেমনতরই কর যা',
নয়কো সেটা শিষ্ট-শুভ—
সবই কিন্তু মুহ্যতা। ৪৩।

ভাবিস্ কেন, ধুঁকিস্ কেন,
ঘাব্‌ড়েই বা তুই যাবি কী?

ইষ্টনিষ্ঠ কৃতিচর্য্যায়
চল্ হ'য়ে তুই বিবেকী। ৪৪।

সজাগ থাক মনে-মাথায়
সজাগ রেখে চিন্তা-চলন,
ধীইয়ে নিয়ে মন দিয়ে কর
সময়-মত রাখতে স্মরণ। ৪৫।

ব্যক্তিত্ব তোর যেমনই হো'ক্
কৃতিসুন্দর রাখিস্ ধী,
ধৃতিচর্য্যায় অটুট হ'য়ে
পালিস্ জীবন-পরিধি। ৪৬।

জ্ঞান কেমন তা' জানতে হ'লেই
বোধ-স্বভাবকে জানতে হয়,
বোধ ও কৃতির অনুরঞ্জনা
বুঝলে স্বভাব জানা যায়। ৪৭।

যে-ভাবেতে যে-ই না থাকুক—
ইষ্টনিষ্ঠ সাবুদ চলা,
সেই ভাবই তো ধ'রে থাকে
বোধ-কৃতি সু-উতলা। ৪৮।

বোধকৃতি নাই কিন্তু
ভাবের কথা বেদম কয়,
সব ভাবেরই অভাব তাহার
কোন ভাবেই শিষ্ট নয়। ৪৯।

ভাবের নেশা বোধকৃতির
ক'রেই থাকে আমদানী,

সেটাই কিন্তু সঞ্চার করে
সব হৃদয়ে রপ্তানি। ৫০।

ভালমন্দের দোলনবিভায়
নিখুঁত-নিটোল দৃষ্টি টেনে,
ভালয় কেমন মন্দ আছে
মন্দে ভাল কী রকমে—
বুঝে-সুঝে ধী-দৃষ্টিতে
ভালর করিস্ ব্যবহার,
নিখুঁত টানে আসবে ভাল
বীর্য্য নিয়ে সব তাহার;
দোলনবিভা ঠিকই জানিস্
স্মৃতি-চর্য্যায় সুষ্ঠু হয়,
সৎ-শুভতে রতির মনন
কৃতিযোগে ধন্য হয়। ৫১।

অনেক লোকের অনেক বুদ্ধি
শুধ্‌রে নেওয়া বড়ই দায়,
যেমন বোধে কাজ সফল হয়
নজর রেখে চলিস্ তা'য়। ৫২।

ভাবিস্-বলিস্ যতই কিছু
না-করলে কিন্তু হবে না,
বোধ-অভ্যাসে গাঁথলে সত্তায়
সিদ্ধ হবে সাধনা। ৫৩।

করবে যেমন চলবে তেমন
নিষ্ঠা-অনুরাগে,
ভাববৃত্তিও রঙিল হ'য়ে
চলবে তেমনি বাগে। ৫৪।

চর্য্যা-ধৃতি সব যা'-কিছু
অনুকম্পী হৃদয় নিয়ে,
স্বার্থনেশার লোভ না ক'রে
বোধবিবেকে নে বিনিয়ে। ৫৫।

দক্ষতা যদি নাই থাকে রে
বহুদর্শী বিবেক নিয়ে,
কেমন ক'রে চলবে বল
আপদ্-বিপদ্ পাড়ি দিয়ে? ৫৬।

ভালমন্দের নিশানা যা'
বুঝে-সুঝে ঠিক রাখিস্,
কাজের বেলায় রকম দেখে
তেমনতরই ধরিস্-করিস্। ৫৭।

নিষ্ঠা যা'তে যেমন ধাঁজের
লোকও তুমি তেমনি,
চালচলনও তেমনতর
কাজেও প্রায়ই সেমনি। ৫৮।

নিষ্ঠানিপুণ ভাব-উর্জ্জনা
ভাঁটায় চলতে লাগ্ল যত,
শরীর, মন ও ধী-শৃঙ্খলাও
কমতে কমতে চল্ল তত। ৫৯।

কৃতিবিহীন চিন্তাতেও কিন্তু
অনেক মানুষ ব্যস্ত রয়,
সে ব্যস্ততা নিষ্পাদনে
ফলপ্রসূ কিন্তু নয়। ৬০।

কৃতি-সম্বেগ নিথর হ'লে
আনুগত্যও হবে অবশ,
অবশ আনুগত্য জেনো—
নিষ্ঠাকেও করবে বিবশ;
নিষ্ঠা যেমনি বিবশ হবে
বুঝটিও তোর হবে নিথর,
সঙ্গ-কথা-আলোচনা
হবে দোদুল নিরন্তর। ৬১।

প্রেষ্ঠরাগ-কৃতিচর্য্যায়
কেমন তুমি লিপ্ত—
ভর্ৎসনা বা তিরস্কারে
হও-ই যেমন ক্ষিপ্ত। ৬২।

অনুগতির অর্থ যেমন
কৃতিও হয় তেমনতরই,
কথাবার্ত্তা-চালচলনে
তা'তেও থাকে তেমনি দড়ই। ৬৩।

যে-চিন্তাতে যেমন নিষ্ঠা,
আনুগত্য ও কৃতি-সম্বেগ,
তেমনতরই কৃতার্থও হয়
নিষ্পাদনে যেমন আবেগ। ৬৪।

আনুগত্য-কৃতি তোমার
যেমন ধরে উর্জ্জনা,
সৎপ্রবৃত্তিও হবে তেমনি
তেমনি হবে বর্দ্ধনা। ৬৫।

জীবন-হানির ভীতি যেমন
সুস্থি-ইচ্ছাও তেমনি,
নিষ্ঠাপূত প্রীতি যেথায়—
প্রিয়'র তরেও সেমনি। ৬৬।

যেথা হ'তে যেই না আসুক
বলুক তোমায় যা'ই না কথা,
নিষ্ঠা তোমার দুর্ব্বল হ'লে
করবে স্বীকার তা'দের যা' তা'। ৬৭।

প্রাজ্ঞ তোরা না হো'স্ যদি
কেন কোথায় করবি কী—!
কোন্ কথার কী উত্তর—
জোগান পাবে কি তোদের ধী? ৬৮।

অসম্ভব ব'লে দেখিস্-শুনিস্
যেমন যা'ই হো'ক্ এই দুনিয়ায়,
শুভ'র পথে যত্ন করিস্
সম্ভব ক'রে তুলতে তায়;
বুঝদীপনার বোধি-চর্য্যায়
তেষ্টাভরা চেষ্টা নিয়ে
হয়তো তাহা হ'তেও পারে
দেখ্ না ক'রে আবেগ দিয়ে। ৬৯।

দেখা-বোঝা-ভাবার মাধ্যমে
যেমন সঙ্গতি তোমার হয়,
তা' দিয়ে কিছু করতে গেলেই
কল্পনারই প্রয়োজন হয়;
মানস-কল্পিত সেগুলিকে
বাস্তবে ক'রে মূর্ত্তিমান—

তবেই সেটা বাস্তব হয়,
নয়তো বাস্তবের অন্তর্দ্ধান। ৭০।

নিষ্ঠানিপুণ রাগ-পরাক্রম—
বোধ-বিবেকটি নিয়ে,
দাঁড়ায় যদি সঙ্গতিশীল
তাৎপর্য্যটি ব'য়ে;
সাত্বতীরই সম্বেদনায়
তৃপণদীপ্তি সহ,
জ্ঞানদীপনী ভাববোধনায়—
রুখ্‌তে পারে কেহ? ৭১।

বোধে-ভাবে যা' আসে
বিচারণায় ঠিক রেখো তা',
সামঞ্জস্য-সংবেদনায়
সময় পেলেই ক'রো সেটা,
'কিন্তু' ব'লেই থেমে যেও না,—
উর্জ্জীতেজা পরাক্রমে
ধীইয়ে-ধীইয়ে যেমন পার
তেমনি কর ক্রমে-ক্রমে,
বুঝলে-সুঝলে সবই করলে
কিংবা হয়তো বুঝলে না,
শোনায়-বলায় মজলো আসর
'কিন্তু' বুলি ছাড়লে না;
ঐ 'কিন্তুকে' প্রশ্রয় দিলে
জন্তুত্ব তোর ছাড়বে কি?
করার পথে পড়লো দাঁড়ি
উছল কি তোর হ'ল ধী?

'কিন্তু' বলা ছেড়ে দিয়ে তুই
ভাবায়-করায় ভালই করিস্,
এমনি ক'রেই ক্রমে-ক্রমে
ভালর আওতায় যা' তা'ই ধরিস্;
ধৃতিপথে অমনি ক'রেই
অটুট নিষ্ঠায় চলতে হয়,
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি
ব্যক্তিত্বটার আনেই জয়। ৭২।

বিবিধ

আপ্ত বাক্য মানেই কিন্তু
ঋষি-মুনির সিদ্ধ বাক্,
গলদবিহীন বাস্তব কথা—
পারো পরখ কর তা'ক্*। ১।

শীল যা' তা'কে বাতিল ক'রে
অশ্লীল যা' করলি গ্রহণ,
চাহিদায় তুই এমনি বেকুব
অধঃপাতকে করলি বরণ। ২।

কোথায় যেতিস্ কী হ'য়ে তুই
তা'র কি কোন আছে ঠিক?
না দেখে তা' বলছিস্ ঘৃণ্য—
ভাবলি না তুই দিগ্‌বিদিক্? ৩।

শোনার নেশা ফুরালো যা'র
স্বার্থভরা দিশে,
নাই যদি পাও সাড়া তাহার
দুঃখ তবে কিসে? ৪।

স্ব-এর অর্থ সবা'তে আছে
স্বার্থের অর্থ সবাই হয়,

---

* তা'ক্ = তা'কে

সবা'কে স্বার্থ না করলে কি
স্বার্থ কা'রো অটুট রয়? ৫।

শিষ্ট নেশায় বিষ্ট থেকে
ঐ আবেশে চল্ রে চল্,
ঐ আবেশের উর্জ্জনাতে
মত্ত বিভোর রাখ্ রে বল। ৬।

দুর্ম্মদ তোর স্বার্থলোভে
নষ্ট বুদ্ধি ক্লিষ্ট টান
হ'লেই জানিস্ জীবনে তুই
বইবি কিন্তু দগ্ধ প্রাণ। ৭।

পাওয়ার বুদ্ধি ক্রম-বাড়ন্ত
যা'ই যেমনটি করুক না,
স্বার্থলোভীর এ সম্বেগে
নষ্ট কৃষ্টি-সাধনা। ৮।

ঘোরে-ফেরে সব দিকেতেই
স্বার্থদীপ্ত গুরুগৌরব,
প্রেষ্ঠ ছাড়া হ'লেই জানিস্
সেটাই নরক, তা'ই রৌরব। ৯।

নিজের স্বার্থে যা' পারিস্ কর্,
নাই পারিস্ যদি নাই-ই কর্,
প্রেষ্ঠার্থটি আঁকড়ে ধ'রে
নিষ্পাদনে আসেই বর। ১০।

স্বার্থভজার বন্দনাতে
উন্নতি হয় কী?

ইষ্টচর্য্যী চলন-বলন
বিজ্ঞ করে ধী। ১১।

যা'তেই ভূতের হিত হয় জানিস্
খারাপ হ'লেও তা'ও ভাল,
ভাল যদি খারাপ করে
তা'কেও জানিস্ ব'লে কালো। ১২।

বাঁচাবাড়ার কথা আরো
বিভব-বিদ্যায় কৃতির টান,
এ ছাড়া যে-আলোচনা—
সত্তাস্বার্থের কোথায় স্থান? ১৩।

সমালোচনা করতে গেলেই
সাত্বত চর্য্যা কেমন ঠিক,
সাধারণতঃ এ দেখে তুই
দেখিস্ অন্য সকল দিক্। ১৪।

বিপথেতে যাস্ নে কভু
ধরিস্ নাকো ব্যতিক্রমে,
এলোমেলো হ'য়ে যাবি
অযথা কেন পড়বি ভ্রমে? ১৫।

ভাগ্যদেবী আগে থেকেও
পিছু হেঁটে যখন চলে,
আগে ক'রে থাকলেও তা'রা
পিছু হেঁটে পেছনে বলে। ১৬।

সত্য যদি বস্তুতঃ না হয়
মিথ্যা তবে বলবি কা'ক্?

আকাশকুসুম যতই ভাবিস্
　　বাস্তবতায় নেহাৎ ফাঁক। ১৭।

মিথ্যা নিয়ে বৃথার সাধন
　　করবি কেন বৃথা হ'তে?
বৃথায় জীবন করবে বিফল
　　অনেক বৃথা হবে সাথে। ১৮।

জীবনটা তোর দেখলি কত
　　ভরাই কেবল কোলাহল,
বিন্যাস ক'রে বাস্তবতায়
　　অর্থান্বিত ক'রে চল্। ১৯।

জীবনটায় তো দেখ্লি কত—
　　হেসে, কেঁদে, রেগে, কুঁদে,
কোথায় কেমন ফল পেলি তা'র
　　বাড়লো-কম্লো কেমন সুদে! ২০।

জীবনটাকে খতিয়ে দেখো
　　কীই বা চেলে, করলে বা কী!
তা'তে কেমন কী যে হ'ল
　　যা' পেলে তা' ঠিক না মেকী। ২১।

জীবনপথে রথে-রথে
　　শুধুই কেবল ঘুরিস্ যদি,
ধৃতি-কুশল বাড়বে কি বোধ?
　　থাকবি নিথর নিরবধি। ২২।

ক্ষতি যদি নাও করিস্ কা'র
　　সাবধানে থাকিস্,

ক্ষতির কারণ চারদিকে তোর
তা' নজরে রাখিস্। ২৩।

তোমার যদি কেউ না থাকে
স্ফূর্ত্তি হবে কিসে?
জ্যান্ত যে নয়, পায় কি কভু
ভাল-মন্দর দিশে? ২৪।

জুলুমবাজি দেওয়া-নেওয়ায়
জুলুমই হয় কড়া,
বেমালুমে ঐ জুলুমে
নেহাৎ পড়বি ধরা। ২৫।

জুলুমবাজি চালাবে যতই
শোষণ-বুদ্ধি পুষি',
বিপাক তোমায় মোচড় দিয়ে
রক্ত খাবে চুষি'। ২৬।

অনুকম্পী অনুশ্রয়ে
বোধবিবেকী বিবেচনা,
এতে যদি অভ্যস্ত না হো'স্
ধী-দীপনা বাড়বে না। ২৭।

বাস্তবতার সংজ্ঞাহারা
বিবেক-বিচার নাই যেখানে,
বাস্তবতায় সার্থকতা
পাবি কি তুই আর সেখানে? ২৮।

পরাণ খুলে নিটোল টানে
অনুকম্পী অনুশ্রয়ে,

সুযুক্ত যে সার্থকতা
বাস্তবতায় আনেই ব'য়ে। ২৯।

বাস্তব খাঁটি যদি না পাস্
সুমিলনে শুদ্ধ ক'রে,
যা' করবি তা' হবে অন্যায্য
অবাস্তবের স্বরূপ ধ'রে। ৩০।

বাস্তবতায় কা'র কী অবস্থা
জেনে-শুনে সেধে নিয়ে,
অর্থ তাহার কেমনতর
সার্থকতায় দেখ্ বিনিয়ে। ৩১।

বাস্তবতায় বোধ বাড়ে আর
জ্ঞানদীপ্ত দৃষ্টি বাড়ে,—
বাস্তবতার অনুরাগটি
যেমনতর যাহার ধরে। ৩২।

ধাঁধার কোলে জীবন রেখে
আজগবীতে রাখলি মন,
ফাঁকা সাধায় কী পাবি তুই?
বেফাঁস হবে তোর জীবন। ৩৩।

প্রকৃতির বিধি কিংবা বিন্যাস
যা'তে যেমন যেটা হয়,
সার্থকতায় শ্রেয় সেটাই;—
আজগবী তলিয়ে বুঝতে হয়। ৩৪।

কর্ত্তাগিরির বুদ্ধি যেথায়,
হুকুমদারির আগ্রহ,

বেদনাবিহীন অনুকম্পা,—
ভাগ্যদেবীর নিগ্রহ। ৩৫।

বাস্তু-ভিটায় নাইকো প্রীতি
নয় দরদী লোকজনে,
নাইকো নিষ্ঠা, নাই সততা,
কোথায় তৃষ্ণা ভজনে? ৩৬।

কোন দেশটি দেখতে গেলে
গ্রাম দেখিস্ সবার আগে,
সহরগুলি দেখিস্ পরে
গ্রামের পরিপ্রেক্ষী রাগে। ৩৭।

গ্রামের মানুষ, গ্রামের স্বাস্থ্য,
গ্রামের বাড়ী, গ্রামের ঘর,
গ্রামের বিদ্যা, সহজ জ্ঞান,—
অবস্থাতে হিসেব কর্। ৩৮।

গ্রামের লোকের বিদ্যাবুদ্ধি
কৃতিনিষ্ঠ সহজ জ্ঞান,
প্রীতির রাগটি দেখবি কেমন
পারস্পরিক বুকের টান। ৩৯।

সুখসম্পদ্ গ্রামের কেমন
পারস্পরিক পরিচর্য্যা,
আচার-নিয়ম ঐতিহ্য-প্রথা
কৃষ্টিপথে কী সপর্য্যা। ৪০।

গ্রাম হিসাবে সহরগুলির
কোথায় কেমন হওয়া উচিত,

কি ক'রেই বা হওয়াটা হয়
সেটায় রাখিস্ মনে গ্রথিত। ৪১।

গ্রামের প্রাণের উদ্বোধনায়
শোষণ-তোষণ-আবেগ-রাগ,
সহরটা তো তা'তেই গড়া
তা'তেই যে তা'র স্বস্তি-যাগ। ৪২।

কৃষি-শিল্প গ্রামের দেখিস্
বুক পেতে রয় কেমন মাঠ,
কৃষির পথে শিল্প জাগে
ধ'রে কোথায় কেমন ঠাট! ৪৩।

গ্রাম্য আকাশ, গ্রাম্য বাতাস,
গ্রাম্য বান্ধব-বন্ধন,
এতেই জীবন উথ্‌লে ওঠে
হৃদয়ও পায় রঞ্জন। ৪৪।

বসতবাটী বাঁধবি যেথায়
পরিস্থিতি নিস্ দেখে,
দেখে-বুঝে সুবিধা হ'লে
কর্ বসবাস চর্য্যা-সুখে। ৪৫।

প্রসাদ ছাড়া অন্য কিছুর
দেওয়া ছাড়া চাওয়া নেই,
সেবাচর্য্যী উদ্দীপনায়
বাড়বে তুমি করবে যেই। ৪৬।

ফুল্ল প্রাণে হৃদয় ভ'রে
উৎসারণা যেমনি হয়,

ইষ্টীপূত সেই ভোগই তো
তা'কেই লোকে প্রসাদ কয়। ৪৭।

হৃদয়-ভরা ফুল্ল প্রাণে
আচার্য্যের যা' উৎসারণা,
তা'তেই থাকে তৃপ্তিভরা
উদ্দীপনী সন্দীপনা। ৪৮।

সন্দীপনায় দীপ্ত হ'য়ে
যেমন তৃপ্তি আচার্য্য পান,
সেই তৃপ্তিতে যা' দেন তিনি
তাই-ই যে তাঁ'র প্রসাদ-দান। ৪৯।

প্রসাদে তুমি তৃপ্তি পেলে'
দীপ্ত হ'য়ে উচ্ছলায়,
নিষ্ঠানিপুণ গ্রহণে তা'
র'বেই তুমি সচ্ছলায়। ৫০।

প্রসাদের ঐ সঞ্চারণা
নিষ্ঠানিপুণ অন্তরে,
সন্দীপনায় আনবে রে বান
তোমার হৃদয়-কন্দরে। ৫১।

ধন্য প্রাণে প্রসাদ পাওয়া
মাহাত্ম্য তা'র হয়ই এমন,
ভক্তিভরে পেলে' প্রসাদ
উথ্‌লে ওঠে স্রোতল জীবন। ৫২।

চিত্ত যদি উথ্‌লে ওঠে
প্রসাদ পাওয়ার উন্মাদনায়,

মান-অপমানের ধার না ধেরে'—
স্বস্তি আসে নন্দনায়। ৫৩।

ঠাকুরবাড়ীর ব্যাপারেতে
দীক্ষাপূত সন্তান যা'রা,
নিমন্ত্রণী আপ্যায়না
করেই তা'দের ঐক্যহারা। ৫৪।

ব্যাপারবিধান ঠাকুরবাড়ীর
যখন যেমন যেটি হয়—
জানান দেওয়া বরং ভাল
প্রস্তুত হওয়ার পায় সময়। ৫৫।

নিমন্ত্রণী আপ্যায়না
ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে হ'লে,
তা'র চেয়ে আর অপমান
কীই বা আছে, কেই বা বলে! ৫৬।

অন্তরেতে গেঁথে রাখিস্
মন্ত্রপূত তুই সেবক,
তপঃ-সেবায় তোর অধিকার
এটা কিন্তু স্বতঃই ব্যাপক। ৫৭।

মর্য্যাদা তোর যাবেই চ'লে
নিমন্ত্রণ-চাহিদা হ'লে,
সব চেয়ে এ বিশাল আঘাত—
নিমন্ত্রণের পাত্র হ'লে। ৫৮।

আত্মসম্মান-মর্য্যাদা যা'র
জ্ঞান-গোচরে একটু আসে,

সে কি এমন মূর্খ লোভে
বেড়ায় ঘুরে আশে-পাশে? ৫৯।

পাস্ পাবি তুই খাস্ খাবি—
সহজ-সরল এমন চলা,
ঠাকুর-পরিবার-ভুক্ত যে তুই
এটা কিন্তু নয়কো খেলা। ৬০।

বুঝে-সুঝে চলিস্-ফিরিস্
মর্য্যাদা তোর অটুট রেখে,
মর্য্যাদারই স্তম্ভ ঠাকুর
চলিস্ তাঁকে বুঝে-দেখে। ৬১।

স্নায়ুপথে বায়ুর মতন
বিধানমাফিক শক্তি বয়,
মস্তিষ্কেরই অনুবেদনায়
যেমন তেমনি নিয়োগ হয়। ৬২।

জানা নাম তুই ভুলবি যখন
থাকবে না তোর বাগে,
ভাবিস্ বলিস্ লেখিস্ সেটা
কমই পড়বি পাকে। ৬৩।

ভাবী তোমার সে-ই—
স'য়ে-ব'য়ে শাসন ক'রে
জীবন চালায় যে-ই। ৬৪।

যাঁ'র খাওয়ানে খাচ্ছ তুমি
যাঁ'র দয়াতে চেতনা—

যে-জন রে তোর নেহাৎ আপন
তাঁ'তেই তোমার স্থাপনা। ৬৫।

যাঁ'য় ধ'রে তুই দাঁড়াতে শিখলি
প্রাধান্য রাখবি তাঁ'রই তো?
যা'র কাছে তাঁ'র বন্দনা গা'বি—
প্রতিষ্ঠা হবে তোরই তো! ৬৬।

মনের কথা প্রাণের ব্যথা
বলিস্ কেবল তা'কে পেলে,—
উপেক্ষা তোমায় করে না যে-জন
যায় না তোমায় ঠেলে ফেলে। ৬৭।

হয়তো ভাব্‌ছ তোমার মতন
ভরদুনিয়ায় নাইকো আর,
বুঝলে নাকি তথ্যে তোমার
রুদ্ধ হ'ল বিজ্ঞ দ্বার?
তা' নয় কিন্তু, আরোর পথে
অসীম চলায় চলতে হবে,
চলার পথে কুড়িয়ে অনেক
হয়তো দু'চার মাণিক পাবে। ৬৮।

যা'র যা' আছে সকল কিছুই
শ্রেষ্ঠচর্য্যার উপাদান,
শুভচর্য্যায় তা' দিয়ে কর্
তাঁ'রই পূজার সুসংস্থান। ৬৯।

ধৃতির আলো সেবার দীপে
আলোক-ফকির হ'য়ে চল্,

স্বস্তিরে ডাক্ শান্তি ঢেলে
তৃপ্তি-বিভোর থাক্ অটল। ৭০।

রূপে-গুণে কথায়-কাজে
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক সবাই,
প্রীতির তোড়ে সব বেঁধে নে
যাক্ দূরে তোর স্বার্থ-বড়াই। ৭১।

আগ্রহটি সবল ক'রে
সুসতর্ক সন্ধিৎসায়
সু-কোঁদনে চল্ কুঁদে তুই
সাত্বত সক্রিয় নেশায়। ৭২।

ভাবদীপনী অনুবৃত্তি
ভাবকে ডেকে আনে,
বোধের পথে জ্ঞানসূত্রে
গেঁথে বিনায়নে। ৭৩।

ইষ্টাদেশে নিষ্ঠা রেখে
যেমন পারিস্ কর্ ভ্রমণ,
ভ্রমণ যেন ভ্রম না আনে,
আনেই তোমার উৎসারণ। ৭৪।

আধিপত্যই জানার বিভব
প্রয়োগই তা'র কুশল তুক্,
এমন তুকের আহরণে
দীপ্ত রেখো তোমার বুক। ৭৫।

আদর্শেতে লক্ষ্য রেখে
বোধ নিয়ে তা'র অভিযানে,

তদনুগ যা' পারিস্ তা'র
নজর রাখিস্ আহরণে। ৭৬।

আহরণী আরোহণ তোর
নিষ্ঠা-নিটোল যুক্তি-ভরা,
উচ্ছলতা যতই হবে
কৃতিমুখর করবি ধরা। ৭৭।

সবারই কিন্তু সত্তা স্বার্থ
বাঁচা-বাড়া সবার লাভ,
পারস্পরিক পরিচর্য্যায়
সক্রিয় হ'লে সবার ভাব। ৭৮।

ভর-দুনিয়ায় যা'-সব আছে
প্রত্যেকটি বিশেষ,
বৈশিষ্ট্যেতে পোষণ দিয়ে
তৃপ্তি পা' অশেষ। ৭৯।

ধৃতি-আবেগে জন্মে জীবন
কৃতির রাগে ফোটে,
নিটোলভাবে চলা-করায়
বর্দ্ধনা তেমনি জোটে। ৮০।

যোতন-কৃষ্ট ধী না হ'লে
যুক্তি-বিবেক পায় কোথায়!
যোতন যা'তে সহজ দীপ্ত
যুক্তি স্বতঃই আসে সেথায়। ৮১।

শিষ্ট-সুন্দর তোমার সত্তা
তুমি সেটা জান বেশ,

পরিবেশে যা'ই বলুক না—
সত্তায় গোঁড়া নও বিশেষ? ৮২।

জীবন চায়ই তো শুভর পূজায়
বর্দ্ধিত হ'তে অটুট শুভে,
বোধ ও কর্ম্মের ব্যভিচারে
প্রায়ই সেটা যায় যে ডুবে। ৮৩।

হিসাব ক'রে চলিস্ ও তুই
এগুবি তো সব ভেবে,
ঈশ-চর্য্যার ভড়ং নিয়ে
শাতনও ফেরে নিজ লোভে। ৮৪।

উন্নয়নী বিধির বিধান
ব্যক্তি যা'তে বর্দ্ধমান,
ধারণ-পালন বিধি কিন্তু
নিয়ন্তাই তো সেই প্রাণ। ৮৫।

অধিগম্য আয়ত্ত যা'র
আনন্দ তো সেইখানে,
সৎ-দীপনায় শুভই বাড়ে,
কুকৃতি কি তা'য় টানে? ৮৬।

সৎ-সুনিষ্ঠ ঊর্জ্জনাকে
মূর্চ্ছনাতে দীপ্ত রেখো,
দুর্ব্বলতা না এসে যায়
তেমন চলায় বজায় থেকো। ৮৭।

গুণান্বিত করতে হ'লেই
মূর্চ্ছনা কিন্তু দিতেই হয়,

যেমনতর গুণ প্রয়োজন
তেমনতর না দিলে নয়। ৮৮।

বেদনার দিন যায় না সহজে
সময় যেন বেড়েই যায়,
আনন্দ-উছল যে-দিনগুলি
কোথা সহজেই যেন পালায়। ৮৯।

যে অনুগ্রহই পাও না তুমি
কৃতির উদ্দীপনায়,
শিষ্ট নেশায় তা'রই চর্য্যায়
চল সন্দীপনায়। ৯০।

বাক্‌ছবি বা চলচ্চিত্রের
নিকৃষ্ট আধিপত্য যত,
কুলগরিমা শীলহারা সেথা
ব্যক্তিত্বটারও নাই স্থিরত্ব;
বাক্‌ছবি বা চলচ্চিত্র
উস্‌কে ধরে জীবন-ধৃতি,—
তবেই সেটা শিষ্ট-সুধী,
তবেই সেটা শুভ কৃতি। ৯১।

ভাববিতানে সুরের নাচন
সঙ্গতিশীল না হ'লে,
গান কি আসে দোদুল দোলায়
মাধুর্য্য-ঢেউয়ে পাল তুলে'?
গানের বিভব-বিভূতি ঐ
সঙ্গতিশীল শ্রী নিয়ে,
সকল হৃদয় ভাবস্ফীতিতে
আবেগ-রঙে দেয় রাঙিয়ে। ৯২।

প্রার্থনা

তুমি যাহা দাও তা'ই মোর ভাল
আমি যাহা চাই ভুল,
আঁধারের পাশে রাখিয়াছ আলো
অসীমের পাশে কূল। ১।

দয়াল আমার! প্রভু আমার!
বিভব-বিভূতি সত্তা!
বিভু আমার! পাতা আমার!
ধৃতি-দীপনী গোপ্তা!
তাড়ন-পীড়ন যা' কর তুমি
অনাহারে বা উপহারে রাখ,
তাকাও কিনা আমার দিকে
কিংবা ঘৃণার চক্ষে দেখ,
যা'ই কর না তুমি আমায়
আমি তোমার চিরদিনের,
তোমার সেবাই আমার ধর্ম্ম,
তোমার কাজই আমার তপের;
স্বার্থ আমার তুমিই শুধু
কোন প্রয়োজন স্বার্থ নয়,
ভরদুনিয়ায় যা' হো'ক্ না হো'ক্
তোমার অতৃপ্তিই করি যে ভয়;
তুমি আমার যেমনতর
যেমন করলে ভাল হয়,
তেমনি ক'রেই তুমি থাক
বেঁচে থাক সহ জয়;

তোমার সেবা, তোমার কর্ম্ম,
তোমার ধর্ম্ম, নীতিস্রোত,—
সেইগুলিরই শুশ্রূষা-সেবা
আমার সত্তাধর্ম্ম হো'ক্,
তোমার তৃপ্তি, স্বস্তি, পোষণ
বিশ্বে তোমার জয়গান,
তাই-ই যেন হয় সাধনা
তা'ই হো'ক্ আমার অভিযান;
আশীর্ব্বাদ কর—তুমি থাক,
বেঁচে থাক চিরদিন,
আমি তোমার সেবক হ'য়ে
থাকিই যেন অনুদিন;
ছল ক'রে যা'রা ভালবাসে
পুষে রাখে গাফিলতি,
কথা-ভাবা-কাজে যা'দের
নাইকো নিষ্ঠা-অনুগতি,
দয়ার লাখ ভর্ৎসনা কি
তা'দের স্পর্শ ক'রে থাকে?
সর্ব্বসত্তায় যা'দের তুমি
তা'রাই উপভোগ করে তোমাকে;
'তুমি ক'রে দাও' চাই না আমি
তোমায় ভালবাসি ব'লে,
হৃদয়-উতল ভালবাসা
তোমার পায়ে পড়ুক ঢ'লে,
তোমার ইচ্ছা করতে পূরণ
নিটোল চলায় চলতে পারি,
মন, বিবেক আর শরীর দিয়ে
দেখতে-শুনতে-বুঝতে পারি;

এই তো আমার চাহিদা প্রভু!
এই-ই আমার জীবন-চলন,
আগল-ভাঙ্গা এই হৃদয়ে
রহুক অটল তোমার আসন ;
শাসন-বাক্য তোমার যে-সব
সেই তো আমার আশীর্ব্বাদ,
অটুট চলায় চ'লে আমার
যাক্ ছুটে যাক্ সব বিষাদ,
এই দয়াতে তুমি যখন
উতাল ক'রে তোল আমায়—
সেই তো তুমি,—এই তো তুমি,
ঐ যে তুমি,—বলি তোমায় ;
নিজের, নিজ পরিবারের
ব্যষ্টি সহ পরিবেশের
পালন-পোষণ,—হয়ই যেন
শ্রেষ্ঠ নীতি এই জীবনের ;
তোমার দৃষ্টি মিষ্টি হ'য়ে
সৃষ্টিটাতে ছড়িয়ে পড়ুক,
তোমার সেবা, স্বস্তি, পোষণ
অন্তরে মোর দীপ্ত থাকুক ;
তোমাতে আমার হৃদয়-বাঁধন
অটুট হ'য়ে ঊর্জ্জনায়
দক্ষ হউক, ক্ষিপ্র হউক
অসৎ যা' তা'র বর্জ্জনায় ;
নিষ্পাদনা ঊর্জ্জী কর্ম্মে
হউক ক্ষিপ্র, উঠুক জেগে,
নির্ভুল চলা দ্যুতি-বিকিরণায়
অটুট সন্ধানে চলুক বেগে ;

তোমাতে নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
থাকুক হৃদয়ে অটুট হ'য়ে,
অসূয়া সকল নাশিয়া-ধ্বসিয়া
সাত্বত পথে চলুক ব'য়ে;
ভক্তি আমার তোমার দয়াকে
আনুক উছল ভজনায়,
'গুরুজয়' বোল প্রতিটি শিরায়
জাগিয়া থাকুক বোধনায়;
জানা-অজানা সমান তোমার
বিজ্ঞই তোমার সত্তা,
তুমি যে আমার, সব যে তোমার,
তুমিই স্বস্তিমত্তা;
অপূর্ব্ব যে তুমি,—
যখন দেখি তোমা
কাছে থাক তুমি যখনই,
তুমি ছাড়া আর
কে আছে কাহার!
হৃদয় তবুও বোঝেনি;
জানে না সবাই—
সবারই যে বিভু
তুমি যে অতুলনীয়,
সত্তা সবার,
সবই যে তোমার,
আর কোথা কে দ্বিতীয়? ২।